

প্রগাঢ়না

১৯১২-১৯৩২

মুক্তিপত্র পত্ৰ -



নেতাজী রিসার্চ ব্যৱো
কলিকাতা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বাঁকম চাটুজ্জ্ব স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পত্রাবলী : ইত্তাবচল্ল বন্ধ

১৯১২-১৯৩২

প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০ জানুয়ারী ১৯৬৪

নেতাজী বিসার্চ ব্যবোর পক্ষে

শ্রীশিশিবকুমার বন্ধ কর্তৃক সঙ্গলিত

নেতাজী বিসার্চ ব্যবো

মূল্য : আট টাকা।

প্রকাশক : ইত্প্রিয় সব কাৰ

এম. সি. সবকাৰ অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্গীম চাটুজে স্ট্ৰীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক : দেবেশ দত্ত

অঙ্গণিমা প্রিণ্টিং ও প্রক্স

৮১, সিমলা স্ট্ৰীট, কলিকাতা-৬

নিবেদন

এই গ্রন্থে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পর্যালৌর একটি ধারাবাহিক সঞ্চলন প্রকাশ করা হইল। ১৯১২ হইতে ১৯৩২ আষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২০ খালি পত্র কালক্রম অনুসারে সম্প্রিবিষ্ট করা হইয়াছে। আমাদেব বিশ্বাস, নেতাজীর মানসলোকের ক্রমবিবরণ এই সঞ্চলনের মাঝ্যমে, সামগ্রিকভাবে না হইলেও, কিছুটা অতি-ফলিত হইবে এবং ভাবতেব জাতীয়-সংগ্রাম ও সমাজ-চেতনার ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রেও গ্রন্থটি কিছুটা সাহায্য করিবে।

নেতাজী বিসার্চ ব্যবো নেতাজী ও ভাবতেব মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গবেষণা ও সাবনাৰ স্থচনা কৰিবারেছেন এবং পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু সংগ্রহে ব্রহ্ম হইয়াছেন। বৰ্তমান গ্রন্থ ঐ প্রচেষ্টার প্রথম ফল-স্বরূপ।

এই সংগ্রহেব আবক্ষণ প্ৰথমে নেতাজীৰ মাতা প্ৰভাৱতী বসু, মেজদাদাৰ শব্দুচন্দ্র বসু, মেজবোদিদি বিভাবতো বসু, দেশবন্ধু-পত্নী শ্ৰীযুক্তা বাসন্তী দেৱী এবং নেতাজীৰ বক্ষস্থানীয় হেমস্তকুমাৰ নবকাৰ শ্ৰীদিলাপকুমাৰ রায় ও শ্ৰীচৰুচন্দ্ৰ গাঙ্গুলোকে লিখিত। অন্য প্ৰত্ৰিণি শব্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্ৰীগোপাললাল সাহাৰাল, শ্ৰীহৰিচৰণ বাগচৌ, শ্ৰীঅৰ্নলচন্দ্ৰ বিশ্বাস, শ্ৰীভূপেন্দ্ৰনাথ বন্দেয়োপাধ্যায়, শ্ৰীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্ৰীযুক্তা কল্যাণী দেৰোকে লিখিত। এই গ্রন্থেৰ কিছু কিছু পত্ৰ বিৰক্ষিতভাৱে পূৰ্বে প্ৰকাশিত হইয়াছিল। এই প্রথম সেগুলিকে একত্ৰিত ও সুসংজৰ্ক কৰা হইল। শব্দুচন্দ্র বসু ও শ্ৰীদিলাপকুমাৰ যকে লিখিত মূল ইংৰাজী পত্ৰগুলিব বন্ধাৰুবাদ দেওয়া হইল।

গ্রন্থেৰ শেষে এক সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পৰিচয় দেওয়া হইয়াছে। পৰবৰ্তী সংস্কৃতে একটি সম্পূৰ্ণ গ্ৰন্থ পৰিচিতি সন্নিবেশ কৰাৰ ইচ্ছা বহিল।

প্ৰভাৱতী বসু, শব্দুচন্দ্র বসু ও বিভাবতী বসুকে লিখিত পত্ৰাবলী বিভাবতী বসুৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে নেতাজীৰ জীৱনী বচনা ও গবেষণাৰ কার্য্যে ব্যবহাৰেৰ জন্য দান কৰিয়া গিয়াছিলেন। পৰমশ্রদ্ধেয় শ্ৰীযুক্তা বাসন্তী দেৱী তাহাৰ নিকট লিখিত পত্ৰগুলি নেতাজী বিসার্চ ব্যবোকে দান কৰিয়া ও প্ৰকাশেৰ অনুমতি দিয়া আমাদিগকে অনুমুহীত কৰাৰেছেন। হেমস্তকুমাৰ সৱকাৱেৱ পত্নী শ্ৰীযুক্তা সুধীৰা নবকাৰ বহুদিন পূৰ্বেই অনেকগুলি পত্ৰ আমাদেৱ সংগ্ৰহ-

ଶାଲାୟ ପାଠୀଇଯାଇଲେନ । ଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶେର ଶୁଦ୍ଧଲାଘେ ତ୍ାହାକେ ଆମରା ଧୃତ୍ସାଦ ଜାନାଇ । ଶ୍ରୀଚର୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁଙ୍ଗୁଳୀ ଓ ଶ୍ରୀଦିଲୀପକୁମାର ରାୟ ତ୍ଥାଦେର ନିକଟ ଲିଖିତ ପତ୍ରଗୁଲି ପୂର୍ଣ୍ଣପାଠୀର ଅଭ୍ୟମତି ଦିଯାଇଛେ । ଇହାଦେର ନିକଟ ଆମରା ଫୁତ୍ତଙ୍କ । ଅନ୍ତରେ ପତ୍ରଗୁଲିର ଏକଟି ସଙ୍କଳନ ନେତାଜୀର ସହାୟତାୟ ଓ ଶ୍ରୀଗୋପାଲଲାଲ ସାନ୍ତ୍ଵାଳେର ମଞ୍ଚାଦନାୟ ୩୫ ବ୍ସର ପୂର୍ବେ “ତରୁଣେର ସ୍ଵପ୍ନ” ଗ୍ରହେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ହେ । ଧୃତ୍ସାଦଟେ ମଞ୍ଚର୍ତ୍ତାର ଜୟ ତାହା ହିତେ କିଛୁ ପତ ଏହି ଗ୍ରହେ ପୁନଃପ୍ରକାଶ କରା ହିଲ ।

ନେତାଜୀ ତ୍ର୍ଯାମାର ଅଗଣିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସହକର୍ମୀଦେର ନିକଟ ଆରା ବହ ପତ୍ର ଲିଖିଯାଇଲେନ । ତ୍ର୍ଯାମାର ସହ୍ୟୋଗିତା ପାଇଲେ ନେତାଜୀ ବିସାର୍ଜ ବୁଝେ । କେବଳ ସେ ମେଣ୍ଡଲି ସୁସଂବନ୍ଧଭାବେ ପ୍ରକାଶେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେ ପାରିବେନ ତାହାଇ ନହେ, ନେତାଜୀ ମନ୍ଦରେ ଗବେଷନାର କାଜ ଓ ଏକଟି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଜୀବନୀ ରଚନାର ପଥର ପ୍ରଶ୍ନ ହଇବେ । ଆଶାକରି ନେତାଜୀର ଦେଶବାସୀ, ବନ୍ଦୁ ଓ ସହକର୍ମିବୟବ୍ସ ଆମାଦେର ସହାୟ ହଇବେନ ।

ଏହି ଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ତିତିର କାର୍ଯ୍ୟେ ବହ ଦିକ ଦିଯା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିଯା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରଙ୍କିଲୀ ଅଭ୍ୟାଦ କରିତେ ଡା: ଶ୍ରୀଜ୍ୟାତିର୍ଥ୍ୟ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ସଥେଷ୍ଟ ସାହାୟ କରିଯାଇଛେ । ପାଞ୍ଚୁଲିପି ପ୍ରତ୍ତିତ କରିତେ ଶ୍ରୀଜ୍ୟାତିର୍ଥ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶ୍ରୀଶକ୍ରବନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିଯାଇଛେ । ଶ୍ରୀବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ପର୍ଫ୍ରେ ସଂଶୋଧନେର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ସହାୟ ହଇଯାଇଛେ । ଇହାଦେର ସକଳେର ନିକଟ ଆମବା ଖଣ୍ଡି ।

ପ୍ରକାଶକେର ଐକ୍ୟାନ୍ତିକତା ଓ ଉତ୍ସାହ ଆମାଦେର କାଜ ସହଜ କରିଯାଇଛେ ଏବଂ ଅତି ଅନ୍ତର୍ମଧ୍ୟରେ ଯଧ୍ୟ ଗ୍ରହପ୍ରକାଶ ସଭ୍ୟ ହଇଯାଇଛେ । ଜ୍ୟ ହିନ୍ଦ୍ ।

ନେତାଜୀ ବିସାର୍ଜ ବୁଝେ

୦୮୨, ଏଲଗିନ ରୋଡ

କଲିକାତା-୨୦

୨୩ଶେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୪

୯ଇ ମାୟ ୧୩୭୦

ଶିଶିରକୁମାର ବନ୍ଦୁ



ଶୁଭାଧିକ୍ଷର ବନ୍ଦ

[୧୯୧୯]

ପ୍ରଥମ ନୟଥାନି ପତ୍ର ୧୯୧୨-୧୩ ମାଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ବନ୍ଦକେ ଲିଖିତ

୧

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ସହାୟ

କଟକ
ଶନିବାର

ପରେମ ପୂଜନୀୟ
ଶ୍ରୀମତୀ ମାତାଠାକୁରାଣୀ
ଆଚବଣ କମଳେଶୁ

ମା,

ଆଜ ନବମୀ ; ସୁତରାଙ୍ଗ ଆପନି ଏଥିନ ଦେଶେ—ଦେବୀର ଆରାଧନାଯି
ନିମିଶ୍ର ଆଛେନ ।

ଏ ବଂସର ବୋଧ ହୟ ପୂଜା ବେଶୀ ଜୀବଜମକେ ସମ୍ପନ୍ନ ହିବେ । କିନ୍ତୁ
ମା, ଜୀବଜମକେ ପ୍ରୟୋଜନ କି ? ଯାହାକେ ଆମରା ଡାକି—ତାହାକେ ଯଦି
ଆଗ ଖୁଲିଯା ଗଦ୍ଦଗଦ୍ଦ କଷ୍ଟେ ଡାକିତେ ପାରି ତାହା ହଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହଇଲ ;
ଆର ଅଧିକ କି ପ୍ରୟୋଜନ ? ସେ ପୂଜାଯା ଆମରା ଭକ୍ତି-ଚନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରେମ-
ପୁଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ପାରି ତାହାଇ ଜଗତେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ।
ଜୀବଜମକେର ସମ୍ମୁଖେ ଭକ୍ତି ପଲାଯନ କରେ ! ଏବାର ଏକଟା ଦୁଃଖ
ରହିଯା ଗେଲ । ମେଟା ବଡ଼ ବେଶୀ ଦୁଃଖ—ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ ନହେ । ଏବାର
. ଦେଶେ ଯାଇଯା ମେହି ତୈଳୋକ୍ୟପୂଜ୍ୟା ସର୍ବଦୁଃଖହାରିଣୀ, ମହିଷାସୁରମର୍ଦ୍ଦିନୀ
ଜଗନ୍ମାତା ଦୁର୍ଗାଦେବୀର ସର୍ବାଭରଣ ଭୂଷିତା ନାନା ସାଜସଜ୍ଜିତା, ଦେଦୀପ୍ୟମାନା
ଜ୍ୟୋତିର୍ତ୍ତୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଯା ନୟର ସାର୍ଥକ କରିତେ ପାରିଲାମ ନା ;

এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া অবগত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না ; এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না ; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেল্লিয়কে পরিত্বপ্ত করিতে পারিলাম না ; এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেল্লিয়কে ধন্ত করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি “শাস্তি জলে”র অভাবে শাস্তি লাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল ; পঞ্চেল্লিয় নিষ্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা, অস্ত্র ব্যাপিনী মূর্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দৃঃখ ঘূচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না ; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দৃঃখ রহিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আর উপায় নাই—কল্য রাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব। আপনি ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ কবিবেন ও গুরুজনদিগকে দিবেন।

আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও বাবাকে জানাইবেন।
ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

প্রনঃ—সারদা কেমন আছে ?

কটক
শনিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী
শ্রীচবণকমলেষু

মা,

আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম,
তাহার সঙ্গে মণিঅর্ডাবে ৫০ পাইলাম।

আমি যে পত্র লিখি তাহাব উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন
না—অবকাশ মত উত্তর কবিবেন। আপনার যদি পড়িতে কষ্ট হয়
তাহা হইলে অন্য কাহাব দ্বারা পড়াইয়া লইবেন।

কলাইস্থুটি জোবৰা বাগানে লাগান হইতেছে কিংবা শীঘ্ৰই হইবে।
রঘুয়া আমাৰ নিকট চলিতে ৫৬ দিন পূৰ্বে কলাইস্থুটি লইয়া
গিয়াছিল। জোবৰা বাগানে আমি যাই নাই।

নগেন ঠাকুৱ এণ্ঠাৰ পূজা কৰেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।
তিনি কি সম্পূৰ্ণ আবোগ্যলাভ কবিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি
তমধ্যে নগেন ঠাকুৱ এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুৰুদেব মহাশয়েৰ পূজা
সৰ্বাপেক্ষা ভক্তি আকৰ্ষণ কৰে। নগেন ঠাকুৱেৰ ৫গীপাঠ বড়ই
মধুৱ এবং অভক্তকে ভক্তি কৰিয়া ফেলে।

শ্রীশ্রীগুৰুদেব মহাশয়েৰ কোদালিয়া বাটীৰ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে
শুনিয়া আস্ত্রাদিত হইলাম। আমৰা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিৰ।
দেখা হইলে তাহাকে আমাৰ ভক্তি প্ৰণাম জানাইবেন। বড়দিদিৰ
শৰীৰ অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। তিনি কেমন আছেন?
আপনার ডেঙ্গু হইয়াছিল শুনিয়া আমৰা চিন্তিত হইলাম। এখন
কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূৰ কৰিবো।

বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্যের সময় স্তোত্র খুব সন্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পৃষ্ঠকে তাহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল ৬০ কিংবা ১ টাকা। এ স্থোগ ছাড়িবেন না। পদ্ধি-মামাকে বলিবেন একটি ক্রয় কবিয়া আনিতে। পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসিবাব সময় লইয়া আসিবেন।

মা, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে আমার আমিষ ত্যাগ করিবাব বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু পাছে কেহ কিছু বলেন বা মনে কবেন সে আশঙ্কায় আমি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেছি না। আমি এক মাস পূর্বে মৎস্য ভিল সমুদ্র আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ নদাদা আমার পাতে জোর করিয়া মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কাবণ “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” একথা আমাদের শাস্ত্রকাবেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকাবেরা • বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বব একথা বলিয়াছেন। আমাদেব কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্ববেব স্থষ্টি নষ্ট কবিব? তাহাতে কি ঘোব পাপ হয় না? ধাহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাহারা তুল বুঁকিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকাবেরা একপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাহারা মৎস্য খাওয়া বাবণ করিবেন। আপনাদেব এ বিষয়ে কি মত?

আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্ৰয়তি হয় না। আমরা সকলে ভাল আছি, আপনারা আমার গ্ৰণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

কটক
শনিবার

পরম পূজনীয়।
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু

মা,

গোপালীর মুখে শুনিলাম আপনি উকাশীধামে যান নাই। বাবা একলা গিয়াছেন। বাবার পত্র হইতে জানিলাম যে আল রাজা সময় মত টাকাৎ পার্দান নাট তাই যাওয়া হয় নাই। আপনি যে প্রেস্ক্রিপসনের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কলা পাঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্য তাহাতে অধিক কিছু লিখিতে পারি নাই। আমি আপনার ঘরে ২টি নৌলরতনবাবুর প্রেস্ক্রিপসন পাইলাম কিন্তু কোন্টা চাই তাই বুঝতে না পারিয়া উভয়ই পাঠাইয়া দিলাম। ছেটদাদাকে বাগিবেন, তিনি বাছিয়া লইবেন।

দিদির চিঠি শেষ করিয়া কল্য পাঠাইয়া দিয়াছি। লিলি কোথায় এবং কেমন আছে জানিতে উৎসুক হইয়াছ।

আমার অনুরোধে মেজদাদা আমাকে একটি লঙ্ঘা চিঠি লিখিয়া-ছিলেন। আমি কল্য তাহা পাইয়াছি—পাইয়া যে কতদুর আনন্দিত হইলাম তাহা বলিয়া উঠিতে পারি নাট। আমার অতি সামান্য অনুরোধে তিনি যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আমার কষ্ট হয়। পত্রটি আমি তাহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত গয়নার মত তুলিয়া রাখিয়া দিব।

আর অধিক কি লিখিব। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভাল

আছি। শরৎবাবু (জামাইবাবুর আতা) এখানে আছেন। বাড়ী
ঠিক হইলে বোধ হয় চলিয়া যাইবেন।

শ্রীশুভ্রদেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছে লিখিবেন।
তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাদিগকে আমি
প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুস্প চয়ন করিয়া রাখিতেন
এবং আমরা গিয়া তাঁহার সুগন্ধ ছ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন
দেখিতে পাই। তিনি যেদিন পূজা করিয়া “শান্তিজল” ও পুস্প
বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই।
আমি বড় পাগলের মত লিখিতেছি। আপনার পড়িতে বোধ
হয় কষ্ট হইবে।

আমাদের স্কুল বোধ হয় ১৫ তারিখে বন্ধ হইবে—জানিনা—এখনও
নোটিশ বাহির হয় নাই। আর যাহা কিছু বড়দাদার মুখে শুনিবেন।

আমি ভাল আছি। যখন পুনরায় আমায় দেখিবেন তখন
আমাকে এখন অপেক্ষা বলবান ও স্কুল দেখিবেন—আমি আশা
করি। যদি তাহা না হয় তাহা আমার দোষ নয়—তাহা গ্রহ-
দোষ। আমি শরীরে যত যত্ন লই তাহা অপরে লয় কিনা সন্দেহ।
কিন্তু আপনি মনে করেন আমি ইচ্ছায় শরীর খারাপ করিতেছি।
একমাস পূর্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা ভাল আছি।

প্রত্যহ হারাহারি ৪ টাকা খরচ হইতেছে—কোন দিন ৫,
কোনদিন ৩,—এইরূপ। আপনার ৩০ টাকা শেষ হইয়াছে।
জগদ্বন্ধু আমাকে বাবার ৩৭।০ টাকা দিয়াছে—আমি কাজে ২
তাহা হইতে খরচ করিতেছি।

এখানে একটু শীত হইতেছে খুব সকালে, কিন্তু এখনও শীত-
কালের বিলম্ব আছে। এখনও কপি লাগান হয় নাই। ২
টাকার কপির বিচি কেনা হইয়াছে—এখন চারা হইয়াছে।

ବୌଦ୍ଧିଦି ମାମୀମା ଓ ମେଜବୌଦ୍ଧିଦି କୋଥାଯ ଓ କେମନ ଆଛେନ ।
ତାହାଦିଗରେ ଆମାର ପ୍ରଗାମ ଜାନାଇବେନ । ଅଶୋକ କେମନ ଆଛେ—
ଦୀତ କି ସମସ୍ତ ଉଠିଯାଛେ ? ଏବାଟୀର କୁଶଳ ଜାନିବେନ । ଆଶା କରି
ଓଖାନକାରୀ କୁଶଳ । ଆପଣି ଆମାଦେର ପ୍ରଗାମ ଜାନିବେନ । ଇତି—

ଆପନାର ସେବକ

ଶୁଭାୟ

୪

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀତର୍ଗ୍ରୀ ମହାୟ

କଟକ

ବୃହମ୍ପତିବାର

ପବମ ପୂଜନୀୟ

ଶ୍ରୀମତୀ ମାତାଠାକୁରାଣୀ

ଶ୍ରୀଚରଣ କମଲେଶ୍ୱ

ମା,

ଅନେକଦିନ ହିଲ ଆପନାକେ କୋନେ ପତ୍ର ଲିଖି ନାହିଁ ତଜ୍ଜନ୍ତ
ଆମାୟ କ୍ଷମା କରିବେନ । ନଦାଦା ଏଥି କେମନ ଆଛେନ ଲିଖିଯା ଚିନ୍ତା
ଦୂର କରିବେନ । ତାହାର କି ଏବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉୟା ହିବେ ନା ?

ଭଗବାନେର ଦୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ—ଦେଖିତେ ବସିଲେ ଜୀବନେର ପ୍ରତି
ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତାହାର ଦୟାର ପରିଚୟ ପାଓୟା ଯାଏ । ତବେ ଆମରା ଅଙ୍ଗ,
ଅବିଶ୍ଵାସୀ, ସୋର ନାସ୍ତିକ, ତାଇ ତାହାର ଦୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିତେ ପାରି ନା ।
ଆର ବୁଝିବ ବା କି କରିଯା ? ହୁଅଥେ ପଡ଼ିଲେ ତାହାକେ ଡାକି—
ଅନେକଟା ପ୍ରାଣ ଖୁଲିଯା ଡାକି—କିନ୍ତୁ ଯେଇ ହୁଅ ଦୂର ହିଲ—ଯେଇ

সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বক্ষ হইল আর আমরা তাহাকে ভুলিয়া গেলাম। এইজগতেই ত কুণ্ঠীদেবী বলিয়াছিলেন, “হে ভগবান ! আমাকে সর্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও ; তাহা হইলে আমি তোমায় সর্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব ; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।”

জগমৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নির্থক। আমাতে পশ্চতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারেনা আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল। জ্ঞান বড়, বড় জিনিস—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবেনা—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাইনা। তর্ক করিতে চাইনা—কারণ আমি অজ্ঞ ও অঙ্গ। স্মৃতরাঙ় এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অঙ্গ বিশ্বাস—শুধু “হরি আছেন” এই বিশ্বাস ; আর কিছু চাহিনা। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—“ভক্তিজ্ঞানায় কল্পতে”—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য—বুদ্ধিগুণ পরিমার্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনা শক্তি দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্য সফল হইলে লেখা পড়া সার্থক হইবে। লেখা-পড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পশ্চিত বলিব ? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্বিশ্বাসী ও ভগবৎ প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপশ্চিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—

অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাইনা। ভগবানের নাম আরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাঙ্গ বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণ্ডু বক্ষে ধারণ করিতে চাহি। আর একবার “ছৃঙ্গা” বা একবার “হরি” বলিলে যাহার ঘৰ্য্য, অঙ্গত্যাগ, রোমাঙ্গ প্রভৃতি সাম্বিক লক্ষণ আবিভূত হয়, তাহার ত কথাই নাই—সে স্বয়ং ভগবান্। তাহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পরিত্র হইঝাছে—আমরা ত অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিষ।

আমরা বৃথা “ধন” “ধন” বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবিনা, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবন্তকি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধি-রাজারাও দীন ভিখারী। এরপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।

আমরা “পরীক্ষা আসিতেছে” বলিয়া ব্যস্ত হই কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিনা যে জীবনের প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা কি সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে সব পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে ২ .তার্গ করিতে হইবে।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবন-তরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাহার জীবন সার্থক, তাহার মানব জন্ম সফল। কিন্তু হায়! আমরা এ মহাসত্য বুঝিয়াও বুঝি না। আমরা এরপ অক্ষ, এরপ অবিশ্বাসী ও এরপ মূর্খ যে কিছুতেই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উপ্লীলিত হয় না। আমরা মানুষ নহি কলিযুগের রাক্ষস।

তবে আমাদের আশা আছে—ভগবান দয়াময়—তিনি চিরকালই দয়াময়। ভীষণ পাপের তাণ্ডব মৃত্যের ভিতরেও তাহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দয়ার আদিও নাই অস্তও নাই।

বৈষ্ণব ধর্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অন্বেতাচার্য বৈষ্ণব ধর্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, “হে ভগবান् রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।” তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে ২ সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে, এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।

আপনি কলিকাতায় আর কতদিন থাকিবেন। আপনারা সকলে কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। বাবা ভাল আছেন। ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

কটক
রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

অনেকদিন হঠাতে আপনাকে কোন পত্র দিই নাই তাই আজ
অবসর পাইয়া কয়েক পংক্তি লিখিয়া হস্ত ও লেখনী উভয়কে পবিত্র
করিতেছি।

আম'র হৃদয়কাননে সময়ে ২ যে ভাবকুশুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার
সহিত চোখের অঙ্গজল মিশাটয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই।
কিন্তু সে কুশুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্দেক হয়, না
তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না
জানিতে পারায় আমি কতকটা অশাস্ত্র হইয়াছি।

আমার হৃদয়ে সময়ে ২ অকালীন মেঘের ঘায় যে ভাব উদয় হয়
তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূরদেশে
আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপ ভাবে তাহা গ্রহণ
করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার নিকট
আমার মনোগত ভাব প্রীতিকর হউক বা না হউক হৃদয়ের একমাত্র
উপহার ভাবিয়া আমি তাহা প্রেরণ করিতে সাহসী হই।

মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের
জন্য এত খরচ করিতেছেন—তুইবেলা গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন
এবং পুনরায় বাড়ী ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া
আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াই হচ্ছেন—বস্ত্র+পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ

আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত
কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই
বা কি? আমি কিছুই ব্যবিহা উঠিতে পারিনা। ছাত্রজীবন শেষ
করিলে আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া
সারাজীবন গাধার শ্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে থাটিতে হইবে এবং তৎপরে
ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রের কোন্‌
বিভাগে দেখিলে আপনি সর্বাপেক্ষা স্ফুর্খী হইবেন? বড় হইলে
আমাদিগকে কোন্‌ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্বাধিক আনন্দ
লাভ করিবেন—জানিনা আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ
ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিষ্টাব কিংবা অন্য কোনও বড় হাকিমের গদীতে বসিলে
আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের
দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর
ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর
প্রভু, প্রকাণ্ড অটোলিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে
আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—না দরিদ্র হইলেও পশ্চিতদিগের
দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা “প্রকৃত মানুষ” বলিয়া পূজিত হইলে
আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানিনা। আপনার পুত্রকে
কিরূপ দেখিলে আপনার সর্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে
বড় ইচ্ছা হয়। দয়াময় ভগবান আমাদিগকে মানবজন্ম—সুস্থ
দেহ-বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি অমূল্য পদার্থ দিয়াছেন—কেন? তাহার
পূজা এবং তাহার সেবারই জন্য অবশ্য তিনি এত দিয়াছেন—কিন্তু
মা—আমরা কার্য্য করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাহাকে
প্রাণ ধূলিয়া ডাকিতে পারিনা। মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়,
ভাবিলে মর্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন,
যিনি কি সম্পদে বিপুদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্বদাই আমাদের বন্ধু,

যিনি সর্বদা, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা তাহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকিনা । আমরা সংসারের ছার বস্তু লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাহার উদ্দেশ্যে একবিন্দু অঙ্গও ফেলিনা—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিন হৃদয় । ঠিক সেই শিক্ষা—যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়না ! লোকে তৃষ্ণার্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মিটে ? কথনই না—মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না । এই জন্তুই আমাদের শাস্ত্রকারণণ বলিয়া নিয়াছেন :

“ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মৃচ্মতে ।”

ভগবান কলিযুগে একটি নৃতন সৃষ্টি করিয়াছেন— যাহা অন্য কোনও যুগে ছিল না । সেই নৃতন —“বাবু”—সৃষ্টি । আমরাই সেই “বাবু” সম্প্রদায়ভুক্ত । আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদধান আছে কিন্তু আমরা ১০১২ ক্রোশ টাটিয়া যাইতে পারিনা—কারণ আমরা বাবু । আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কৃষ্টিত হই— আমরা হস্তের উপযুক্ত ব্যবহার করিনা—কারণ আমরা “বাবু” । আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে “ছেটলোকের কাজ” বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা “বাবুলোক” । আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি আমাদের হাত পা চালাইতে যে কষ্ট হয়—কারণ আমরা যে “বাবু” । গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ করিতে পাবি না কারণ আমরা “বাবু” । আমরা সামাজিক শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা “বাবু” আমরা সর্বত্র “বাবু” বলিয়া

পরিচয় দিই কারণ আমরা “বাবু” কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা মহুষ্যত্বীন মহুষ্য কৃপধারীগন্ত। পশ্চ অপেক্ষাও আমরা অধম—কারণ আমাদের জ্ঞান ও বিবেক আছে—পশ্চদিগের তাহাও নাই। জ্ঞানাবধি স্থুলের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিলমাত্র কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারিনা—এই কারণে ইঞ্জিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারিনা—সারাজীবন ইঞ্জিয়ের দাস হইয়া আমরা এক দুর্বিহ জীবনভার বহন করি।

আমি প্রায় ভাবি—বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর ঢাঢ়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কবিতে শিখিবে—কবে অন্ত্যজাতির শ্রায় নিজের পায়ের উপর ঢাঢ়াইয়া নিজেকে “মানুষ” বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। আজকাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধম্বী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা বাবুয়ানি ও বিলাসিতার স্বোত্তে ভাসিয়া গিয়া নিজের মহুষ্যত্ব হারাইতেছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। আজকাল বাঙ্গালীরা নিজের জাতীয় পরিচ্ছদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে সবল, সুস্থ এবং বলিষ্ঠকায় লোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে কষ্ট হয়। এবং সর্বোপরি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে একপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা আজকাল হইয়াছে—বিলাসিতাপ্রিয়—পরচর্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পরসুখদেৰী এবং মহুষ্যত্ববিহীন—মা, ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আমরা পড়িতেছি—সম্মুখে যদি চাকরীর এবং অর্থের লোভ থাকে—তাহা হইলে কি লেখাপড়া—তাহা হইলে কি মহুষ্যত্বের অধিকারী হইতে

পারা যায় ? মা, বাঙ্গালী কি কখনও মাঝুষ হইতে পারিবে ? আপনার কি মত ? মা, আমরা এবং আমাদের দেশ দিন ২ অধঃপতনে যাইতেছে। কে উদ্ধার করিবে ? একমাত্র উদ্ধার কর্তা—বঙ্গজননী—বঙ্গমাতা যদি বঙ্গ সন্তানকে নৃতনভাবে প্রস্তুত করিতে পারেন—তাহা হইলে পুনরায় বাঙ্গালী মাঝুষ হইবে।

আমরা ভাল আছি। ছোটদাদাকে পত্র দিলাম। বাবা সোমবার গোপগীপালান যাত্রা করিবেন। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম জানিবেন। এবাব পাগলেব মত অনেক লিখিয়াছি। পড়িতে কষ্ট হয় ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। ক্ষমা কবিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
স্বভাব

৬

আঙ্গীর্থগ্রন্থ সহায়

কটক
ববিবার

পরম পূজনীয়া
আমতী মাতাঠাকুরাণী
আচরণ কমলেষু

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান् ঘুগে ২ অবতারকৃপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছে ;। ভগবান্ মানবদেহ ধারণ

করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 'কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ, মা, তারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাঙ্কিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কুল ভরিয়া তর তর কুল কুল শব্দে নিরস্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী ! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন—রাম, লক্ষণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, স্বর্খে, মহাস্বর্খে, স্বর্গীয় স্বর্খের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দৃঃখ্যের বা চিন্তার ছায়া আর তাহাদের প্রসর বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দৃঃখ্যানলে নিরস্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে স্বর্থ, কোথায় সে শাস্তি !—আমরা শাস্তির জন্য হাহাকার করিতেছি ! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শাস্তি নাই। যদি মর্ত্তে কোনও স্বর্থ থাকে তাহা হইলে ঘৃহে ঘৃহে গোবিন্দের নামকীর্তন ভিন্ন আর স্বর্থের উপায় নাই। আবার যখন উর্দ্ধে, দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি—পুণ্য-সলিলা জাহুবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্রি মহর্ষির পবিত্র কঠোলুত পৃত বেদমন্ত্রে শৰ্কায়িত—দেখি বৃক্ষ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন—তাহার পদতলে দুইটি শিখ্য—কুশ ও লব—মহর্ষি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদমন্ত্রে আকৃষ্ণ হইয়া দ্রুর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া

নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্ম
আসিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধনি
শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া
আছে—সমস্তক্ষণ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে মহৰ্ষির মুখ্যানে চাহিয়া আছে।
বামায়ণে সবই পবিত্র—সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু
হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে
পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভূবনতারিণী
কলুষ-হারিণী ভাগীবথী চলিয়াছেন—তাহার তৌরে যোগিকুল বসিয়া
আছেন—কেহ অর্দ্ধনির্মালিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন—কেহ কাননের
পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র স্বরূপ
দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চাবণে দিগ্‌দিগন্ত মুখ্যান্ত
করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে
পবিত্র করিতেছেন—কেহ শুন্ন শুন্ন করিয়া গান করিতে ২ পূজার
জন্ম বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের
প্রীতিকব। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যঘোক ঝৰিকুল
কোথায়? তাহাদেব সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাহাদের
সেই যাগযজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ
হয়! আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় ৰবন পর্যন্তও
নাই। আমরা এখন এক দুর্বল শরীর পরদাস্ত-ব্যবসায়ী,
নষ্ট ধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের
এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের
উদ্ধার করিবে না? এ ত তোমারই দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান्,
তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সন্নাতন
ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের
পূর্বপুরুষ আর্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত

ଫରିଆଛିଲେନ ତାହା ଏଥିନ ଛାରଖାର ହଇଯାଇଁ । ଦୟା କର, ରଙ୍ଗା
କର, ଓହେ ଦୟାମୟ ହରି !

ମା, ଆମି ସଥିନ ଚିଠି ଲିଖିତେ ବସି ତଥିନ ପାଗଲେର ଚେଯେଓ ପାଗଳ ।
କି ଲିଖିବ ଭାବିଯା ଲିଖିତେ ବସି ଏବଂ କି ବା ଲିଖିତେ ପାରି ତାହା
ଜାନିନା । ମନେ ସେ ଭାବଟି ଆଗେ ଆସେ ତାହାଇ ଲିପିବନ୍ଦ କରି—ଭାବି
ନା କି ଲିଖିତେଛି ବା କେନ ଲିଖିତେଛି । ଇଚ୍ଛା ହୟ ତାଇ ଲିଖ—ମନ
ବଲେ—ଲେଖ—ତାଇ ଲିଖ । ସଦି କିଛୁ ଅସଙ୍ଗତ ଲିଖିଯା ଥାକି ତବେ
ଆମାକେ ମାର୍ଜନା କରିବେନ ।

ପୃଜ୍ୟପାଦ ସ୍ଵଗୀୟ ଗୁରୁଦେବ ମହାଶୟର ସ୍ଵର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିର ବିଷୟ ସଥିନ ଭାବି
ତଥିନ ଦୁଃଖିତ ହଇବ କି ଆନନ୍ଦିତ ହଇବ ତାହା ଭାବିଯା ଉଠିତେ ପାରି ନା ।
ମମୟ ସଥିନ ଏଇ ପୃଥିବୀ ହିତେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତଥିନ ସେ କୋଥାଯ
ଯାଯ ବା କିରାପ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ ତାହା ଆମରା ଜାନିନା । ତବେ
ଚରମଦଶାୟ ଆମାଦେର ଜୀବାୟା ପରମାୟାର ସହିତ ବିଲୀନ ହଇଯା ଯାଯ—
ସେଦିନ ଆମାଦେର ପକ୍ଷେ ମହା ଆନନ୍ଦେର ଦିନ—କୋନ୍ତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ—
କୋନ୍ତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ—ପୁନର୍ଜ୍ଞମ କଷ୍ଟ ଆର ଆମାଦେର ଭୋଗ କରିତେ ହୟନା—
ତଥିନ ଆମରା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେ ବିରାଜ କରି । ସଥିନ ଭାବି ତିନି ସେଇ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଧାମେ ଗିଯାଇଛେ—ତିନି ଅମରଗଣେର ସହିତ ଏକ ପଂକ୍ତିତେ
ବସିଯା ସ୍ଵଗୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନ କରିତେଛେନ ତଥିନ ଆର ଦୁଃଖିତ ହଇବାର
କାରଣ ଦେଖିନା । ତିନି ସଥିନ ସେଇ ସଦାନନ୍ଦପୂରେ ଗିଯା ମହାଶୁଖେ
ଆଛେନ ତଥିନ ଆମରା ଯଦି ତାହାର ଶୁଖେଇ ଶୁଦ୍ଧି ହିଁ ତବେ ଆମାଦେର
ଶୋକଗ୍ରହ୍ୟ ହଇବାର କୋନ୍ତେ କାରଣ ନାହିଁ । ଦୟାମୟ ଭଗବାନ୍ ଯାହା କରେନ
ଜଗତେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ମାଇ କରେନ । ଆମରା ପ୍ରଥମେ ୨ ବୁଝିତେ ପାରି
ନାହିଁ କାରଣ ତଥିନ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ । ସଥିନ ଫଳ ପାକେ ତଥିନ ଆମରା
ହୁଲ୍ମେର ଭିଜରେ ବୁଝିତେ ପାରି “ବାନ୍ଧବିକ ଦୟାମୟ ହରି ଯାହା କରେନ
ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ମାଇ, କରେନ ।” ଭଗବାନ୍ ସଥିନ ତାହାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସାଥିମେ

করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল্লা গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ জিনিষ তাহারই—তাহার ইচ্ছা লইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইলেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাহার বিপদগামী আত্মবন্দকে ধর্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্মে দৈক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্ৰই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দৃঢ়ত্ব হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতেব অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত তাহার বিরোধী হইতে পারিনা। জগতের মঙ্গলট প্রতোক মালুমের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলট আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুনরায় জন্ম পরিগ্ৰহ, করিয়া আমাদেব ভারতকল্প ভারত সন্তানদিগকে ধর্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের যারপৰ নাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :

‘‘দেহিনোৎস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তৰ প্রাপ্তি ধীরস্তত ন মুহূতি ॥’’

আমরা সকলে ভাল আছি। তাহার চাতেই আছি—তিনি যেকোন রাখিয়াছেন সেইরূপট আছি। আমরা সকলে তাহার ক্রীড়াপুতুলী—আমাদের ক্ষমতা কর্তৃক—সবই তাহার দয়াৱ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ কৰি কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ কৰি বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাহারই চৰণে নিবেদন করিয়া দিই। কাৰ্য্যে আমাদের অধিকার আছে—

কার্য আমাদের কর্তব্য—কিন্তু ফল তাহার—আমাদের নয়। তাই
তগবান গীতায় বলিয়াছেন—

“কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।”

লিলি এখন কোথায় ও কেমন আছে? জামি না কোথায় আছে
তাই পত্র দিলাম না। মামীমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেমন
আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অগ্ন্য সকলে কেমন আছেন
ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার
প্রশান্ত জোনিবেন। মেজদাদার খবর কি? ২১৩ মেলে আমি কোনও
পত্র পাই নাই। ন্তৃত্ব মামাবাবু কেমন আছেন?

শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অস্থুখ হইয়াছে। তিনি কেমন
আছেন? সারদা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক
মুভায়

৭

রঞ্জিত
বিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণেশ্বু—

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা
করি আপনারা সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সময়াভাবে পত্র
দিতে পারেন নাই।



মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন। আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারত মাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্য! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্যবীরকুল ধাহারা ভারত মাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।

মা, আপনি ত মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাত্রেই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মার প্রাণ কি কাদিয়া উঠে না? মার প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর? না, কখনই হইতে পারে না—মা ত কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! মা, আপনি ত ভারতের সর্বত্র অমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হতে পারি কিন্তু মা ত কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না—মার জীবন যে সন্তানের জন্য! যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর! না, না, কখনই হতে পারে না—মা কখনও স্বার্থপর হতে পারে না।

মা, শুধু দেশের কি একপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্মের কি অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধর্ম! কোঁয়া সেই পবিত্র আর্য-কুল—ধাহাদের পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর

কোথায় আমরা তাহাদেরই অধঃপতিত বংশধর ! সে পবিত্র সনাতন ধর্ম কি লোপ হইতে চলিল ! দেখুন না চারিদিকে নাস্তিকতা অবিশ্বাস এবং ভগ্নামী—তাইত লোকদের এত পাপ, এত কষ্ট, দেখুন না সেই ধর্মপ্রাণ আর্যজাতির বংশধর এখন কিঙ্গপ বিধর্মী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে ! যাহার নাম, গুণগান ও ধানই জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল তাহার নাম সমস্ত জীবনে ভক্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ডাকে ! মা, এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাদেনা, আপনার চক্ষে কি জল আসেনা ? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাদেনা--কখনই হইতে পারেনা ! মার প্রাণ ত কখনও নিষ্ঠুর হয়না !

মা, একবার চঙ্গ খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি হুরবস্থা ! পাপে, তাপে, সর্বপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপৰিতার জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নবকের অগ্নিকুণ্ডে অঠোরাত্র জলিতেছে । আর দেখুন, সেই পবিত্র সনাতন ধর্মের কি অবস্থা ! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম এখন লোপ পাইতে চলিল । অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপস্তুপ হইয়াছে । তার উপর, আজকাল ধর্মের নামেই যত অধর্ম হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ ! দেখুন না পুরীর পাঞ্চাদের কি ভীষণ অবস্থা ! ছি ! ছি !! ছি !!! প্রাচীন কালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন ! আজকাল যেখানে ধর্মের নাম সেইখানেই যত ভগ্নামী এবং যত অধর্ম ।

হায় ! হায় !! আমাদের কি অবস্থা ! আমাদের ধর্মের কি অবস্থা !

মা, এ সব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি' আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলেনা? আপনার প্রাণ কি কাঁদেনা?

আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—তৎখনী ভারত মাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্চল দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবেনা?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব? আর কয়দিন আমরা পুঁতুল লইয়া খেলিতে থাকিব? দেশের ক্রন্দন কি আমাদের কর্ণে আসছেনা? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম কাঁদিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না?

বসিয়া ১ আর কয়দিন দেশের এবং ধর্মের এই অবস্থা দেখিন? শার বসা চলে না—আর ঘুমান চলে না—এখন নিজা তাগ করিয়া আলস্য তাগ করিয়া কর্মসাগরে ঝাপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্চল দিয়া কয়েকম স্বার্থতাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্মসাগরে ঝাপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?

৮৪ জনমের পর আমরা এই দুর্লভ মহুষ্যজন্ম পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রভৃতি পাইয়াছি কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর গ্রায় আহার নিদায় পরিতৃষ্ঠ থাকি—পশুর গ্রায় ইলিয়ের দাসত্ব স্বীকার করি—পশুর গ্রায় স্বার্থ লইয়া বাস্ত থাকি—পশুর গ্রায় যদি ধর্মহীন জীবন অতিবাহিত করি তবে কেন এই মহুষ্য, জঠরে আমাদের জন্ম? পরের জন্য জীবনটি প্রকৃত জীবন!

মা, এসব আপনাকে কেন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনিবে? কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারেনা—বা ভাবিবেনা—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে

কিন্তু মার জীবন ত স্বার্থময় নহে ! মার জীবন ত সন্তানদের জন্য—দেশের জন্য ! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত দেখিবেন কত ২ মা, ভারত মাতার সেবার জন্য জীবন যাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণ ও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঙ্গ, মীরাবাই, হৃগ্রাবতী,—আর কত আছেন—আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তুত্যে পুষ্ট—স্বতরাং মাতৃউপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।

মা যদি সন্তানকে বলেন—“তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক”—তবে আর কি ! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য ! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াচ্ছে—আর কিছুই নাই ! আর কিছু হবে না ! চারিদিকে নৈরাশ্য ! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন উন্নতির আশা নাই—যদি বসিয়া ২ কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন ? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিবে পারিবনা—তবে এ জীবনে আর কাজ কি ?

আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন। ইতি—

আপনার
চিরমন্তেহাধীন
সেবক

শুভাষ

রঁচি

রবিবার

পরম পূজনীয়া।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাঠ্যাছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে আবেশের ঘোবে অনেক বাজে কথা লিখিয়াছি— তখন আব পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাট হিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমাৰ এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখিনা—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয় কথা পূৰ্ণ পত্ৰ আমাৰ লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমাৰ এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূৰ্ণ পত্ৰ। আমাৰ পত্র লিখিবাৰ ইচ্ছা না হইলে লিখিনা আৱ যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি ২ অনেক পত্র লিখি।

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যিক মনে কৰিনা—ভগবানেৰ উপৰ বিশ্বাস কৰিয়া থাকিলে ‘নও চিষ্টা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আৱ যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমৰা কি কৰিতে পাৰি। আমাদেৱ এমন কোনো শক্তি নাই যে ইচ্ছামত কাহাকেও আৱেগ্য কৰিতে পাৰিব। তবে আৱ মিছে ভাবনা কেন? আমৰা যাহাৰ ক্রোড়ে আছি তিনিট ত আমাদেৱ রক্ষয়িত্রী—যখন ত্রিলোকধারিণী বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদেৱ রক্ষয়িত্রী তখন এত চিষ্টা এত ভয় কেন? অবিশ্বাসই হংখেৰ এবং সৰ্বপ্রকাৰ বিপদেৱ কাৱণ কিন্তু মালুষ তাহা বুঝিতে চাহে না—এবং

ମନେ କରେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ କାହାକେ ଭାଲ କରିଯା ଦିତେ ପାରେ,
ହାୟ ରେ ମୁଖ୍ୟତା !

ମେମୋ ମହାଶୟ ୮୧୯ ଦିନ ହଇଲ କଲିକାତାଯ ଗିଯାଛେନ ଏବଂ ସେଥାନେ
ଭାଲ ଆଛେନ । ତିନି ଖୁବ ଡାବ ଭାଲବାସେନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଯ
ଡାବ ତାହାର ଖୁବ ଉପକାରୀ । କିଛୁ କଲିକାତାଯ ଭାଲ ଡାବ ଆନାଇୟା
ତାହାର ନିକଟ ପାଠାଇୟା ଦିତେ ପାବେନ ତାହା ହଇଲେ ତିନି ବଡ
ଉପକୃତ ହନ, ତିନି ଏ ବିଷୟେ ଆପନାକେ ଲିଖିତେ ବଲିଯାଛେ ।

ଏଥାନକାବ ମଙ୍ଗଳ ଜାନିବେନ । ଆପନାବା ସକଳେ ଭାଲ ଆଚେନ
ଶୁଣିଯା ଶୁଖୀ ହଟିଲାମ । ମେଜଦାଦା କବେ ଫିବିବେନ ?

ବୋଧହ୍ୟ ମେ ମାସେବ ମାର୍ଗାମାର୍ଗି ଆମାଦେବ ପବିକ୍ଷାବ ଖବବ ବାହିବ
ହଇବେ । କତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ ଜାନିନା—ତବେ ଶୁଣିଯାଛି ଇତିମଧ୍ୟ ଅନେକେ
ନୟବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନିତେ ପାବିଯାଛେ !

ମେଜ ଦିଦିବା କି ଆସିବେନ ?

ଆୟି ଏହି ଅମ୍ବଳ୍ୟ କ୍ଷମିତ୍ରୀୟ ମାତ୍ରୟ ଜୀବନେବ ଏତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କବିଯା
ଫେଲିଲାମ, ତଜ୍ଜନ୍ତ ମନେ ଦିନବାତ ଭୟାନକ କଷ୍ଟ ହ୍ୟ । ସମୟେ ସମୟେ
ଅସହ ବୋଧ ହ୍ୟ ।

ଯଦି ମାତ୍ରୟଜନ୍ମ ଲାଭ କବିଯା ମାତ୍ରୟଜୀବନେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସଫଳ
କରିତେ ପାବିଲାମ—ଯଦି ଗନ୍ଧବସ୍ଥାନେ ପଞ୍ଚିତେ ନା ପାବିଲାମ ତବେ
ଆବ କି ହଇଲ ? ଯେମନ ସକଳ ନଦୀବ ଗନ୍ଧବସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମେହିକପ
ସମସ୍ତ ଜୀବନେବ ଗନ୍ଧବସ୍ଥାନ—ଈଶ୍ୱର । ଯଦି ମାତ୍ରୟ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ନା କବିତେ
ପାବେ ତବେ ମାତ୍ରୟଜନ୍ମ ବୃଥା—ଆବ ପୂଜା, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ସବହି ବୃଥା ସବ
କେବଳ ଭଣ୍ଠାମୀ । ଏଥନ ଆବ ବାଜେ କଥାଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କବିତେ
ଇଚ୍ଛା ହୟନା—ଇଚ୍ଛା ହ୍ୟ କେବଳ ଏକଟା ଘବେ ବନ୍ଦ ହୟେ ଥାକି ଆବ
ସମସ୍ତ ଦିନ ସମସ୍ତ ରାତ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପାଠେ ଅତିବାହିତ କରି ।
ଜିନି ଦିନ ଯେ ଆମ୍ବରା ସମମନ୍ଦିରେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଇତେଛି, କବେ ଆର

আমৰা সাধনা কবিব আৱ কবেই বা তঁহাকে পাইয়া তঁহার ক্ষেত্ৰে
শান্তিশুখ ও বিশ্রাম কবিব । সে আনন্দময়কে না পাইলে
কিছুতেই আনন্দ নাই । লোকে যে কি কবিয়া টাকা, ধন-সম্পত্তি,
বিষয় প্ৰভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাৰ আমাৰ নিকট সময়ে ২
এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয । যিনি আনন্দেৰ নিধি তঁহাকে
বাদ দিলে যে আৰ কিছুতেই আনন্দ থাকেনা । যিনি আনন্দেৰ
আকবৰ্ষকপ তঁহাকে ধৰা চাই—তবে ত আনন্দ পাইব ।

যদি চৈতন্য না হয—যদি ভগবদ্গৰ্জন না হয়—তবে সমস্ত
জীৱনটাই বৃথা গেল । পূজা, জপ, ধ্যান, উপাসনা প্ৰভৃতি আমৰা
যাহা কবি—তাহাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য—ভগবদ্গৰ্জন বা ঈশ্ববলাভ ।
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সব বৃথা । যে একবাৰ সেই অঘৃতেৰ
খনি পাইয়াছে—সে আৰ স সাৰ-গৰল পান কৰিতে যায় না ।

তিনি আমাদেৰ সংসাৰ খেলনাৰ দ্বাৰা ভুলাইয়া বাখিযাচ্ছেন এবং
আমাদিগুকে মায়াবদ্ধ জীৱ কৰিয়া ফেলিযাচ্ছেন । মা সংসাৰেৰ
কাজে ব্যস্ত—ছেলে খেলনা লইয়া খেলিতেছে, যতক্ষণ পৰ্যাপ্ত ছেলে
খেলনা দ্বাৰে ফেলিয়া “মা মা” বচিয়া ব্যাকুলভাৱে না ডাকে ততক্ষণ
মা ছেলেৰ কাছে আসেনা । মা মনে কৰে—ছেলে ত খেলিতেছে আমি
আৰ কেন ঘাটিব । কিন্তু যখন ছেলেৰ ক্ৰমনথৰনি : ৴ কানে বাজে
তখন মা আৰ থাকিতে না পাৰিয়া দৌড়িয়া আসে । আমাদেৰ
বিশ্বজননী আমাদেৰ লইয়া স্থিক সেইকপ খেলিতেছেন । ভগবানে
ষোল আনা মন না দিলে তঁহাকে পাওয়া যায় না—যদি ভগবানেৰ
চৰণে দুই চাৰ আনা মন দিলে তঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয়
মধু-পানমন্ত্ৰ লোকেৰা ভগবানকে পায় না কেন ? তঁহাকে না
পাইলে সব বৃথা—সব বৃথা—মানুষ জীৱন এক বিড়্বনা—এক
অসহ ভাৱ ।

আপনি কি বলেন ?

তাকে না পেলে কি লইয়া দিন কাটাইব—কি লইয়া চিষ্ঠা
করিব—কাহার সহিত আলাপ করিব—এবং কোথা হইতে আনন্দ
পাইব। যিনি সব বস্তুরই আকরমণকাম তাহাকে ধরা চাই—তাহার
দর্শন লাভ করা চাই।

তাহাকে পাইতে হইলে—সাধনা চাই—ব্যাকুলভাবে ডাকা
চাই—গভীর ধ্যান চাই—তাহা হইলে খুব শীঘ্ৰ এমন কি ২১৩
বৎসরের ভিতর তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টা করা
চাই—পারি না পারি সে ইচ্ছা তাহার। কাজ আমার হাতে—কিন্তু
ফলদাতা তিনি—ফল পাই না পাই—সে ইচ্ছা তাহার—তবে
আমাদের কাজ করা চাই—চেষ্টা করা চাই। যে একবার তাহাকে
পাইয়াছে—তাহাকে আর কাজও করিতে হয় না—সাধনাও করিতে
হয় না বা চেষ্টাও করিতে হয় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল
আছেন। আপনি আমার প্রমাণ জানিবেন। ইতি—

আপনারই সেবক

সুভাষ

ରୁଚি

ମୋହିବାର ୧୯୧୬

ପରମ ପୁଜନୀୟ

ଶ୍ରୀମତୀ ମାତାଠାକୁବାଣୀ

ଶ୍ରୀଚବଗ୍ନ୍ୟ—

ମା,

ଆପନାବ ପତ୍ର କାଳ ପାଇଁଯା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କବିଲାମ । ମାସିମାର ଅମ୍ବୁଷ୍ଟତାବ ଜନ୍ମ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଏଥାନେ ଏତଦିନ ବସିଥା ଥାକିତେ ହଇଲ । ଏଥନ ତିନି ଭାଲ ଆଛେନ—ଆବ ଆକାଶଟା ଓ ବେଶ ପବିକ୍ଷାବ ହଟିଯାଛେ । ଆମବା କାଳ ବଣନା ହଟିବ ପବଞ୍ଜ ଭୋବେ କଲିକାତାଯ ପଢ଼ିଛିବ ।

ଆମବା ସକଳେ ଭାଲ ଆଛି ।

ଆମି ଯେ ୨୦୦ ଟାକା ବୃତ୍ତି ପାଇବ ତାହା ପବିକ୍ଷାବ ବହୁପୂର୍ବ ହିତେ ଆଶା କବିଯାଛିଲାମ ଏବଂ ଏକବପ ଶ୍ରିବ କାପେଇ ଜାନିତାମ । ଇହାର କାବଣ ଆମି ଏବ ଜନ୍ମ କାମନା କବିଯାଛିଲାମ—କାମନା କବିଯାଛିଲାମ ଆମାବ ଜନ୍ମ ନହେ କାବଣ ଆମାବ ଆବାବ ଟାକାବ ପ୍ରୟୋଜନ କେନ—ଆମି ଟାକାକେ ବଡ ଭୟ କବି କାବଣ ଟାକାଟି ସତ ଅନର୍ଥେବ କାବଣ । ଆମାର କାମନାଟା ନିଜେବ ଜନ୍ମ ନହେ—ଆମି ଏତିଜ୍ଞା କବିଯ ଲାମ—ବୃତ୍ତିବ ଏକଟି ପୟସାଓ ଆମାବ ଜନ୍ମ ବ୍ୟୟ କବିବନା—ସମକ୍ଷଟା ପରାର୍ଥେ ବ୍ୟସ କବିବ—ଏବଂ ଆମି ଆଶା କବି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଲନ କବିବ । ତବେ ଏତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆମି କି କବିଯା ପାଇଲାମ ତାହା ଆମି ଭାବିଯାଓ ଶ୍ରିବ କବିତେ ପାବି ନାହି । ପବିକ୍ଷାବ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରକାବ ପଡ଼ି ନାହି ବଲିଲେ ଚଲେ—ଆବ ବହୁ ପୂର୍ବ ହିତେ ଲେଖାପଡା କମ କବିଯାଛିଲାମ । ଆମି ଶ୍ରିର ଜାନି—ଆମି ଏ ସ୍ଥାନେବ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ନହି—ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ ଛିଲ ଆମି ସମ୍ପ୍ରମ ହିବ । ଆମି ଯଦି ନା ପଞ୍ଚିଯା ଏ ସ୍ଥାନ ପାଇ ତବେ ଯାହାରା

লেখা পড়াকে উপাস্ত দেবতা মনে করিয়া তজ্জন্ম প্রাণ পাত করে তাহাদের কি অবস্থা হয় ? তবে প্রথম হই আর লাষ্ট হই আমি স্থির রূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্বিদ্যালয়ের ‘চাপ্রাস’ পাইলে ছাত্রের আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্বিদ্যালয়ের ‘চাপ্রাস’ পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয় ? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য—বিশ্বিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরাপ উল্লত চরিত্র তাহা কার্য্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র—জ্ঞান—কার্য্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায় ভগস্ত্বক্ষি, স্বদেশ প্রেম,—ভগবানের জন্য তৌর ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ত অতি তুচ্ছ সামাজ্য জিনিষ—কিন্তু হায় ! . কত লোকে তাহা লঁঠয়া কত অহংকার করিয়া থাকে !

কটকে পড়িলে কতকগুলি স্মৃবিধি আছে আৰু কলিকাতায় পড়িলেও কতকগুলি স্মৃবিধি আছে। কোথায় পড়িব তাহা ঠিক করিতে পারি নাই—কলিকাতায় গিয়া স্থির করিব। তবে বোধ হয় প্রেসিডেন্সীতে পড়া হইবে না—কারণ আমি যাহা পড়িতে চাই—সেখানে তার স্মৃবিধি হইবে না। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক

সুভাষ

কটক

২২শে আগস্ট ১৯১১

পরম পুজনীয় মেজদাদা :

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি, যদিও জানি যাইবার প্রস্তুতিতে আপনি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিবেন ! কিন্তু এই পত্রখানিই আপনি ভারতে থাকা কালে আমার শেষ পত্র, শুধু এই ভাবিয়াই কলম ধরিলাম ।

শুধু একটি উদ্দেশ্য একটি অনুরোধ জানাইবার জন্য এই চিঠি লিখিতেছি ; তাহা এই : আপনি বিলাত যাত্রার পথে যে সমস্ত বিভিন্ন জ্ঞানব দেখিবেন আমাকে তাহার বর্ণনা দিয়া আনন্দ ও শিক্ষা দান করবেন এবং বৈদেশিক ও অভিনব পরিবেশে আপনার অনুভূতির আস্থাদ আমাকে দিবেন ।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিয়া যখন তীর হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইবে ও যখন বনরেখা এমনকি স্বদেশের শেষ নীল তট-রেখাটি পর্যন্ত একখণ্ড মেঘের গ্রায় দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে, তখন উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাজি যাহা ভেদ করিয়া আপনার তরী চলিয়াছে—উপরে নীল আকাশ ও নীচে অসীম জলরাশি—প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপের দিকে চাহিয়া আপনার মনে কোন্ বিচিত্র ভাবের উদয় হইবে ? ইহা দেখিয়া কি আপনার আরভিং-এর সেই পংক্তিগুলি মনে পড়িবে,—“মনে হইতেছে যেন আমি পৃথিবীর এক অধ্যায় শেষ করিয়া পরবর্তী অধ্যায় প্রবেশের পূর্বে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছি,” অথবা আপনি ওই লেখকেরই নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিবেন —“ইহার দ্বারা এই চেতনা আমাদের হয় যে আমরা সুনিশ্চিত্ত জীবন যাত্রা হইতে

ছিল্ল হইয়া এক সংশয়াচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছি।” বলা
বাছল্য যে কেহই তৃষ্ণির মধ্যে প্রথমটি বাছিয়া লইবেন না।

আমার মনে হয় বেশ কয়েকদিন মাটি দেখিতে না পাইয়া আবার
মাটি দেখিতে পাইবেন যখন এডেনের নিকটবর্তী হইবেন, কে জানে তখন
কেমন লাগিবে কয়দিন অদর্শনের পর আপনি আবার মাটি দেখিবেন।

সমুদ্রে নির্মল ও পরিপূর্ণ সূর্য্যাস্ত দেখিতে পাইবেন। সে এক
রমণীয় দৃশ্য। যাহারা কখনও সমুদ্রে যায় নাই, তাহারা সত্যই
বঞ্চিত—ইহা এমনই সুন্দর। সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
লিখিয়া আপনি কি আমাকে আনন্দ দিবেন না? কি সুন্দর!
অস্তগামী সূর্যের আভায় সীমাহীন সমুদ্র উন্নাসিত প্লাবিত; তরঙ্গ
রাশির সহিত আলোকের ওঠা পড়ার খেলা! পশ্চিম দিগন্ত অস্ত-
গামী সূর্যের ক্রিপ্তে রক্ত-গোলাপের আভায় রঙিন। আবার পরক্ষণে
দেখিতে পাইবেন, শান্ত পদক্ষেপে আকাশে সন্ধ্যার আগমন অর্দ্ধঘণ্টায়
দিগন্ত অঁধার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া শুধু ইতস্ততঃ স্বর্গীয় আলোকশিকার
জ্যোতি! ইহা এত সুন্দর এমন নয়নাভিরাম ও প্রাণস্পর্শী!

তারপর একটানা পক্ষকালের সমুদ্র অমণের পর আসিয়া পৌঁছিবেন
আর এক পৃথিবীর কোলাহলে,—বিদেশীদের মধ্যে শ্বেত চৰ্ষ সুনীলাক্ষ
বিদেশী। এই বিচ্চির পরিবেশ, পূর্ব পরিবেশের তুলনায় অস্তুত
লাগিবে না কি? অবশ্য চু-একদিনের মধ্যেই ইহা চলিয়া যাইবে।

জানিনা কি লিখিলাম; পাগলের মত যাহা খুশী। আশা করি
আমার আশা ভঙ্গ করিবেন না। যদি কনিষ্ঠের পক্ষে ধৃষ্টতা না হয়
তাহা হইলে আমি সর্বাস্তুৎকরণে কামনা করি যে আপনার যাত্রা
গুত ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হউক। আমরা ভাল আছি।

ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের স্বভাষ
(ইংরাজি হইতে অনুদিত)



প্রতাবঙ্গী বসু

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আশা করি লগুনের ঠিকানায় লেখা আমার পত্রখানি ইতিমধ্যে
পাইয়াছেন। আপনি কলিকাতায় থাকা কালীন আমি আপনাকে
একখানি পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু সেই পত্রখানি আপনার হস্তগত
হইয়াছিল কিনা সঠিক জানিতে পাবি নাই। মাতা ঠাকুরাণীকে এডেম
হইতে লেখা আপনার পত্রখানি পড়িলাম। তাহা হইতে আমার
পত্রখানি হ্যাপনি পাইয়াছিলেন জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম।
লিখিবার সময় একবারও ভাবি নাই যে ইহা আপনাকে আনন্দ
দিবে। • তাই আপনি আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া বিশেষ তৃপ্তি বোধ
কবিলাম। যাহা! লিখিয়াছিলাম অন্তর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই
একপ হইয়াছে। হৃদয়ের আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে; এবং
তাহাই হইয়াছিল। যে চিন্তা হৃদয় হইতে উত্তৃত, তাহা অতি সরল
ও স্বাভাবিক ভাষায় লিখিত হইলেও যাহা হৃদয় হইতে আসে নাই
কিন্তু প্রচুর অলঙ্কারযুক্ত তাহা অপেক্ষা ফলপ্রস্তু। জ্ঞান কেন সে
সব লিখিয়াছিলাম কিছুট মনে পড়িতেছে না। সহসা আবেগে
অভিভূত হইয়া কলম ধরিয়াছিলাম জানিনা কি লিখিয়াছি; কেন
লিখিয়াছি। সেই সময়ে হৃদয়ে যে চিন্তা সর্বোপরি ছিল আমি শুধু
তাহাটি প্রকাশ কবিয়াছিলাম। হয়ত রাত্রির গভীর নিষ্ঠুরতা—
কারণ তখন প্রায় মধ্য রাত্রি—এই সব বিচিত্র অন্তর্ভুক্তির উন্মেষ
ঘটাইয়াছিল। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই অনুরূপ অনুভূতি লাভ
করিয়া থাকিবেন; বিশেষতঃ যাহারা বিদ্যার অর্হস্থানে উপস্থিত ছিলেন

তাহাদের অভিজ্ঞতা তীব্রতর হইয়াছিল। ইহা এমন একটি আবেগপূর্ণ মুহূর্ত যে আমার পক্ষে তাহা সহ করা খুবই কঠিন হইত। না থাক ; যাহা অতীত, তাহার কথা তুলিয়া, আপনাকে বিষণ্ণ ও বিচলিত করিতে চাই না।

সেখানে বাংলার ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মক্ষে আপনি হয়ত অনেক কিছু পড়িবেন ও শুনিতে পাইবেন। তাহার সম্মক্ষে পড়িয়া ও বিদেশীরা তাহাকে যে সম্মান দেখাইয়াছে তাহা জানিয়া আমরা সকলে এত গৌরব অনুভব করি ; যে তাহাতে সাময়িক ভাবে হইলেও আমরা বাংলা ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্মক্ষেও আশাহৃত হই। আমি আম অনুশোচনায় পীড়িত বোধ করি যখন ভাবি বাংলা দেশ তাহার প্রতিভাব প্রতি কত উদাসীন ছিল ; যখন ভাবি তাহার অমানুষিক প্রতিভাবকে অস্বীকাবের অঙ্ককারে কতদিন আচ্ছন্ন রাখিয়া ছিল ; অথচ বিদেশীবা, যাহারা বিজাতীয় ভাষা ভাষী, যাহাদের চিন্তা ও অন্তর্ভুক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহাবাই তাহাব প্রতিভাবকে রাঙ্গমুক্ত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির আলনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমরা কি অন্তু ; আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই কবি বলিয়াছেন :

“জ্ঞান হোক মহীয়ান নিজ মহিমাতে
তবু যেন শ্রদ্ধা রয় সাথে।”

আমার বিশ্বাস একদিন রবি ঠাকুরের কবিতাগুলির মৰ্ম আমি উপলব্ধি করিতে পারিব।

কোন পুরাতন বস্তুর সহিত দেখা হইয়াছে কি ? তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন বস্তু আছেন কি ?

ইংরাজেরা “তাহাদের মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথায়

পদ্ধতিমুখ । তাহা কি সত্য ? ভারত ও বিলাতের প্রাক্তিক সৌন্দর্যের
আপনি এবার তুলনা করিতে পারিবেন ।

আমরা ভালই আছি । আশা করি কুশলে আছেন । ভক্তিগুরু
প্রণাম গ্রহণ করিবেন ।

ইতি

আপনাব স্নেহের স্মৃতাব

(ইংবাজী হইতে অনুদিত)

১২

কটক

১১১০। ১২

রাত্রি ৮টা

পরম পূজনীয় মেজদাদা

আজই সন্ধ্যায় আপনাব দীর্ঘপত্রখানি পাইলাম । আমার
শিশুস্মৃতি কৌতৃহল চবিতার্থ কবিবাব জন্য আপনি যে শ্রম স্বীকার
কবিয়াছেন তাহাব জন্য আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা বি। পে প্রকাশ
কবিব তাহা জানি না । ভাষা অপাবগ বোধ কবে ; কাবণ ভাষা
চিন্তাকে অর্দেক প্রকাশ কবে ও অর্দেক গোপন কবে । মানুষ
যদি ভাষাকে আবও পূর্ণত্ব কবিতে পাবিত তবে প্রকাশের পঙ্কুতা
হ্রাস পাইত । বলিতে পাবি না আপনাব অপূর্ব বর্ণনা কত সুন্দর
লাগিয়াছে—কি জীবন্ত তাহাব আবেদন । আপনাব বর্ণিত দৃশ্যাবলী
যেন আমাৰ মানস চক্ষুৰ সম্মুখে ন্যূন্য কবিতে থাকে এবং যেন জীবন্ত
ও বাস্তব হইয়া উঠে কেবল তাহাই নহে স্মৃতিচারণা ও অঙ্গপ্রেরণাৰ

অভাবে পূর্বে দৃষ্ট যে সমস্ত দৃশ্যাবলী বিশ্বতির গভীরে স্থপ্ত ছিল তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠে। চলচ্চিত্রের ছবির মত দার্জিলিং-এর অপূর্ব দৃশ্যাবলী যেন আমার চক্ষের সম্মুখে একের পর এক ফিরিয়া আসে। পুরীর নীল সমুদ্র, যেখানে সুনীল জলরাশি উগ্রাদ তরঙ্গ-মালায় বালুকা বেলায় আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—তাহাদের উপর যেন মাঝে মাঝে শুভতার স্পর্শ, নীল আকাশের দিকে হাত বাঢ়াইয়া আকাশের সঙ্গ কামনা করিতেছে—যেন আমার নয়ন সম্মুখে শিলাকীর্ণ, নগ নারাজ পর্বত বিশাল মহানদীর তীরে মহীয়ান উচ্চতায় বিরাজ-মান। ভূবনেশ্বরের উদয়গিবি ও খণ্ডগিরিব ঐতিহাসিক গুহাবলী—যাহা সব আমি পূর্বে দেখিয়াছি এখন আমার মানসপটে ক্রীড়াশীল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমার চক্ষের সম্মুখে “Happy Snow-don” চিত্খানি রহিয়াছে। ইহা কি অপূর্ব ! আকাশে ক্রীড়াশীল চঞ্চল রং-এর মেলা, তুষারমৌলী পর্বতশিখরে প্রতিফলিত নিম্নে সুশীতল হৃদেব জলরাশিতেও যেন সেই সুমহান বর্ণনাবলীৰ প্রতিফলন। পর্বতের তুষারশীর্ষে উজ্জল, রক্তাভ ছটা। এই সুবিকৃত যেন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত হেমকৃট পর্বতের ছবি অথবা গ্রীক দেব-দেবীদের বাসভূমি মাউন্ট অলিম্পাস।

জানি না কেন এই সব আবোল তাবোল লিখিয়া আপনার সময় নষ্ট করিতেছি। কিন্তু কি যেন ভিতব হইতে আমাকে উদ্বৃদ্ধ করিতেছে। জানি না হয়ত আপনার পক্ষে ইচ্ছা ক্লান্তিকর হইতেছে।

পক্ষকাল পূর্বে মাতাঠাকুরাণীর নিকট আপনি সুনির্বাচিত চিত্রাবলী সম্বলিত পোষ্ট কার্ডের প্যাকেট পাঠাইয়াছেন। আপনার নির্বাচন অন্বয়। এরপ অপূর্ব দৃশ্যাবলীৰ সঙ্কলন দুল্লভ রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক। মাতাঠাকুরাণী যখন সর্বোৎকৃষ্টখানি নির্বাচন করিতে

বলিয়াছিলেন তখন আমি বলিয়াছিলাম যে সবগুলিই অপূর্ব ও অতুলনীয়। চিত্রগুলি এতট সুন্দর যে হয়ত সৌন্দর্যের আতিশয়ে স্বর্গকেও নরক করিয়া তুলিতে পারে। সত্যানুগ না হইলেও তাহা মনোমুক্তকর। আমরা চিত্রগুলি সাতিশয় উপভোগ করিয়াছি। কয়েকথানি আমি নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছি।

আপনার বর্ণনাগুলি এত জীবন্ত যে যদি চিত্রকলার কিছু জানিতাম তবে নিজের মনে চিত্রগুলি ধরিয়া রাখার জন্য এবং আচ্ছ-ত্রপ্তির জন্য আকিবাব চেষ্টা করিতাম। কিন্তু উক্তকলায় আমি অনভিজ্ঞ, তাই মানসপটে বিধৃত চিরাবঙ্গী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আমি সহজেই কল্পনা করিতে পারি, আপনার মনের অবস্থা বোম্বাট হইতে সুয়েজ যাইবার সময় কিরণ হইয়াছিল। সুনীল জলধি ও নৌকা আকাশের নিরবচ্ছিন্নতা হইতে জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ কামনায় হৃদয় কাতব। আমি একমাসের অধিক কঙ্কালাতায় এক-যোগে থাকিতে চাহি না। কাবণ হাস্যময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য কামনায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তুলৰ্ভ মুহূর্তে অনুপ্রেবণা দিবাব জন্য প্রকৃতি না থাকিলে—তার মনে হয় মানুষ স্বীকৃত হইতে পাবে না। প্রকৃতির সঙ্গ ও শিক্ষা না পাইলে, জীবন মরলোকে নির্বাসনের মত, সকল রস ও অনুপ্রেরণা হারায়। জীবনের রৌদ্রোজ্জল দিক ঝান হইয়া যায়। আপনি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনার অচিন্ত্য বর্ণনাগুলির জন্য আপনাকে বারংবাব ধন্তবাদ দেওয়া ছাড়া, আমি আর কি বা করিতে পারি।

আশা করি এতদিনে আপনারে লগুনে লেখা চিঠিগুলি পাইয়াছেন।

আজ ডাক যাইবার দিন ; আজই এই চিঠিখানি ডাকে দিতে হইবে । গত সোমবার আপনাব ' একখানি পত্র পাইয়াছি । জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে ক্যাপ্টেন ও মিসেস ওয়েব্যাণ্ডের কাছাকাছি আপনি আছেন , ও তাহাদের সহিত প্রায়ই দেখাশুনা হয় ।

এখন লঙ্ঘনে কখন সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হয় ? এখন কি পার্লামেন্টের অধিবেশন চলিতেছে ? লঙ্ঘনের কুয়াসাব অভিজ্ঞতা হইল কি ? শীত ত আসিল ।

আপনার পুরাতন বঙ্গ সুধীৰ বায়েব সহিত দেখা হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম । মার্শাই হইতে লঙ্ঘন ঘাওয়াব পথে প্ৰাবিসে আসিয়াছিলেন কি ?

আমি পূৰ্বেই বলিয়াছি বাস্ত থাকিলে আমাকে আলাদা পত্র দিবাৰ জন্য কষ্ট কৰিবেন না । তাহাই আবাৰ বলিতেছি—আপনাকে কত পত্র লিখিতে হয় ও হাতে কত অল্প সময় ।

আপনাব দীৰ্ঘপত্ৰখানি মেজ জামাটিবাবুকে পাঠাইতেছি ও তাহাৰ পড়া হইলে সেজ জামাইবাবুকে পাঠাইতে বলিয়াছি । কিন্তু আমাকে ফেরৎ দিতে হইবে ।

সুল বঙ্গ । আমাদেৱ ১১ই নভেম্বৰ পৰ্য্যন্ত দীৰ্ঘ অবকাশ । নাহু, রাঙ্গামামাবাবু ও আমি ছুটিতে এখানেই থাকিব । অগ্ন সকলে কলিকাতায় । নদাদা এখানে আসিয়াছেন । বাবা ও মা ওখানে ভালই আছেন ।

আমাৰ মনে হয় এই পত্ৰখানি কলিকাতায় জি. পি. ও. স্টে

মার্ত্তাকুরাণীর পত্রের সঙ্গী হইবে। বিলম্ব হইলেও আমাদের
বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

যথাযোগ্য জানিবেন।

ইতি

আপনার মেহেব স্মৃতাৰ

(ইংবাজী হইতে অনুদিত)

১৩

কটক

৮।১।১৩

পৰম পূজনীয় মেজদাদা,

আৰ একটি বৎসৰ শেষ হইল। উন্নতি বা অবনতি যাহাই হইয়া
থাকুক উভগবানেব নিকট এই বাবোটি মাসেব জন্য আমাদেৱ দায়ী
হইতে হইবে।

আমাৰ গত বৎসৰেৰ কার্য্যাবলী চিন্তা কৰিলে, ঝঁ-নেৱ উদ্দেশ্য
সম্পর্কে প্ৰশ্ন না তুলিয়া থাকিতে পাৰি না। টেনিসন্ বাণিষ্ঠ আশাৰাদী
এবং তাহাৰ দৃঢ় বিশ্বাস জগৎ উন্নবোত্ব প্ৰগতি পথে চলিয়াছে।
কিন্তু ইহা কি সত্য ? আমৰা কি আমাদেৱ আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেৰ দিকে
চলিয়াছি ? আমাদেৱ প্ৰিয় মাতৃভূমি, ভাৰতবৰ্ষ কি প্ৰগতিব পথে
চলিতেছে ? আমাৰ মনে হয় না। হয়ত অগুভ হইতে শুভেৱ উন্নতিৰ
হয়। হয়ত ভাৱত পাপেৰ পক্ষিল পথেৰ মধ্য দিয়া শাস্তি ও প্ৰগতিৰ
দিকে অগ্ৰসৰ হইতেছে। কিন্তু বিচাৰ বন্ধি ও দূবন্ধিৰ দ্বাৱা যতন্ত্ৰ
দেখা যায়—সবই অস্ফুকাৰ—গভীৰ অস্ফুকাৰ কেবল একনিষ্ঠ কস্তী

অথবা উচ্চমনা দেশভূক্তকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এখানে মেখানে
ক্ষীণতম আশার আলোক। কখনো সেই আলোক রেখা উজ্জ্বলতর
হইয়া উঠে, কখনো বা তমসা ঘনীভূত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ
ইতিহাস বাটিকা বিশুক তমসাচ্ছন্ন আকাশের আয়। ইংল্যাণ্ড বিশেষতঃ
সমগ্র ইউরোপ হয়ত প্রগতির পথে। ধর্মের তাবক। ইউরোপের
আকাশে উদীয়মান, কিন্তু ভারতের আকাশে অস্তাচলগামী।
ভারতবর্ষ কি ছিল আর কি হইয়াছে? কি শোচনীয় পরিবর্তন।
কোথায় সেই মহর্ষি, মহাজ্ঞানী দার্শনিকবৃন্দ আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ,
যাঁহারা জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন? কোথায় তাহাদের
অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিহ? তাহাদের অনননীয় ব্রহ্মচর্য? তাহাদের
ভগবৎ উপলব্ধি? তাহাদের পৰমাত্মাব সহিত একাত্মবোধ?—
আমরা শুধু যাহা মুখেই উচ্চাবণ করি। সবই গিয়াছে। বেদমন্ত্র
স্তুক। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীব্রে তীব্রে আব সামবেদের গুঞ্জন
ধ্বনিত হইয়া উঠে না। কিন্তু তব আমাৰ মনে হয় আশা আছে,
এখনো আশা আছে। আশার দৃত আমাদেব মধ্যে আসিয়াছেন
আমাদেৱ প্রাণেৰ সকল তমঃ নাশ কৰিয়া হৃদয়ে অনিবাগ শিখা
জালাইতে। তিনি ঋষি বিবেকানন্দ। তিনি তাহার দিব্য কাণ্ঠি,
বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লক্ষ্য সন্ন্যাসীৰ বেশে হিন্দুধর্মের অন্তর্মিহিত
বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার কৰিতে আবিভূত হইয়াছেন। সন্ধ্যাতারা
উঠিয়াছে, চল্লোদয় নিশ্চয়ই হইবে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
অবশ্যস্তাৰী। ভগবান করুণাময়। পাপ, অধর্ম, অসাধুতা ও সর্ব-
প্রকার মলিনতা হইতে তিনি আমাদেৱ একমাত্ৰ লক্ষ্যেৰ দিকে লইয়া
চলিয়াছেন। তিনিই সেই আকর্ষণী শক্তি, ধাহার চতুর্পার্শে সব কিছু
আৰুত্ব কৰিতেছে এবং যাঁহার দিকে সকল স্থষ্টি ধাৰিত হইতেছে।
আমাদেৱ অগ্রসৰ হইতে হইবে। পথ বিপৎসন্ধুল ও কণ্ঠকাঞ্চীৰ

হইতে পারে—যাত্রা ক্লেশকর হইতে পারে তথাপি চলিতেই হইবে। অবশেষে তাহার মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে হইবে। সেই দিন দূর হইতে পারে তবুও আসিবে। ইহাই আমার একমাত্র আশা। আমার কাছে আর সবই হতাশ। আমরা কি অনুভব করি না যে তিনি সর্বদা আমাদের চুম্বকের শক্তিতে উপরের দিকে টানিতেছেন? আমার মনে হয় করি। আমাদের চারিদিকে প্রকৃতির কপ তিনি উম্মোচিত করিয়াছেন তাহাকে উপলক্ষি করিবার জন্য। নয় কি? তারার ভাষায় তিনি তাহার বাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি যে অনন্ত, অনন্ত আকাশ মানুষকে সে কথাই স্মরণ করাইতেছে। তিনি কি তাহার ভালবাসা উপলক্ষি করিবার জন্মই আমাদের প্রাণে ভালবাসা দেন নাই? হায়! তিনি কঠগাময় আর আমরা পাপিষ্ঠ।

মেজদাদা, জানি না কেন এইভাবে এই সব লিখিতেছি। আমি দেখিয়াছি মাঝে মাঝে হৃদয়ের ভাব লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়। সম্ভবত ইহা সেইরূপ একটি মূহূর্ত।

গত ডাকে আপনার পত্র পাইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। কিছুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলাম, যে দেশান্তরের ব্যবধান আমাদের মধ্যে এক দূরত্বের স্ফটি করিয়াছে । স্থ আপনার এই অনিন্দ্যসুন্দর চিঠিখানি সেই অনুভূতি ঘূচাইয়া দিয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় (বর্তমান প্রধান শিক্ষক সম্মন্পূর্ণ জিলা স্কুল) বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতে চাই। আমরা ইংলণ্ড হইতে তাহার আবক্ষ মুর্দ্দি করাইতে চাই। যদি এক পাউণ্ডে হয় তবে অল্প ব্যয়ে হইল বলিতে হইবে। ভাড়া কত লাগিবে বলিয়া আপনার মনে হয়, ইংলণ্ড হইতে সরাসরি আনাইতে ৩৫ বা ৪০ টাকায় কি ঘটেষ্ট - টবে?

এখন আমাদের টেষ্ট পরীক্ষা চলিতেছে। ভালই হইতেছে।

আমরা ভাল আছি। আশা করি কুশলে আছেন। আপনি আমার
প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের স্মভাষ

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

পবর্তী একচলিশখানা পত্র হেমস্তকুমার সবকারকে লিখিত

১৪

বৃহস্পতিবার

বৈকাল

19-6-14

ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। 'সত্যেন
মামা ও একটা পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়।
তারা একটু আশ্রয় হইল। ভিতরে পিসা মহাশয় দাদা প্রভৃতির সঙ্গে
দেখা হল। মার কাছে খবর গেল। অর্দেক পথে তার সঙ্গে দেখা।
প্রণাম করিলাম—তিনি দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে
লাগিলেন। পবে এই মাত্র বলিলেন—“আমার মৃত্যুর জন্য তোমার
জন্ম। আমি এতক্ষণ থাকিতাম না গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতাম
কেবল পারি নাই মেয়েদের জন্য।” আমি মনে ২ হাসিতে লাগিলাম।
তারপর বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া
নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দেক পথে কাঁদিয়া
ফেলিলেন এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।
আলিঙ্গনাবন্ধ হইয়া যখন কাঁদিতেছিলেন তখন আমার মনে
হইতেছিল শুভজ্যোৎস্না মধ্যবর্তী সেই কচি মুখখানি যাহার জন্য

সব তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু শরীর মন পারে নাই। তারপর তিনি শুইয়া পড়িলেন আমি ধীরে ২ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম—তখন তিনি বোধ হয় ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া দৃঃজনে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সমস্ত frankly বলিলাম—টাকার কথা বলিলাম। হরিপদের কথা তাহারা টের পাইয়াছে তোমার কথা তাঁদের কাছে বলিবার আবশ্যক হয় নাই তাই বলি নাই—মামা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছি। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেবল বলিলেন একখানা চিঠি দাও নাই কেন।

নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা active ছিলেন বাৰা passive কতকটা যা হয় হবে। পুলিশে খোঁজ কৱান হয় না একজন পুলিশ কৰ্মচাৰী relative বাবণ করিয়াছিলেন। মা পাগল প্রায়—আমি বাড়ী ঢাঢ়িয়া যাইব—তাঁই অগত্যা এক মামা (আমেরিকা প্রত্যাগত) চলিলেন আমার অনুসন্ধানে—বৈঠনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পঁজিয়াছে—তাহার মন্ত্র শুনিয়াছি। বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আৱ একজন ব্রহ্মচাৰী বলিলেন। “যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে। না হয় ফেরাইবাৰ চেষ্টা বং'।”

বেলুড় খোঁজ কৱা হইয়াছিল হরিদ্বাৰা Ramkrishna Mission -এ wire কৱা হইয়াছিল—negative reply। Howrah-ৰ একজন গণৎকাৰেৰ কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলেন, ফিরিয়া আসিবে ১৯২০ দিনেৰ ভিতৰ—ভাল আছে—একলা নাই—সঙ্গে দুজন আছে—উভৰ পশ্চিমে ‘ব’ দিয়া কোন স্থানে আছে—তখন বোধ হয় বাবাণসীতে। তিনি আৱও বলেন Centrally influence-এৰ জন্য সে সন্ধ্যাসী হইতে পাৱিবেনা—’সাৱী হইবে। তাঁৰ মাথায় লাঠি। তিনি কচুপোড়া জানেন।

* সকলের মধ্যে রণেন মাতুল খুব favourable. সত্যেন বলেন most obdt হও-তার জীবনের ideal যেন তাই। আর বিশেষ কেউ বলে নাই।

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি বেশ reasonable. তিনি বলেন boldly বলে কয়—talk the matter over and then be a Sannyasin কে তোমার পথে বাধা দিতে পারে ?

হপুবে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানা মত লষ্টয়া—সন্ধ্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হট্টল না। তাব সঙ্গে ২ আমার ideal-টা বলিলাম। সমস্ত discussion-এ what he wanted to drive at was—(১) সংসারে থেকে ধর্ম হয় কিনা, (২) তাগেব জন্য Preparation দ্বকাব—(৩) কর্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক—আমি বলিলাম—(১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয় কারণ সকলের এক বোগ, এক সামর্থ্য নয়—(২) সংক্ষারেব উপব ত্যাগটা অনেক নির্ভব কবে—সকলেব জন্য বেশী ঘসা মাজা’ প্রয়োজন না হট্টতে পাবে। (৩) কর্তব্যাটা relative—higher call এলে lower calls ভেসে যায়— জ্ঞান এলে কর্মান্বাস হয়।

জিজ্ঞাসা কবিলেন—অদ্বৈতজ্ঞান “ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা”—একটী Theory কিনা—বলিলাম যতক্ষণ মুখে বলত্বি ততক্ষণ Theory কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise কবা যায়। যাহাবা একথা বলে গেছেন তাহারা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমবা realise করিতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন “কারা করেছিলেন এবং অমাণ কি ?” বলিলাম—“ঞ্চিতা” প্রমাণ “বেদাঙ্গমিতি” এই বলিয়া শ্লোকটা quote কবিলাম। তাবপর বলিলেন “এক সময়ে

কলিকাতা মহৰি দেবেন্দ্ৰ, কেশবচন্দ্ৰ ও পৰমহংসদেৱ ছিলেন—যে
যে রকম পেৱেছিলেন সেই রকম হয়েছিলেন। আমি বলিলাম
বিবেকানন্দেৱ ideal হচ্ছে আমাৰ ideal।

শেষে বলিলেন আজ্ঞা যখন তোমাৰ higher call আসিবে
তখন আমৰা দেখিব। আমি এতদিন বাবাকে actively oppose
কৰি নাই—Passively I have won the victory. এখন
তিনি জোৱ কৰিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারেন না। এবং next
time চলিয়া গেলে বোধ হয় আব ফিবাইবাৰ চেষ্টা ও সঙ্কলন ত্যাগ
কৰিবেন।

যাহা হউক আসাতে ভাল শটয়াছে এখন দেখিতেছি !

মঃ fanatic, বলেন—আব যদি ও যায় আমি আব থকিবনা—
সঙ্গে ২ যাইব আব বাড়ীতে ফিবিবনা। ঠাকে বুৰিবাৰ চেষ্টা সফল
হইবে ন। বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable.

বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ তাখিবে।

তোমাৰ—

বেণীবাবুৰ বিষয় সকলেৰ ভাল ধাৰণা—এবং তাহাকে শ্ৰদ্ধা কৰেন।
বেণীবাবু বেশী কিছু বলেন নাই—সন্ধ্যাসীন কথা বাঁচাইছেন এবং
আমাৰ কৃচ্ছসাধনে তোমাকে মোটেই জড়িত কৰেন নাই। এখানে
আবাৰ মাছুষটাকে জানা যায়।

বড় callous হইয়া গিয়াছি—বাস্তবিক এমন Stone hearted কেন হইলাম জানিনা। আমি বাপ-মার জন্য মোটেই feel করি না—তাঁরা কাদিলেন আমি হাসিলাম কি করিব—এ সত কথা হৃদয়ে একটুও ভালবাসা নাই—থাকিত যদি তাহা হইলে তোমায় বাসিয়া ধন্য হইতাম।

বাবার সঙ্গে আজ কথা হইল—তিনি ঢটা উপদেশ দিলেন—এবং বলিলেন মাথা সারিলে অস্থান্ত কথা আলোচনা করিবেন। তাঁর চেষ্টা আমাকে সংসার ধর্মী করা—আমি আজ কিছু বলিলাম না—passive silence implying non-submission. পরে ইচ্ছা হয় তাঁকে পুনরায় আবও খুলিয়া বলিব। মাকে বোঝান যায় না—মা আমার উপর অসন্তুষ্ট—মনে কবেন যে আমি তাঁকে তৎ জ্ঞান করি।

সাধারণ মানুষ মাতৃস্নেহকে সর্বাপেক্ষা গভীর শু স্বার্থহীন ভালবাসা বলিয়া মনে করে বলে “অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ পারাবার”। সোনা আমি কিন্ত মাতৃস্নেহকে অত উচ্চ স্থান দিই না বেণীবাবু হয়ত জীবনে অন্য কোন প্রেমের সংস্পর্শে আসেন নাই তাই তাহার সেরূপ ধারণা। মাতৃস্নেহ কি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ স্বার্থহীন? জানিনা যাহা হউক মা যতক্ষণ পথের একটী বালকের সঙ্গে নিজ পুত্রের সমতা না করেন ততক্ষণ সে প্রেম কি স্বার্থহীন? নিজে পালন করিয়াছেন বলিয়া মমতা হয়।....

আমি কিন্ত এ জীবনে যে প্রেমের আস্থাদ পাইয়াছি—আমি যে প্রেম সাগরে ভাসিতেছি—তাহার নিকট মাতৃস্নেহ গোপন সমান। এ স্বার্থপরতাময় জগতে মানুষে একমাত্র মাতৃস্নেহ খুঁজিয়া পায় তাই

তারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। নিজের পালিত জিনিষে
সকলের ভালবাসা জন্মিতে পারে—তাতে বাহাদুরী কি? কিন্তু পথের
একটী লোককে যে হৃদয়ের রাজা করিতে পারে—তাহার হৃদয় কত
মহান्—তাহার ভালবাসা কত উচ্চ! বুঝলেও একথা কেহ বুঝিবেনা।
আমি কি ভুল বুঝিয়াছি?

১৬

৩৮/২, এলগিন রোড
কলিকাতা
১৮।৭।১৪
শনিবার বেলা ১১টা

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম। কালকার পত্রে বোধ হয়
লিখিতে ভুলিয়াছি যে বাপ মা প্রভৃতি সোমবারে কলিকাতায় আসিয়া
পঁজিবেন। তুমি আবার এসো—কারণ এর পরে বাড়ী পূর্ণ হইলে
দেখা করিবার তেমন সুবিধা হবে কি অসুবিধা হবে ঠিক বুঝিতেছি
না, রবিবাবে যখন ইচ্ছা এসো—He is always a personality
সে শারীরিক উপস্থিত না থাকিলে তার invisible presence
সর্বদা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহাব মঙ্গলময় ইচ্ছা সর্বদা আমাকে
ভালুক দিকে লইয়া আইতেছে।

সেবা Soul-এর দ্বারা হচ্ছে—অদৃশ্য ভালবাসার দ্বারা হচ্ছে।
তুমি কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহাতে আমার কত আনন্দ। আচ্ছা তুমি
কি পরশু রাত্রে ভাত খাও নাই? তুমি বেশী কষ্ট করিও না,—তোমার
সেবা কি সাধারণরূপে আসিবে তার সঙ্গলময় ইচ্ছা সে সেবা তার
ভালবাসা—আর কি লিখিব—তুমি বুঝিতেছ, আমিংবেশ আছি, কাল

minimum সকালে 97 হইয়াছিল এবং রাত্রে maximum 100·2, আজ minimum 97·4, আমি ভাল আছি, তুমি চিন্তিত হইও না কথা সাক্ষাতে হবে। রবিবারে সকাল থেকে বৈকাল বা রাত্রি পর্যন্ত থাকিতে পার—কার সাধ্য কিছু করে—তুমি একলা আসিলে বোধ হয় ভাল হয়।

১৭

কলিকাতা
শুক্ৰবাৰ রাত্ৰি
৩. ১০. ১৪

সবচেয়ে বড় দান হৃদয় দান। এটি দিলে দেবাৰ আৱ কিছু বাকি থাকেনা। যাকে এই দান কৰা হয় তাৱ কি কম সৌভাগ্য। তাৱ মত সৌভাগ্যবান বা সুখী আৱ কে আছে? কিন্তু যে এই দান ফিরিয়ে না দিতে পাৱে তাৱ মত—আৱ কে আছে? ফল কি? ফল—উভয়েৰ শাস্তি।

মনে পড়ে একটী চিত্ৰ। কালীমন্দিৰ দক্ষিণেশ্বৰে। সম্মুখে খড়কাহস্তা মা কালী, আনন্দময়ী—শিবেৰ আসনেৰ উপৰ অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তাৱ সম্মুখে একটী বালক—বালক হইতেও বালপ্ৰকৃতি—আধ ২ স্বৰে কাঁদিতেছে এবং কাকে যেন ডেকে ২ বলিতেছে—“মা এই নাও—তোমাৰ ভাল এই, নাও মন্দ। এই

তোমার পাপ এই তোমার পুণ্য।” করালমুখী ভৌষগদংষ্ঠা মন্তব্যের স্বত্ত্বে নয়—সব গ্রাস করিতে চায়—তাই ভালও চাই মন্দও চাই—পুণ্যও চাই—পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে—না দিলে শাস্তি নাই—মা-ও ছাড়িবে না।

* * *

বড় কষ্ট—মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সম্মত না—তাই কানিতেছে এবং বলিতেছে—“এই নাও—এই নাও।” দেখিতে দেখিতে অশ্রদ্ধারা বক্ষ হইল—গুস্তল ও বক্ষ শুকাইল—হৃদয় ঝুড়াইল—হৃদয়ে আর কিছু নাই—যেখানে ভৌষণ কণ্টকযন্ত্রণা দিতেছিল—তার চিহ্নও নাই—সবই শাস্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল—বালক উঠিল—আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। বালকটি রামকৃষ্ণ।

১৮

27-3-15

বাবার সঙ্গে এপ্রিলের শেষে যাব। বর্দ্ধমান মহারাজার বাটী ঠিক হয়েছে। বিলাসিতার মধ্যে এবং বাড়ীর বন্ধনের ভিতরে থাকিতে খুব কষ্ট বোধ হইলেও থাকিব। সেখানে খুব extensive study করিব। আমার study চার ভাগে বিভক্ত করিব—

- (1) Study of man and man's history.
- (2) General Study of the Sciences first Principles.

৪৯

The Problem of truth—the Goal of human Progress অর্থাৎ Philosophy.

(8) The Greatness of the world.

এ ছাড়া মনে করিতেছি—কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ করিব। এখন পড়াতে খুব উৎসাহ। আমি দেখছি এখন সব উপটা—পরীক্ষা শেষ হইল অমনি পড়ায় খুব চাঢ় হইল। ইচ্ছা হচ্ছে সব বইগুলি গ্রাস করে ফেলি।

B. A. তে Philosophy Honours লইব এবং first হইব। এই রকম ইচ্ছা। তারপর সংস্কৃত লইব কি Economics লইব এখন ঠিক করিতে পারিতেছি না—economics এর একটা জ্ঞান না থাকিলে modern world এ live করা যায়না। সংস্কৃত নিজে নিজে পড়া যায়। এখন কথা হচ্ছে economics College এ—যাহা পড়া হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কাজ দেয়? যাক শীঘ্ৰ এ বিষয়ে ঠিক করে ফেলিব। তুমি সুস্থ থাকিলে জার্মানী যাইব। ভবিষ্যতের কর্তব্যাকর্তব্য স্থিব করিবার জন্য এবং Step by Step কি রকম ভাবে Proceed করিব—তাহা স্থির করিবার জন্য একবার আমাদের দেখা হওয়া দরকার।

শরীরের দিক দিয়ে প্রয়োজন হইলে আমি কলিকাতায় পড়িবন। কলিকাতায় পড়িবার একটা সুবিধা এই যে ভাল Professor আছে। কটকে পড়িবার সুবিধা এই যে Climate ভাল—কাজ করিবার সুবিধা কারণ বেশ influence আছে—Public এর মধ্যে; অন্ততঃ যতদিন বাবা বেঁচে আছেন। দরকার হইলে কটকে বা হাজারিবাগে পড়িতে পারি। হাজারিবাগে Prospectus এর জন্য লিখেছি, Kurseong থেকে ফিরে এসে যদি দরকার মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পৃড়া বন্ধ করিতে পারি। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে

আমার ধারণালি তোমায় শোধ দিতে হইবে—প্রথমত ~~কিছু~~ কিছু
সাহায্য করিবে—কারণ আর tution করিবার সুবিধা হইবেন।
দক্ষগুণকেও কিছু দিতে হইবে।

১৯

কটক
৩৭১৫
শনিবার

আমার পত্র দ্রষ্টব্য পেয়ে থাকিবে। পরশ্চ এবং কাল এক
খুব important ঘটনা হয়ে গেছে। এখন সব কথা খুলে লেখা
অসম্ভব। তাছাড়া গিরীশ ও সুরেশদা আমায় নিতান্তই অনুরোধ
করেছেন কিছুদিন পরে তোমায় বলিতে। এক মাসের মধ্যে যখন
কলিকাতায় যাব, তখন দেখা যখন হইবে তখন সব খুলিয়া বলিব।
একটা খুব সুন্দর reconciliation হয়ে গেছে—গিরীশ, অনেকটা
mediator গোছের হইলেন। সুরেশদা বলিলেন, I thought
the relation to be undesirable but not unhealthy.
তিনি বলিলেন Purity সম্বন্ধে একত্তিলও সন্দিহান কখনও আমি
হই নাই। তবে তোমাদের exclusiveness এর জন্য এবং
সকলের নিকট হইতে Complaint পাইবার জন্য আমি খুব
ব্যথিত হইয়াছিলাম। তাঁর মনে মনে আমাদের ব্যবহারের জন্য
কিরূপ ভাবে কষ্ট দিন দিন Grow করো জ তাই বলিলেন—আমি
যাহা কিছু বলিবার বলিলাম। গিরীশদার বিশ্বাস এবং তাঁহার

চরিত্রে আমি মুক্ষ হইয়াছি। তিনি বলিলেন বাঙ্গাল যদি কিছু
সম্মেহ করে থাকে, I will call him a liar to his face.
যাহা হউক এখন all's well that ends well করিয়া ফেরা
যাক। একটা জিনিষ আমরা ভুল করিয়াছি (এবং পরে এ বিষয়ে
খুব সাবধান হইতে হইবে) আমরা realise করি নাই, আমাদের
একটি কথা ও কাজের মূল্য কত বেশী। ভাইদের উপর তাহার
কত effect.

সুরেশদা বলিলেন, তোদের public এর মধ্যে সমানভাবে
মিশিতে হইবে, যাহাতে কেহ টের না পায় কে কাকে কত ভালবাসে।

২০

18-7-15

আচ্ছা মানুষের পক্ষে কি কোন absolute সত্য লাভ করা
সম্ভব ? প্রত্যেকে একটা relative সত্যকে নিয়ে তাহার নিজের
জীবনে absolute সত্যতে পরিগত করে এবং তাহার মাপকাঠিতে
জীবনের স্থুৎ দ্রুঃখ ভালমন্দ বিচার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক
life এর individual philosophy তে হস্তক্ষেপ করিতে বা
তাহার বিকল্পে বলিতে কাহারও কোন অধিকার নাই—তবে কথা
হচ্ছে—এই philosophy'র basis যেন sincere and true
হয়—এবং Spencer এর যা Theory—"he is free to
think and act so long as he does not infringe
the equal freedom of any other individual."

* * *

আগে intellectual preparation টা দরকার। তারপর কাজ ও চিন্তা একভাবে চলিবে—শেষে কর্মের স্বোত্তে গা ভাসাইয়া দেওয়া। প্রথমাবস্থায় ২।।টা make-shift activities চাই—না হইলে কর্মের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

দেখ জীবনের দুইটা দিক আছে—intellect and character দেশকে শুধু নিজের উদার চরিত্র দিলে হইবে না—একটা intellectual ideal দেওয়া চাই।

* * *

It will not do to know something of everything but to organise them into a systematic whole—and to know everything of something. Simple assimilation will not do—but creative genius is necessary

আমার intellectual career এব একটা আভাস তোমায় দিব। আভাস মাত্র এখন মনে ভাসে। Idea টা বড় grand—আমার জীবনে কার্যে পরিণত হইবে কি না বলিতে পারি না—তবে না হইলেও যদি বাস্তবিক idea টা ভাল হয় তাহা হইলে আব কেহ কার্যে পরিণত করিতে পারে।

আমার এখন কোন বিশেষ কাজ নাই—কেবল Famine Relief fund এর। আপাততঃ আর সব বন্ধ।*

29-7-15

এখন কাজ বিশেষ কিছু করি না। Poor-fund-debating—magazine এখন আরম্ভ হয় নাই। Coaching এক সপ্তাহ হইল—আর করিনা। পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তবে auxiliary থাকিব—অভাব বা দরকার হইলে পড়াব। College famine fund এর Secretary করেছে। তার জন্য একটু খাটিতে হইবে। উপস্থিত আর কেহ নাই।

ইচ্ছা আমি relief এ যাই—তাহাতে Practical experience হইবে। আর famine-এর experience সব সময় হয় না। Emotions এর দিক দিয়ে দেখিলে আমার যাবার ইচ্ছা—বেশ ইচ্ছা আছে—তবে reasoning এর দিক দিয়া ইচ্ছা নাই—

(১) শরীর খারাপ হইতে পারে, কারণ না খাওয়া থাকিতে পারিব না।

(২) College এর Relief Committee'র কাজ বাদ পড়ে যায়।

(৩) গেলে আমার বোধ হয় College organisation থেকে যাওয়া ভাল—কারণ তাহাতে লিপ্ত হয়েছি।

ভাবিয়া উত্তর দিব বলেছি। খুব সন্তুষ্ণ না-ই করিব। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

তবে জগংটাকে আসলভাবে দেখিবার খুব ইচ্ছা। ইচ্ছাটাকে কিন্তু দমন করিতে হইবে।

୩୮୧୨, ଏଲଗିନ ରୋଡ, କଲିକାତା

୩୧୮୧୯

ଆମି ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦିଯେଛି ତାହାତେ ଆମାର attitude indirect
ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେଛି—I have described it as supreme
and sublime indifference. ଆମି ଏଟା ବେଶ ବୁଝିତେଛି ଦିନ
ଦିନ ଯେ ଆମାର ଜୀବନେର ଏକଟା definite mission ଆଛେ ତାରଇ
ଜ୍ଞାନ ଆମାର ଶରୀର ଧାରଣ and I am not to drift in the
current of popular opinion. ଲୋକେ ଭାଲମନ୍ଦ ବଲିବେ ଜଗତେର
ଏଟା ରୀତି but my sublime self consciousness consists
in this. that I am not influenced by them. ସହି
ଜଗତେର ବାବହାରେ ଆମାର attitude ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ନୈରାଶ୍ୟ
ପ୍ରଭୃତି ଆନେ, ତାହା ହଟେଲେ ବୁଝିବ ଯେ ଆମାର ଦୁର୍ବଲତା କିନ୍ତୁ ଯେ ରକମ
ଆକାଶେର ଦିକେ ଯାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖେ ପର୍ବତ ଆସଛେ, କି କୂପ ଆସଛେ
ତାର ଯେମନ ଜ୍ଞାନ ଥାକେନା—ମେଷ୍ଟ ବକମ ଯାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ mission
ଏର ଦିକେ, ଆଦର୍ଶେର ଦିକେ—ତାର ଓସବ ଦିକେ ମୋଟେଇ ଅକ୍ଷେପ ନାହିଁ।
I must move about with the proud self consciousness
of one imbued with an idea.

ଯାକ ଆମି ଏଥିନ ବୁଝିତେଛି ଯେ ମାନୁଷ ହଇତେ ଗେଲେ ତିନଟି ଜିନିଷ
ଚାଇ—

- (1) Embodiment of the past
- (2) Product of the present
- (3) Prophet of the future.

(1) I must assimilate the past history in fact all the past civilisation of the world.

(2) I must study myself—study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisation and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation—begin with India.

Is not this a grand idea ?

* * *

The more we lift our eyes heavenwards the more we shall forget all that was bitter in the Past. The future will dawn upon us in all its glory.

কেমন আছিস সে সমস্কে লিখিসনি কেন ? শীত্র পত্রের উভয়ে
জানাবি কেমন আছিস ?

তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে—কবে দেখা হইবে ?

16-9-15

তোমার পত্র পেলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, “যখন Philosophy কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেনা—যখন দর্শন ক্রমবর্ধিমান—একজন আসে এককথা বলে যায়—আর একজন আসে তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তার চেয়ে বড় কথা বলে যায়—এই রকম ভাবে দর্শনের গতি; তখন দর্শনে এবং দার্শনিক চিন্তায় কাজ কি? যখন হিগেলের দর্শন জগতে প্রচারিত হইল, তখন সকলে ভাবিল বুঝি এর উপরে আর কোন কথা কেহ বলিবে না—এটা বুঝি শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু জগৎ হতভাগ। দর্শনের গতি হিগেলকে ছাড়িয়া চলিয়াছে। তথাপি বাঁচিতে গেলে ও সব প্রশ্ন আসিবেই আসিবে। ফুল ফুটিলে যেমন গুরু আপনি আপনি আসে (তার আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই) সেই রকম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যাকুল জিজ্ঞাসা আসে।

দর্শন পড়ে লাভ কি? লাভ এই—নিজের প্রশ্ন—নিজের সন্দেহ ফিবে পাও।....দশটা লোকে কি ভাবে ভেবে গেছে—তা পাও। তার থেকে নিজের চিন্তা প্রণালী সংযত ও সৈতে করিতে পার।

পাগল না হলে কেহ বড় হইতে পারেনা। কিন্তু, সকল পাগল বড় হয় না। All mad men do not become great men of genius. কেন? শুধু পাগল হইলে চলে না। আরও কিছু চাই। পাগলামির ভিতর আত্মসংযম হারাইলে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। আবেগের ভিতর আত্মস্থ হওয়া চাই। তাহা হইলে (then and only then) জী. টাকে একটা Constructive basis এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। Emotion

বা আবেগ সংযম করে—দীর্ঘ চিন্তা চাই। আবেগ না থাকিলে চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু শুধু আবেগ থাকিলে চিন্তার ফল ফলে না। অনেকে আবেগবান কিন্তু ভাবিতে চায় না—অনেকে ভাবিতে জানে না।—

* * *

....চিন্তার প্রণালী একবার জানিতে পারিলে কোন ভয় নাই—একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব শক্ত হইলেও অসম্ভব নয়। আমি সেই জন্য বিশ্বাস করি—আমার ব্যাকুলতা—জিজ্ঞাসা—সন্দেহ—এসব will not end in nothing but will bring me something positive — এবার তোমারও সেই আশা আছে।

If there is an ideal—it can be realised—ইহা আমার বিশ্বাস—for example, if perfection be the ideal, man can become perfect otherwise, there is no such ideal as perfection.

যাক আদর্শ যাহাই হউক না—it can be realised—এই ভিত্তির উপর আমার life-philosophy প্রতিষ্ঠিত।

ব্যক্ত হইলে চলিবে না—। যে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত লোকে প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছে—সে প্রশ্ন কি একদিনে মীমাংসা হইবে !....

* * *

তবে জীবনের একটী fundamental principle ঠিক না করিলে কাহার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিব—বা কি লইয়া চলিব ?

Kant এর Philosophy কি রকম জান ? একটা কথা মেনে নেয়—সেটাকে analyse করে—তাম করে criticise করে তার পরে সেটাকে ভ্যাগ করে—এবং ভ্যাগ করে মহস্তর সত্ত্বে উপস্থিতি

হয়। তারপর সেটাও analyse করে তন্ম তন্ম করে criticise করে—
এবং অহস্তম সত্যে উপনীত হয়।

জীবন সেই রকম। নিজের বর্তমান জীবনকর্ম—সমস্ত harmonise করিবার জন্য একটা philosophy যে রকম করে ইউক গঠন কর। তার পরে ঐ অহস্তমারে জীবন চালাও—এদিকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক মুহূর্তে ভাঙ্গো এবং গড়—destroy and construct. Life progresses through continual construction and destruction. একটা গড় সেটা ভাঙ্গো—আর একটা গড়—সেটা ভাঙ্গো—গড় and so on....

Something cannot come out of nothing. Man proceeds from Truth to higher Truth. We must pass through inconsistencies. They fulfil life.

বেশী আবেগ আসিলে—reason—critical power, analytic and synthetic power কমিয়া যায়। কারণ শুধু cool moments এ এসব ঠিক ঠিক চালান যায়।....

20-9-15

শরীরের যে রকম অবস্থা—তাহাতে জীবনে বিশেষ কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দের ঐ কথাগুলি বড় ঠিক “Iron nerves and a well intelligent brain and the whole world is at your feet.”

Change এ গিয়ে যদি শরীর একেবার ভাল হয় তাহা হইলে বুঝিবে—জীবন ধারণে লাভ আছে।

Lodgeটা ପଡ଼ିଲାମ Jesuit movement ଏର ସମ୍ବନ୍ଧେ
ମତାମତ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାର କାରଣ ଠିକ ବୁଝିଲାମ ନା ।....

ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପଦାୟେର ଭାଲମନ୍ଦ ହୁଇ ପକ୍ଷଇ ଆଛେ । ଭାଲଟା ଏଥନକାର
କାଳେଓ ବେଶ ଭାଲ ଚଲିବେ । କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦଟା ବାନ୍ତବିକ ମନ୍ଦ ଛିଲ ନା—
ସେ ଯୁଗେର ପକ୍ଷେ ଭାଲଇ ଛିଲ—ତବେ ଏ ଯୁଗେର ପକ୍ଷେ ସୁବିଧାଜନକ
ହେବେନା ।

କାରଣ କି ? ମାନୁଷେର “ସ୍ଵାଧୀନତାର” ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହିୟାଛେ ।
ଆଟିନକାଳେ ଭାରତବରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ମାନେ ଲୋକେ ବୁଝିତ—ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ସ୍ଵାଧୀନତା—ସନ୍ନ୍ୟାସ—କାମ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦିର ହଞ୍ଚ ହିତେ ମୁକ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ଏହି ସ୍ଵାଧୀନତାର ଭିତରେ—ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ହିତେ
ମୁକ୍ତି—ଏ ସ୍ଵାଧୀନତାଓ ଛିଲ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟଙ୍ଗୀ କରିଲେ ସାମାଜିକ ଓ
ରାଜନୈତିକ ନିୟମ ଅନାୟାସେ ଲଜ୍ଜନ କରିତେ ପାରିତ—ଶାଶନ ପ୍ରଗାଲୀ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିତେ ପାରିତ । ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗଂ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ
ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତୀ (problem) ସମାଧାନେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଯାଛେ ।
ତାହାଦେର ଭିତରେ individualism ଏର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହିୟାଛେ ।
ସମାଜ ଓ ଶାସକ ମନ୍ଦିରର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଯା ଉଚିତ—ସେ
ବିଷୟେ ତାହାରା ମାଥା ସାମାଇତେଛେ ।

ଏହି ସଂଘରେର ଫଳେ adjustment of mutual rights ଏର
ପ୍ରୟୋଜନ ହିୟାଛେ । ଏଥନ ଆମରା ଦେଖିତେଛି, ସମାଜେର ଭିତରେ ବା
State ଏର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେର କିଛୁ କିଛୁ right ଆଛେ—ତାହାର
ଅପ୍ରସବହାର ନା କରା ବା ଅତିକ୍ରମ ନା କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ । ସକଳେ
ବୁଝିତେଛେ—ତାହାର ମଧ୍ୟୟତ୍ର ଆଛେ—ଦାବୀ ଆଛେ voice ଆଛେ ।

আমরা এই democratic যুগে democratic প্রভাবের মধ্যে জন্মিয়াছি। সুতরাং এই স্থানে আঘাত করিলে এই যুগে কিছু করা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু individualism যে organisation এর পক্ষে ক্ষতিকর ? এর উপায় কি ? আবার সামঞ্জস্য। উপায় আছে—ভয় নাই। জার্শানি অনেকটা তাহার মীমাংসা করিতেছে। শাস্তির সময়ে সকলে নিজ ও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে—(সেখানকার বিশ্বিদ্বালয়ে State এর কোনও হাত নাই)—যেই ডাক আসিল—অমনি সকলে নিজ নিজ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া সশস্ত্রে নতশিরে উপস্থিত। সব সমবায়ের পক্ষে এই নিয়ম ; সাধারণতঃ কার্য নির্বাহের জন্য—সকলের একটা voice আছে ! ...

Autocracy [র] ফলে, উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজের বড় ক্ষতি হয়। Council এ মৈসর্গিক নিয়মানুসারে যাহার জ্ঞান বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অধিক—তাহার কথার মূল্য বেশী হইবে—এবং তাহার কথা লোকে বেশী শুনিবে। তবে তাহার কথা বা উপদেশ সকলে গ্রহণ করিবে—for their intrinsic worth and not because if coming from him.

Organisation এবং এইরূপ নাপকাটি হইবে Jesuit সম্প্রদায়কে criticise করা শক্ত নহে। এখন সৌসাদৃশ্য দেখা যাক।

- ১। Protestantism—Western civilisation and western influence.
- ২। Counter reformation—Indian renaissance in national and spiritual life.
- ৩। Loyola—began as a man of action ended life as a religious man

- ৪। Paris— !
- ৫। Church—religious and Country.
- ৬। Chastity—poverty and obedience (absolute)
- ৭। General—the absolute Commander
- ৮। Relief from ordinary duties of life.

* * *

প্রত্যেক সম্পদায় ও সমবায়ের ইতিহাস একই রকম ।

এদের motto মোটামুটি মন্দ নয় । Chastity and poverty এটা অবশ্য চাই । তাব পর obedience এর কথা পূর্বে বলেছি । এযুগে যে রকম চায়—সে রকমটি হওয়া চাই এবং করা চাই । এইটুকু বাদ দিলে বর্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের বেশ একটা মিল আছে । এর প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক । .

মঙ্গলবাৰ

তোমার চিঠি কাল পেলাম । শবীর এক রকম ভাল আছে । কোথায় যাব ঠিক নাই—বোধ হয় কার্শিয়াং-এ । কারণ বাবারও সেখানে যাইবার কথা । বাবার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল তবে সারিতে বিলম্ব লাগিবে । কাজ ছেড়ে দিলে ভাল হয় কিন্তু সংসাৰ চলে না—এই মুক্ষিল ।....

অধিক কি ।

২৬

26-9-15

নৈরাশ্যের ছায়া মধ্যে ২ আসিলেও বিহ্যৎ আলোকের প্রকাশ
আপনা আপনি জেগে উঠে। কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে ?
সেই আলোকই আবার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলে—আবার দেখি—
Life is worth living.

২৭

3-10-15

শানিবার—

একদিকে... ব্রহ্মানন্দের কথা মনে পড়ে, অপর দিকে পাঞ্চাত্য
আদর্শ—Life is activity। এক দিকে Silent and peaceful
life of an introspective....Jogi who has realised the
futility of the world. অপর দিকে পাঞ্চাত্যদের প্রকাণ্ড
laboratory তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন তাহাদের আবিষ্কৃত ও উন্নাবিত
অঙ্গুত্ত জ্ঞানরাশি। তখন ইচ্ছা করে তাহাদের দেশে গিয়ে ১০।।২
বৎসর ধরে জ্ঞানার্জনে মজে যাই, যে কিছু লাভ করিয়াছে—সেই ত
দান করিতে পারে। তখন মনে হয় একবার—তাদের কর্ষের স্বোতে
ঝাপ দিই—তারপর দেখি—সেই স্বোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সেই
স্বোতকে চালিত করিতে পারি কি না।....

19-10-15

Mr. Sentimentalist

তোমার পত্র কাল পেয়েছি। আমার ওজন এখন ১মণ ২১ই সের—আমি ইহাতে আশ্চর্য হইয়াছি—কারণ কটকে আমি ছিলাম ১ মণ ১৬ $\frac{1}{2}$ সের, যাহা হউক, এখানে একমাস থাকিলে আরও ৫ সের বাড়িতে পারিব অন্ধা করি।

এখানে আসা অবধি সব রকমে ভাল আছি। আমার তাই পাহাড় বড় ভাল লাগে। মধ্যে ২ বৃষ্টির দক্ষণ একটু রসভঙ্গ হয়—তা ছাড়া আর অস্থিবিধি কিছু নাই। খটখটে রৌদ্র আর কুয়াশা (dry fog) এটা এখানকার ideal weather, এ পর্যন্ত পড়াশুনা কিছু করিতে পারি নাই—দেখি অতঃপর ভাল পড়া হয় কি না।

* * *

দেখ পাহাড়গুলি বড় অন্তুত জিনিষ, আমার মনে হয় বৈর্যবান আর্যদের উপযুক্ত' বাসস্থান—এই পর্বত গাত্র। degenerating plains এ বাস করা উচিত নয়, অবশ্য একথা বলে কোন লাভ নাই and it connot be helped—তবে কলিকাতায় দুই কাঠা জমির উপর ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ী করা অপেক্ষা পাহাড়ে একটা করা চের ভাল। মাংস খেয়ে পাহাড় ডিঙ্গলে আর্যারক্ত যে ভাবে ধৰনীতে প্রবাহিত হয় এইরূপ আর কিছুতেই হয় না।

আমাদের এখন সে পবিত্র আর্যারক্ত নাই। কতযুগের প্রাচীনতা—কত adulteration ...

পাহাড়ে বেড়াতে ২ এই কথা খুব মনে হয়। চাই শিরায়
২ রজোগুণ। চাই লক্ষ্মের দ্বারা পর্বত উল্লজ্জন—যখন আর্যগণ
এইরূপ করিত তখনই তাহাদের কষ্ট হইতে বেদগান ধ্বনিত
হইয়াছিল।

এখন হিন্দুজাতির সেই pristine freshness নাই—সেই
youthful vigour নাই—সেই অপূর্ব মহুষ্যত্ব নাই। এসব
ফিরিয়া পাইতে গেলে we must begin from the land of
our birth—the sacred Himalayas. ভারতে যদি কিছু
অমূল্য—যদি কিছু ভাল থাকে—যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে—
সে সবের স্মৃতি হিমাচলের সহিত জড়িত। তাই হিমালয়কে দেখিলে
সে সব স্মৃতি ফিরিয়া আসে।....

উত্তি

Yours
Rationalist

২৯

Hawk's nest, Kurseong

21-10-15

বৃহস্পতিবার

তোমার পত্র কাল পেলাম।

* * *

পাহাড়ে তুমি গিয়াছিলে অসুস্থ মনে, স্তুতরাঃ ঠিক ঠিক অনুভব
করিতে পার নাই, তোমার আর একবার সু মনে যাওয়া চাই।

পাহাড়ে শারীরিক উত্তমটা খুব বাড়ে—হৃদয়ে একটা বিমল শান্তি
পাওয়া যায়—In the peaceful solitude of the hills, life
can be dreamt away—the misty veil hanging about
the hills is but the dreamy veil of fair poetry.
Pope না কে বলেছিল—

“Thus let me live unseeing unknown Etc Etc.
Thus unlamented let me die, steal from the world
and not a stone tell where I lie.”

কথাগুলির Spirit পাহাড়ে এলে বেশ বোৰা যায়, তবে একটা কথা
স্বীকার করতে হবে যে জীবনের একটা দিক কেবল বেশ ফুটে উঠে—
আর একটা দিক—অর্থাৎ উন্মত্ত, অবিৱাম উত্তম ও চেষ্টা—যেটা
কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া—যেটা প্রস্তুত থাকে। কলিকাতায়
আমার মনটা ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকে—কোন না কোন কর্ষে। The
mind is as it were forced to work—seriousness of
life—complexity and variety of life, বেশ অন্ধভব কৰা
যায়—life problems গুলি যেন মনকে চেপে ধরে। কিন্তু এখানে
এসে একটু Lotos-Eater হওয়া যায়—Why should life all
labour be ?

।

।

*

Yours

Rationlist

26-10-15

+

+

*

আমার চিন্তার মধ্যে বেশী ভাগ নিজের কথা ভাবি। দেখে
অবাক হই—মহুষ্য জীবনে কত প্রকার conflicting desires and
motives জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কত বাসনা কোথায় হইতে
আসে আবার কিছুদিন পরে কোথায় চলিয়া যায়। সে সব বাসনা
কেন আসিল—কোথায় হইতে আসিল—খুঁজিয়া পাই না। জীবনের
প্রথম অঙ্ক—সম্পূর্ণ irrational. আমরা গর্ব করি মানুষ বড়
rational—কিন্তু man is more irrational than rational.
Man acts by instinct and sentiment like animals
than by reason. জীবনের অনেক কাজের কোন কারণ বা
অর্থ খুঁজিয়া পাই না। কি আশ্চর্য।

*

*

*

আজকে অনেকদিনকাব একটা সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল।
আজকে মন্দিবে এসে ভাবিতে ভাবিতে মীমাংসা মনে উপস্থিত হইল।

তোমার

পাঞ্চাঙ্গ দার্শনিক

Jesuit দের ইতিহাস মুখে ২ মোটামুটি এক রকম জানিয়া লইয়াছি। পত্রে সব লেখা স্মৃতিধা হইবে না—অতএব মুখে বলিব। তাহাদের bitter complaint এই যে বর্তমান ইতিহাসে তাহাদের খুব খারাপ স্থান দেওয়া হইয়াছে—কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক Protestant এবং রাজবংশে Protestant. History of Philosophy তেও তাহাদের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আমরা যে বইটা পড়ি Schwegler's History of Philosophy তাহাতে medieval Philosophy টা এক রকম বাদ দেওয়া হইয়াছে।

আমার ইচ্ছা ছিল—medieval or scholastic philosophy অর্থাৎ Theology টা কিছু শিখিয়া লই—কিন্তু যখন শুনিলাম যে তাহারা এখানে ৪ বৎসর Theology পড়িয়া তারপর D. D. title গ্রহণ করে—তখন বিরত হইলাম। তাছাড়া সময়াভাবে এখন স্মৃতিধা হইবে না।

Jesuits-রা বলে যে middle ages-এ দর্শন যাহা ছিল তাহা কেবল Theology এবং সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা বিষ্ণার বিষয়ে Jesuits অগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের উপর সমস্ত ইয়ুরোপের শিক্ষার ভার গ্রহণ ছিল।

তাহাদের doctrine এবং forms বড় dogmatic—পরে বলিব। কিন্তু তাহাদের organisation একদিক দিয়ে বড় শুল্দর। founder এর পূজা করে না—এবং গোড়ামি ঢোকে নাই—তাহাদের গোড়ামির হ্রাস বৃদ্ধি নাই—সমস্ত defined. Defined Doctrines যে মানিবে না তাহার স্থান নাই।

Yours
Rationalist

୭-୧୧-୧୫

କବିବରେସୁ—

ତୋମାର ପତ୍ର ପାଟିଯା ଦୁଃଖିତ ହଇଲାମ କାରଣ ତୁମି ଆମାକେ ହୁଣ୍ଡୁ ବଲିଯା ପ୍ରତିପତ୍ର କରିଯାଇଁ । ତୁମି ତ ଜାନଇ ଆମି ଚିରକାଳଇ ସେଇ ଲଙ୍ଘୀଛେଲେ—ଆମାର ଦ୍ୱାରା କି କୋନ ପ୍ରକାର ହୃଷୀମି ସମ୍ଭବେ ? ଅତ୍ରଏବ ତୋମାର ଏ ଅଭିଯୋଗେର ଅର୍ଥ କି ? ସେ ଚିରକାଳ ଲଙ୍ଘୀଛେଲେ ସେ କି କୋନ ଦିନ କୋନ ହୃଷୀମି କରତେ ପାରେ ? ଅତ୍ରଏବ ଆମି ହୃଷୀ ହଇତେ ପାବିନା—ଏବଂ ଆମାର ହୃଷୀମି ଅସମ୍ଭବ ।

ଆମି ଭାବୁକେ ନହିଁ, କବିଓ ନହିଁ, ଶୁତରାଂ କାବ୍ୟେର ରମ ବା କବିତାର ଭାବ କିଂ ବୁଝିବ ? ତୋମାର ଚତୁର୍ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ—ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବମୟୀ ମହତ୍ତ୍ଵ କବିତାର ରମ ଏହଣେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯା ଆମି ତାହାର ବହିରାବରଣ ଲହିଯା ଟାନାଟାନି କବିଯାଇଁ, ଯାହାରା ସ୍ତୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ରସବର୍ଜିତ ତାହାବା ଦେଖେ ଶୁଦ୍ଧ ବାଲ୍ମୀକିର ବଲ୍ମୀକ, ମଧୁସ୍ମଦନେର ଅଟ୍ଟହାସ୍ତମୟୀ ଭଗ୍ନପଦୀ କବିତା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର “କଲକେତ୍ତୀ” ଭାଷା ଓ ଅବନୀଲ୍ଲନାଥେର ହାଡ଼କଷ୍ଟା । ଶୁତରାଂ ମାଦୃଶ ପାଠକ ସେ ତୋମାର ଭାବମୟୀ କବିତାର ଛନ୍ଦୋଦୋଷ ଶୁଦ୍ଧ ଖୁଁଜିଯା ବେଡ଼ାଇବେ ।....

ତବେ ଯଦି କୋନ ଅପରାଧ କରିଯା ଥାକି ତାହା ହଇଲେ ଦାୟୀ ଆମାର ସ୍ତୁଲବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଶକ୍ତି ଏବଂ want of appreciative faculty ଏବଂ ଏ ମାନସିକ ଦୈତ୍ୟେର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେଛି ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରେଛେନ । ତାହାର ସଙ୍ଗେ କିଛୁ ୨ କଥା ହେଁବା—ପରେ ବଲିବ ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖା ବା ନିଜେବ ଜୀବନ ସଂକଳନ କାହାରେ ମତାମତ ଗ୍ରାହ

করিলে ত চলিবেনা । নিজের যাহা বলাৰ আছে—বলে যাবে—তাতে কাৰ কি ?

আমি যে প্ৰবন্ধ দিয়েছি—তাহা কেন দিয়াছি এবং কি spirit এ দিয়াছি, তাহা না বুঝিতে পাৱিলে প্ৰবন্ধটি অৰ্থহীন এবং কেহ ২ যে সেইৱপ মনে কৱিবে তাহাতে আৱ আশৰ্য্য কি ? কিন্তু তাহাতে কি এসে যায় ?

একজন এইৱপ সমাজে বা organisation এ হয়ত খুব উচ্চ স্থান অধিকাৰ কৱিবে কিন্তু অন্য প্ৰকাৰ—দলে হয়ত তাৰ স্থান সব চেয়ে নীচে—আমি একথা বেশ বুঝিতেছি । যাৰ যে রকম idea এবং মানুষেৰ Estimate তাহার বিচাৰ তত্ত্বপ ।

*

*

*

সুতৰাং কাহারও appreciation or non-appreciation এ কি আসিয়া যায়—হঁয়া আপনাৰ প্ৰদীপ আপনি হও—ঠিক কথা বলেছ

ইতি—

বুঝিহীন দীন
পাঠক ।

Vishram Kutir

Kurseong.

୧୭ଇ ନଭେମ୍ବର, (୧୯୧୫)

ବୁନ୍ଦଦେବେର ଉପଦେଶ ଖୁବ ଭାଲ ଲାଗିବାର କଥା—ତବେ ସେ ଉପଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ୨ ପାଲନ କରିଲେଇ ସୁଖୀ ହିବ । କରିବେ କି ?

* * *

ଜୀବନ ସମସ୍ତାର ମୀମାଂସା ଅନେକଟା ଠିକ କରିଯାଛି । ଆଜ ହଠାତ୍ ବେଶ ଏକଟା ମୀମାଂସା ହଇଯା ଗେଲ । Intellectually solve କରିଯାଛି- main principles ଠିକ କରିଯାଛି ତବେ କେୟକଟା minor details ଠିକ କରି ନାହିଁ । I now want the iron will to carry out the plan into systematic details. ଆମାର ଭିତରେ system ଏର ଅଭାବ—systematically କାଜ କରିତେ ପାରି ନା—ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଠିକ କରିଯା ଲାଇତେ ହିବେ ।

* * *

କାଳ ସକାଳେ ଖୁବ ସମ୍ଭବ ଦାର୍ଜିଲିଙ୍କ ଯାଇତେଛି— ତଥା ହିତେ ସିଞ୍ଚଲ ପାହାଡ଼ ଯାଇବାର ଇଚ୍ଛା—ସିଞ୍ଚଲ (Sinchal) ପାହାଡ଼ ଥେକେ ପରିଷକାର ଆକାଶେ Mt. Everest ଦେଖା ଯାଯ । ୨୧ ଦିନେର ଭିତରେ ଏଥାନେ ଫିରିବ ।

Craig Mount

Darjeeling

শনিবার

২০-১১-১৫

এখানে পরশুদিন আসিয়াছি। এক হিসাবে কাসিয়াং এর চেয়ে এ স্থানটি ভাল। খাবার দাবার ভাল পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর পাওয়া যায়। তা ছাড়া দেখিবার কয়েকটী জিনিষ আছে। Observatory Hill, Botanical Gardens, Museum, Race Course গোরাদের Barracks এবং Mount Sinchal গিয়াছিলাম। Mt. Sinchal থেকে কাঞ্চনজঙ্গা ত দেখাই যায়—তা ছাড়া Everestও দেখিলাম। সিঞ্চল প্রায় ৮৪০০ ফুট উচ্চ—সেখানে আজ সকালে গিয়াছিলাম। প্রায় ছয় মাইল Uphill. ভাগ্যচক্রে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং Everest দেখা গেল।

তবে এ সহরটা হচ্ছে—“Calcutta transferred to the hills” এই যা দোষ। এখন নির্জন—লোকেরা নেমে গেছে—তাটি বেশ লাগছে।

বারান্দা থেকে পরিষ্কার Snowview পাওয়া যায়। চারিদিকে পাহাড়, খালি পাহাড়—আর অভভেদী হিমশিখর শুভ্রতুষার কিরীটী কাঞ্চনজঙ্গা। কত সুন্দর এ স্থান। ভাবিতে গেলে চোখে জল আসে। গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুভ্রতুষারময় গিরিমালা—তরঙ্গায়িত আকাশপৃষ্ঠে। বহুদূরে পর্বতগাত্রে লামাদের বৌদ্ধ মঠ আছে, Extreme individualistic life যাপন করিতে গেলে পরিব্রাজকের জীবনের মত এত আনন্দময় জীবন নাই।

ইচ্ছা করে পাহাড় দিয়ে সিকিম নেপাল চলিয়া যাইতে। তিব্বত যাইবার পথ আছে। সেখান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যও চলে।

কিন্তু পরিবারজুকের জীবন যাপন বর্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবকের সাজায় না। তার ক্ষেত্রে গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে।

কার্সিয়ংএ এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন enjoy করিতেছেন ?” ভদ্রতার খাতিরে আমি উত্তর করিলাম “বেশ ভালই”। কিন্তু নিজ মনে হইল যে enjoyment এর কাল গিয়াছে। মনে আছে ৮ বৎসর পূর্বে যখন পূজার ছুটীতে—প্রথমবার দার্জিলিঙ্গ আসি তখন কি আনন্দ ! আমরা বাড়ীতে একবকম বোধ থাকিতাম তাই বাড়ী ছাড়িব ভাবিয়া কি আনন্দ ! তখন এসেছিলাম অবশ্য enjoyment এর জন্য, কিন্তু আজ আমার কি পরিবর্তন ! তখন boyish emotion এর বশবর্তী হইয়া বলিয়াছিলাম—“জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে—যেদিন independent হইব—এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জিলিঙ্গ যাইব !”

কিন্তু আজ জীবন আমার enjoyment এর জন্য নহে। অবশ্য আমার জীবন নিরানন্দ নহে কিন্তু আমার জীবন enjoyment এর জন্য নহে—my life is a mission—a duty. ভদ্রলোকটী বোধ হয় enjoy করিবার জন্য কার্সিয়ং এসেছিলেন কিন্তু আমি জানি আমি এসেছি physical and moral improvement এর জন্য। এ পাহাড় ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশের অগ্রান্ত আকর্ষণ আছে—কিন্তু তা ছাড়া এ “পাহাড়ী জঙ্গলী” দেশ অতুলনীয়। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশ দেবতার ধাসস্থান—স্বর্গ। আমাদের এক অজ্ঞ পাটক ঠাকুর কার্সিয়ংএ কাথনজঙ্গ্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—“ঈ দিকে স্বর্গ !” সঁকলে তার কথা

শুনিয়া হাঁসিল। আমি কিন্তু মনে ২ করিলাম তার কথা metaphorically সত্য।

যাক—বলিতে গেলে কথার শেষ হইবে না।

আমি এখানে এসে এক বড়লোক আঢ়ায়ের কাছে আছি, ওরা খুব যত্ন করিতেছেন—আশাতীত যত্ন। আমি এবং এক মাতুল এখানে আসিয়াছি। আমার পাগলামির কথা এখানে সকলে জানে এবং এবার আসাতে আরও কিছু জানিল।

যাক—আমার কথা অনেক লিখিলাম। কাল কাসিয়ং যাব—পরশু কলিকাতায় রওনা হইব। পরশুদিন ১১টায় শিয়ালদহে পহঁচিব—সেইদিনই কলেজ করিবার চেষ্টা করিব।

তোমার সঙ্গে দেখা হইলে তোমার উপর বিচার বসিবে; শরীর অবহেলার কারণ investigate করিতে হইবে।

তোমার পত্র পাই—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে বড় একটা কথা থাকে না। তারও বিচার হইবে।

৩৫

বুধবার রাত্ৰি

৮-১২-১৫

আজ University Institute এ জগদীশচন্দ্ৰের অভ্যর্থনার জন্য একটা সভা হইয়াছিল। আমি বড় আশা করিয়া গিয়াছিলাম জগদীশের মুখের দ্রুই চারিটি কথা শুনিব—“Just to see him and to hear him speak.” কি জানি কেন, শৈশব হইতে জগদীশচন্দ্ৰ ও' বিবেকানন্দ এই দ্রুইজনের প্রতি একটা প্রগাঢ়

ভক্তি আছে। তাহাদের ছবি ও তাহাদের সম্বন্ধে ২৪টি কিংবদন্তী শুনা অবধি বড় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সভার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য “to honour him by a reception” কিন্তু বাঙালী এবং সর্বোপরি বাঙালী ছাত্রবৃন্দ তাহাকে যে কি ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত আজ করেছে তাহা স্বদেশভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তয় বোধ হয় বুঝিবেন। Entertainment এর মধ্যে গান, দেশীয় বাট্ট, কবিতা পাঠ প্রভৃতি বেশ ভালই ছিল কিন্তু তার মধ্যে English Theatre—actors রা ছাত্র—বিষয় কি রকম বুঝিতেই পারিতেছে—তারপর শেষে - God save the King ! যখন Programme এ দেখিলাম—acting হইবে তখন একবার মনে হইল চগিয়। আসি—কিন্তু তার কথা শুনিবার লোভে acting এর সময়ে নিজার সাহায্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলাম। উচ্চ হাস্তকারী যুক্তকর্তনের মধ্যে Stern Puritan এর মত চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু সভাভঙ্গ হইতে চলিল—আমার আশা ও পূরণ হইল না। ভগ্নাশ হইয়া ফিরিলাম—এবং ভাবিতে লাগিলাম যে যতদিন আমাদের মহাপুরুষ (greatmen) দের আমরা উপযুক্ত—ভাবে সম্মান করিতে না শিখি ততদিন । এ বাঙালীর—এ ভারতের উদ্ধার নাই। থিয়েটার দিয়া আবার অভিনন্দন ! ছি ! ছি ! হায় ভারত ! হায় বাঙালী, তোমার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে ?

এ ঘটনাটি আমায় বড় স্পর্শ করেছে। পূজ্যপাদ ধর্মপাল একটি কথা বলেছিলেন সভায় বসে আমার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। So long as men run after sensual pleasure India will not rise. তার কথা ঠিক মনে নাই। তবে ভাবার্থ এই। আমি দেখিলাম sensual pleasure বাঙালীর হাড়ে ২ অবাহিত—আর ইহাই মস্তিষ্কবান বাঙালীর দুর্বলতার প্রধান কারণ।

এর উপায় কি ? আমার মনে হয় Counteract করিবার জন্য
একদল কঠোর “Puritanic principles” বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই ।
দেশের লোকেদের চোখ খুলে দেওয়া চাই । বাস্তবিক রামকৃষ্ণ জাতীয়
চরিত্রের মূল ধরেছিল ।

জানিনা জগদীশচন্দ্র এই অভ্যর্থনা কি ভাবে নিয়েছিলেন ।
স্বদেশভক্ত জগদীশচন্দ্র দেশের দান ছাই হাত পাতিয়া অবশ্য লইবে—
ছাই ভস্মই দিক্ আর ফুলচন্দনই দিক্ । কিন্তু এই অভ্যর্থনাতে তিনি
যে হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছেন তার কোন সন্দেহ নাই ।

আমি “আগামী সোমবারে পাঠা” একটী প্রবন্ধ লিখিতেছি—
আমাদের Debating Club এর জন্য—বিষয় “The civilisation
of India in the Vedic and Pouranic Age.” তুমি যদি
২১১ বই এর মধ্যে পাঠাতে পার বা নাম প্রভৃতি hints বা তোমার
notes পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয় ।

* * *

৩৬

রবিবার

19-12-15

আমি আজকাল বড় rational এবং intellectual হয়ে
গেছি—sentiment সব প্রায় মরিয়া গেছে—একটা stoic
sternness আসিতেছে । জীবনের আদর্শ দিন দিন ভাল করিয়া
বুঝিতেছি—কিন্তু করিবার উপযুক্ত শক্তি নাই ।

* * *

আবরণ ত্যাগ না করিলে জগতে কাহারও সঙ্গে মেশা যায়না ।
আমি কি সর্বাভৱণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি ?

শুক্রবার

27-12-15

আবার সেই December আসিয়াছে এবং সেই জানুয়ারী আসিতেছে। দুই বৎসর পূর্বে আমরা এখন শাস্তিপুরে। আর শাস্তিপুরের সেই সন্ধ্যাসীর দল ও তাহাদের মধুময় স্মৃতি।

* * *

ভারতের প্রায় সবই গিয়াছে বটে ভারতবাসী প্রায় অনুঃসার-বিহীন তটিঃগুহ কিন্তু “তা ব’লে ভাবনা করা চল্বে না”—তা বলে হতাশ হ’লে চল্বেনা—ও যে কবি বলেছে—“আবার তোরা মাঝুষ হ,” হ্যাঁ, আবার মাঝুষ হইতে হইবে। ভারতের শ্যামলক্ষ্মেত্রে এখন শাশানাচারী ভূতগণের অস্তি সমন্বিত জীববিশেষ ভূমণ করিতেছে—চারিদিকে নৈরাশ্য—মৃত্যু ভোগ-বিলাস, রোগ, শোকের কুরক্ষেত্র—“কি ঘোর দুঃখরাশি ভারত গগন ব্যাপিয়া।” কিন্তু এই নৈরাশ্য—নিষ্ঠদ্রুতা—এই দুঃখ দারিদ্র্য—অনশন—অর্দ্ধাশনের হাত্তাশার ও এই বিলাস-বিভবের আফালন রব ভেদ করিয়া আবার ভাবত্তর সেই জাতীয় গান গাহিতে হইবে। সেটা কি উত্তিষ্ঠত—জগত।

বুধবার রাত্রি । .
২-২-১৬

শরীরের যত্ন লইবে । উপযুক্ত ব্যায়াম ও প্রাতর্ভর্মণ করিবে—
তখ ডিম থাবে—বেশী পরিশ্রম করিবেনা । জীবনটা পড়িয়া আছে—
এখন বোকামী করিয়া সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করার ছুতোতে
অতিরিক্ত শ্রমের কোন প্রয়োজন নাই ।

সুরেশদা কাল চলিয়া গিয়াছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করিতে
পারিলেন না বলিয়া তৎখ করিলেন । বিশেষ কাজ থাকায় কালই
যাইতে হইল । মেস পরিবর্তন হইয়াছে—২১১ ছাড়িয়া এখন ৪৫১
Amherst St. বাড়ীটা বড় damp বলিয়া ছাড়িতে হইল ।
কলিকাতার মেসে ২১ জন বাদে প্রায়ই সকলেরই pharyngites
হইবার ঘোগাড় । সুরেশদা আশঙ্কা করেন তোমার Pharyngites
(বানান টিক জানিনা) এর লক্ষণ । গলা থেকে কুকি আর রক্ত
পড়ে ? টিহার এবং আমাশার জন্য চিকিৎসা করিবে— আমার
অনুরোধ । জ্ঞানদা কিংবা অন্য কাহাকেও দেখাইতে পার—প্রয়োজন
মত ঔষধ সেবন করিবে—এটা অবহেলা করিবেনা ।

তোমার শরীরের অসুস্থতার সংবাদ অরবিন্দ মুখে সর্বত্র প্রচার
হইয়াছে—অনেকে তোমার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে :
যদি অরবিন্দকে জন্ম করিতে চাও এবং নিজে লজ্জায় না পড়িতে
চাও—তাহা হইলে ইতিমধ্যে শরীর সারাইয়া রাখ—তাহা হইলে
যখন কেহ দেখিতে আসিবে তখন তোমায় অপেক্ষাকৃত মুস্ত দেখিবে ।

শুনিলাম *সুরেশদার Pharyngites হইয়াছে । বিধু একথা
বলিতেছিল । * যাহা হউক, একথা বেশ সপ্রমাণ হইয়াছে মে

অস্বাস্থ্যকর স্থানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে অতি সবল দেহও শীত
টলিয়া পড়ে।

তোমার মনের শক্তি দ্বারা শারীরিক রোগ চাপিবার কদভ্যাস
আছে। এই করিয়া তোমার সেবার ভয়ানক অসুখ হয়। এবারও
মনোযোগ মা দিলে অসুখ হইবার সন্তান। অতএব আমার একান্ত
অন্তরোধ যে সময় থাকিতে শরীরের যত্ন করিবে। অধিক কি লিখিব।

৩৯

৩৮/২, এলগিন রোড, কলিকাতা

২৯।১।১৬

হেমন্তকুমার,

তোমাকে মধ্যে যে ১।। দিন পত্র দিই নাই, তার কারণ এই
যে বিশেষ কোন সংবাদ ছিল না। আমার সম্পর্কে চঞ্চল বা ব্যস্ত
হইলে চলিবে না। ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে হবে।

Syndicate-এ আবেদন করার দরুণ তারা এখন আমার বিষয়ে
কোন হকুম জাহির করিবেনা—বোধ করি Committee-র report
প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। আজ Committee-
তে দরখাস্ত করিলাম, যাহাতে উহারা আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করে
এবং পুনর্বিচার করেন। Committee এখন প্রফেসরদের সাক্ষ্য
গ্রহণ করিতেছে। আমার মনে হয় ৩।। দিন আরও প্রফেসরদের
সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে তারপর ছেলেদের ডাকিবে। তখন আমরা

গিয়ে সাক্ষ দিব। Committee-র scope খুব বিস্তৃত। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত করিবে।

- (১) Relation between European & Indian Professors in Presidency College.
- (২) Relation between European Professors and Indian Students.
- (৩) Relation between Indian Professors and Indian Students.
- (৪) Cause of indiscipline leading on to the Strike.
- (৫) Ditto leading on to assault.

Committee-র recommendation-এর উপর গভর্নমেন্ট বোধ হয় Presidency College কে একবার স্বসংস্কার এবং প্রয়োজন মত ন্তৃত্ব নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন রকম গঙ্গোল না হয়। স্বতরাং বুবিতেছ ব্যাপারটা বড় গুরুতর। আশুব্ধাবু আছেন, আমাদের বিশ্বাস ছেলেদেব Rights Suffer করিবে না। Committee যদি আমাদের নির্দোষী বলে কিংবা benefit of doubt দেয় তাহা হইলে আমরা Syndicate-এ application করিব যাহাতে আমাদিগকে Students of Presidency College বলিয়া re-instate করা হয়। যদি re-instate না করে তাহা হইলে transfer চাহিব। Transfer-এর অনুমতি পাইলে অনায়াসে অন্ত কলেজে ভর্তি হইতে পারিব। যদি সে অনুমতি না পাই তাহা হইলে আমি practically rusticated হইব। তবে ঐ রকম rustication এক বৎসরের বেশী করে না।



ছাত্রবন্ধু সুভাষচন্দ্ৰ

খুব বেশী অপরাধ করিলে একেবারে rustication for life দণ্ড দেয়, সে অবস্থায় পড়াশুনা ‘ইতি’।

যাক আমার অনেক সুবিধা। ভাল ছেলে বলে সুখ্যাতি আছে—বড় লোকের মহলে অস্তুতঃ নামে আমাকে চেনে—আমি নির্দেশী বলিয়া Public-এর মধ্যে vast majority-র ধারণা—আশ্বারু নিজে আমার কথা জানেন—আমার বিরুদ্ধে চাপরাশীর যে সাক্ষী তাহা বড় weak—সূতরাং, আমার নির্দেশী বলিয়া খালাস হওয়ার খুব সম্ভাবনা। অস্তুতঃ transfer পাব বলিয়া বিশ্বাস করি।

শেষে কিছু না হয়’ত Law suit আনা যাইতে পারে।

৫০

৩৮/২, এলগিন রোড,
কলিকাতা
৬১৩।১৬
সে.ব্রাৰ

হেমন্ত,

তোমার চিঠি না পাওয়ার জন্য চিন্তিত আছি। আমার পত্র পাও নাই কি? আমাদের পত্র intercepted হইতেছে। আমার শেষ পত্র বোধ হয় Committee-র সম্মুখে সাক্ষী দেওয়ার পরের দিন লিখেছি। শুনিয়া থাকিবে যে হোচ্ছে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কলেজ খুব সন্তুষ্টির এদিকে খুলিবে না। আমাদের উপর Committee-র attitude ভাল বলিয়া মনে হয় এবং আশা করি

৮১

৬

নির্দেশ সাব্যস্ত না করিলেও benefit of doubt দিবে। যাক—
এখন কেবল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার চিঠি পত্র ছিঁড়িয়া
ফেলিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

ওখানকার খবর দিও। বেণীবাবুর সঙ্গে একদিন কথাবার্তা
হয়েছিল। তিনি ছেলেদের খুব গালাগালি করিলেন। এবং জেম্স
সাহেবের সহিত খুব সহানুভূতি করিলেন।

তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ লিখিবে। আশা করি,
উপযুক্ত যত্ন লইতেছ এবং আমাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে
হইবে না। শীত্র উত্তর দিও।

ইতি
তোমার
সুভাষচন্দ্র

৪১

মঙ্গলবার
4. 7. 16

তোমাকে যখন ছেড়ে আসি তখন বুঝেছিলাম তোমার মনের
অবস্থা ভাল নয়। তবুও আসিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ কয়দিন
যাবৎ তোমাকে পত্র দিই নাই—কিন্তু তা বলে তোমারও কি পত্র
দিতে নাই? ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে পরদিন প্রাতে দেখা করা—
কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ তাহা পারি নাই। যাহা হউক তুমি
কেমন আছ বিস্তৃত ভাবে জানাবে। তোমার শরীর দেখে কে কি
বলেছে গুনিতে ইচ্ছা করি।

৪২

আমার পড়াশুনা বন্ধ হইবে এইরূপ মনে হইতেছে—আমি একটা ভীষণ সমস্তার সম্মুখে উপস্থিতি। এতদিন ধরে এর তার সাহায্য চেয়েছিলাম এবং মত জানতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি যে মীমাংসা প্রধানতঃ আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। তা ছাড়া এখন মনের অবস্থা আমার ভাল নয়—বাঁচি কি মরি জানি না—তবে দেখছি আমার Life এর Experience এই যে “আশা” জিনিষটা আমাকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখে—কখনও জীবনের দিকে বিমুখ হইতে দেয় না। জানি না—এটা কুহকিনী কি না। আমার এ বিপদের সময়ে তুমি কি পশ্চা�ৎপদ হইবে ?

যে সমস্তা আমার নিকট উপস্থিতি—তাহা যে এত ভীষণ হইবে তাহা কোন নিন ভাবি নাই।

অধিক কি লিখিব। বিস্তৃত পত্র দিও। ওথানকার খবর কি ?

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি—তিনি ভাল Seat এখনও খুঁজে পান নাই। নূতন mess, University করিতে পারে এরূপ আশা আছে। তার জন্য অগেক্ষা করা ভিন্ন উপায় দেখি না। অতুলবাবু যে সব সন্ধান পেয়েছেন—সেগুলি গোটেই সুবিধাজনক নহে—দেখা যাক কি হয়। শস্তু চাটার্জি ছাইটে যে মেস আছে—তাতে দ্বিতলে একটা Seat আছে—কিন্তু

তাহুৰ্কি আলো হাওঃ প্ৰবেশ কৰে না। সেজন্ত সেটা মেওয়া
যায় না।

আমি স্কটিশ চাৰ্টে 3rd year-এ প্ৰবেশ লাভ কৰেছি।

আমি তোমাৰ পত্ৰেৰ তাৎপৰ্য বুঝিলাম না। আমি গৱীবেৰ
ধৰে জন্মাই নাই। একথা ঠিক—কিন্তু তাৰ জন্য কি আমি দায়ী?
তাৰ জন্য কি প্ৰায়শিক্তি আমাকে কৱিতে হইবে? আমোৰা যেৱেৰপ
সাংসাৰিক অবস্থায় জন্মগ্ৰহণ কৰেছি—সে অবস্থার full advantage
মেওয়া ভিন্ন আমাদেৱ অগ্য কোন উপায় দেখি না। তবে যাহাৰা
ৱীতিমত সন্ধ্যাসী তাদেৱ আলাদা কথা। আমি তাহা নই।

তাৰপৰ আমি ত নিজেৰ কোন পৰিবৰ্তন দেখিতেছি না। বাহিৰে
কিছু পৰিবৰ্তন হয়ে থাকিতে পাৱে সেটা necessity-ৰ দৰঢ
কিন্তু ভিতৱে ত কিছু হয় নাই। তবে ঘোৰনেৰ উদ্বামভাব যে
স্থিৰ হয়ে আসছে। বয়সেৰ সঙ্গে ২, অভিজ্ঞতাৰ সঙ্গে ৷, চিন্তা
ধৈৰ্য অবলম্বন কৰে। আমাৰ বোধ হয় তাহাই হয়েছে। ঘোৰনে,
যে সব ভাৰ—সব বাধা বিচ্ছু চূৰ্ণ কৰে নিজেকে প্ৰকাশ কৰিতে
চাহে—সে সব ভাৰগুলি বয়সেৰ সঙ্গে ১ জমাট বেঁধে যায়।

তবে একটা কথা—মানুষ যদি মনে কৰে যে আব একজনেৰ
ভিতৱে ভাবেৰ পৰিবৰ্তন হয়েছে—তাহা হইলে হাজাৰটৈ explain
কৰক বা বোঝাক—সে কখনও Convinced হবে না যে তাৰ
ভাবেৰ পৰিবৰ্তন হয় নাই। মানুষ যদি এৱেৰ স্থলে বেশী চেষ্টা
কৰে নিজেকে explain কৱিতে তাহা হইলে লোকেৰ বিপৰীত
Conviction ই বদ্ধমূল হয়। যাক—

যদি কেহ মনে কৰে যে আমাৰ ভাবেৰ পৰিবৰ্তন হয়েছে বা
I am not what I was—তবে সেটা আমাৰ পক্ষে বড় দুঃখেৰ
এবং দুৰ্ভাগ্যেৰ কথা। তুমি ইহা মনে কৱিবে। ইহা আমি ভাবি নাই।

আমরা যেকোন দিনকালে এবং যেকোন জগতে বাস করিতেছি
তাহাতে Sentiment গুলি অবাধে না ঢালিয়া দিয়া পুরিয়া রাখিতে
হইতেছে। The whole of nature is forcing us into
this.

আসল কথা হচ্ছে—ব্যাধিটা তোমারই আর কাহারও নয়—
সেটা হচ্ছে আমি যাহা বক্তব্য হইতে বলিয়া আসিতেছি এবং
যাহা সংশোধন করবারও অল্পাধিক চেষ্টা করিয়াছি—মানসিক বিকার।
এটির যতদিন আরোগ্য না হচ্ছে—ততদিন জগৎটা—শুধু আমি
কেন—বিকারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইবে।

তুমি কি Presy. College থেকে কোন উত্তর পেয়েছ “

ইতি—

স্মভাষ

৪৩

Y. M. C. A.
Calcutta University Infantry
Shooting Camp
Belghurria, E. B. Rly.

৫৪১১৮

তোমার পত্র পেয়েছি। আমি Univ. Institute এ সেদিন
যাই নাই। কারণ সেদিন Camp এ যাবার কথা ছিল—ডাক্তারের
অমতেCamp এ যেতে পারি নাই। শামরা পরশু এবং সম্ভবতঃ
২।৩ সপ্তাহ এখানে আছি। আজ rifle practice ‘আরস্ট’ হইল।

বেশ interesting লাগিতেছে। আমরা ২৪শে এপ্রিলের পূর্বে
ছুটি পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি না। স্মতরাং তোমার কথিত দিবসে
নৈশ-বিচালয়ে বার্ষিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতে
পারিব না।

আমার শরীর ভালই আছে। এখানকার অন্যান্য খবর ভালই।
তোমার শরীর কেমন আছে?

৪৪

কলিকাতা
মঙ্গলবাৰ
৩০।৪।১৮

হেমন্ত,

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। গত শুক্ৰবাৰ আমৰা সকলে
বাড়ী ফিরিয়াছি। । । শৰীর ভালই আছে। বোধ হয় vacation এর
মধ্যে আৱ কোন কাজ পড়িবে না—কাৰণ ছুটিৰ মধ্যে কলকাতায় খুব
অল্প লোকই থাকিবে। তবে ছুটিৰ পৰ কি হইবে বলিতে পাৰি না।
বোধ হয় দিল্লীৰ মহাসভা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।
Capt. Gray আগামী ১লা মে হইতে General I. D. F. এৱং
ভাৱ লইবেন। তাহাদেৱ Training শেষ হইলে উনি recruiting
এৱং জন্য বহিৰ্গত হইবেন। অবশ্য তাহাদেৱ training শেষ হইতে
এখনও দেড় মাস বিলম্ব আছে।

আমাদেৱ experience টা মোটেৱ উপৰ খুব pleasant এবং
যাহা শিখিয়াছি তাহার দ্বাৱা সকলেই যে কিছু উপকাৰ পেয়েছি, তাৱ

কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনি মাসের training এর effect তত
lasting হইতে পারে না এবং কোন জিনিষের লাভালাভ পাত্রা-
পাত্রের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

আমাদের experience এর ভিত্তির romance বিশেষ কিছুই
নাই, সেইজন্য কলকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে monotonous বোধ
হইত। কিন্তু বেলঘরে থাকিতে যখন ঝড়বুঝিতে তামু ভাসিয়া
গিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৪॥ টা পর্যন্ত
Continual firing চলিয়াছিল, তখন কতকটা field service
এর মত বোধ হইয়াছিল। তারপর পাইখানা প্রস্তুত করা, দূরবর্তী
গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে “শান্ত্রী” পাহারা দেওয়া
এবং সংবর্ধনা-রি night operation গুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া
তুলিয়াছিল। তারপর বেলঘরে থাকিতে যে shooting competition
হইয়াছিল—তাহাতে British instructor রা ছেলেদের
নিকট পরামর্শ হইয়াছিল। শেষ কয়দিন Camp life খুব decent
বোধ হইয়াছিল, তার প্রতি বেশ মায়া জন্মেছিল এবং Camp ছাড়িতে
অল্পাধিক কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল।

কাল নীলমণি ও মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আজ আবার
দেখা হইতে পারে। শুনিলাম তুমি নাকি এত পড়াশুনা করিতেছ
যে কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার অবসর হয় না। তোমার বোলপুর
যাওয়ার কি হইল? ছুটিটা কি গোয়াড়িতে থাকিবে না অগ্রভ
কোথাও কোথাও যাইবে? তোমার শরীরের সংবাদটা চাই।

আমি বোধ হয় কলিকাতায়ই থাকিব। তবে এক এক বার
ইচ্ছা হচ্ছে পুরীর দিকে যেতে। তোমাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা
আছে।

আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে। পড়াশুনা এখনও

আরস্ত করি নাই। কলেজের Magazine এর জন্য camp life সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিব। সেটা সম্পূর্ণ হইলে তোমাকে দেখাইব। শীঘ্ৰই পত্ৰোঁৰ দিও।

সুভাষ

পুনঃ—তুমি আমার উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—উন্নতি আমার কিছু হয় নাই—শেষ পর্যন্ত আমি Private ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই যে Capt Gray র আদেশে N. C. O. দের stripes কেড়ে নেওয়া হয় এবং nomination এর পরিবর্তে by vote একটা fresh election হয়। সে সময়ে আমি (Sick) absent ছিলাম। স্বতরাং সমস্ত Posts filled up হয়ে যায়।

৪৫

৩৮২, এলগিন রোড, কলিকাতা

২৬।৮।১৯

আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ী থেকে একটা Offer পেয়েছি—বিলাত যাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে—বিলাতে পৌছিয়া এখন কোনও ভাল ইউনিভার্সিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েক মাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম Civil Service পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা নাই। সকলের মত যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবৰে কেন্দ্ৰীজে বা লণ্ঠনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের Primary ইচ্ছা বিলাতে University Degree লাভ কৰা কারণ

তাহা না হইলে Education Line-এ স্ববিধা করিতে পারিব না। যদি আমি এখন বলি Civil Service পড়িতে যাইব না—তাহা হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাত যাত্রা প্রস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। একপ অবস্থায় আমার কি এই স্থূলেগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত ? তবে একটা গুরুতর মুক্ষিল এই—যদি Civil Service পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই। তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-ভূষ্ট হইব। বাবা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত দিতে হইয়াছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলাত যাত্রার রাজী হইয়াছি। তবে কর্তব্য-কর্তব্য ঠিক বুঝিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যদি শীঘ্ৰ একবার কলিকাতায় আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। শুনিলাম শুমি ৪ঠা আসিবে। কিন্তু তাতে বড় বিলম্ব হয়।

৪৬

৩৮।২, এন্জিন রোড, কলিকাতা।

৩৯।১৯

এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্যে দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম—তবুও মনকে আশ্চর্ষ করিতে পারি নাই যে আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাঠিয়া অনেকটা আশ্চর্ষ হইলাম।

ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পত্র দিতে পারি নাই। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে জাহাঙ্গ রোড হইতেছি—যদি অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত যোগাড় ও বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারি।

Letters of introduction দরকার হইবে কিনা তাহা
সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে ছঁচ করিব। লেখাপড়া সম্বন্ধেও তোমার
সঙ্গে পরামর্শ করিবার দরকার আছে। যাহা হউক তুমি এখানে
আসিলে সে সব ঠিক হইবে। তোমার তাড়াতাড়ি কবিয়া আসিবার
দরকার নাই, কাবণ আমি ২১৩ দিন পায়ের উপরই থাকিব। তাবপরে
আশা কবি, অবসর পাব। তোমার পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ার জন্য
একটু অনুবিধি হইল।

৪৭

8 Glenmore Road
Belsize Park
London N.W. 3.
Undated (১৯১৯)

হেমন্ত,

তোমাকে একটা বিস্তৃত পত্র লিখিতেছি—সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই।
এ পত্রে তোমাকে শুধু আমার পছঁচান সংবাদ এবং ঠিকানা দিলাম।
এখন বড় ব্যস্ত আছি—কাবণ কোথায় পড়িব ঠিক কবিতে পারি
নাই। আগামী মেলে তোমাকে বিস্তৃত পত্র দিব। আমার বড়
দাদাও এই বাড়ীতে আছেন। আমি ২০শে অক্টোবর লণ্ডনে
এসে পছঁচিয়াছি। প্রথমকে খবর দিও যে যুগলদা এখনও Mar-
seilles এ আছেন। তিনি November or December মাসে
তাব regiment এর সহিত India যাবেন। সেখানে তাহারা বোধ
হয় April 1920 তে demobilised হইবেন। ধীরেনের পিতা

Mr. M. M. Dhar এর নিকট হইতে আমি এই সংবাদ পাইলাম।
আমি নিজে যুগলদাকে লিখিয়া খবর আনাইব এবং তোমাদের
জানাইব।

Bharat Ch. Dhar মহাশয়ের পুত্রও এই বাড়ীতে আছেন।
তিনি London এ B. Com. পড়িবার জন্য আসিয়াছেন। এখন
এখানে বড় শীত লাগিতেছে। এখন তবে আসি।....তাড়াতাড়িতে
আর লিখিতে পারিলাম না।

ইতি
তোমার স্মৃতাম

২৮

Fitz William Hall
Cambridge

১২১১।১।৯

যাহাদের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই, তাহারা
পত্র দিয়াছে অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না।
যাহা হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি এবং সেখানে আসিয়াছি। জনৈক বন্ধুর
সাহায্যে কতকটা বি এ-র result এর দরুণ এবং কতকটা I. D.
F. Service এর দরুণ স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকিবার
স্থানের অভাব সঙ্গেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি।

আমার মৎস্য আগামী বৎসর Civil Service পরীক্ষা দেওয়া
এবং পাশ করি বা ফেল করি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে Moral
Science Tripos এর পরীক্ষা দেওয়া।

এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম “Indian Majlis”. সাম্প্রাচিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তৃতা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—“Kingdom of Youth” সম্বক্ষে।—Mr. Andrews বক্তৃতা করেন Indentured Labour System সম্বক্ষে এবং Fiji island বাসী ভারতীয়দের কি কি অভাব বর্তমান আছে। আমার আসিবার পূর্বে তিঙ্ক মঙ্গারাজ এখানে আসিয়াছিলেন। ইশ্বর্যা অফিস থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল বাধা দিতে, কিন্তু পাবে নাই। এখানকার ভারতবাসীদের সুরটা বড় চড়া এবং তাহার নরম বক্তৃতা শুনিয়া সকলে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

গত ছইদিন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক এখানকার জলবায়ু লোকদের উত্তমশীল করে তোলে। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক লোকের ভিতরে সময় জ্ঞানটা বড় আছে এবং সব কাজে method আছে। আমার সব চেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়ায় আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে। এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে—এবং Professor দের ব্যবহার অন্য রকম। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণাবলী থেকে মাথা নত হয়। তুমি কেমন আছ? পরীক্ষার ফল কি হইল? অতঃপর কি করিবে জানিবার জন্য চিন্তিত আছি। বিস্তৃত পত্র দিও। স্বনীতিবাবু লগুনে research করিতেছেন। আমি ভাল আছি। যুগলদা France এ আছেন।

Fitz William Hall
Cambridge
7. 1. 20.

হেমন্ত,

তোমার পত্র (২৭শে মডেস্টরের) কয়েকদিন হ'ল পাঠিলাম।
এতদিন পত্র দাও নাই কেন ?

* * *

আমার কেন্দ্রিজে আসার সংবাদ আমার পত্রেই এতদিনে
পেয়েছে। এইখানেই পড়াশুনার স্থিধা দেখিলাম—সেইজন্য আসা
স্থির কলিনান : স্থান প্ৰয়াটা সৌভাগ্যবণ্ণতঃ ঘটিয়াছে—কতকটা
আমার University result এবং জন্য—এবং সর্বোপরি জনৈক
বন্ধুর সাহায্যের জন্য।

* * *

প্রফুল্ল এখন কি করিবে ? ভারতবর্ষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে
আমাকে পাঠাইও।

প্রফুল্লদা এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাজ করছেন অগ্রত
বদলী হয়েছেন ? স্কুলেশনদার সঙ্গে বা কথা হয়েছিল সমস্ত লিখিও।
উনি যে স্কুল করবেন বলেছেন তা চাকুরী হইতে রেহাই পাঠিলে ত।
যুগলদা মাস খানিক পূর্বে গিখেড়িলেন যে শীঘ্ৰ ছাড়ান পাবেন।
কিন্তু সে শীঘ্ৰতার কোন লক্ষণ দেখেছি না।

স্কুলেশন ত আমাকে একরকম পরিত্যাগষ্ট কবেছেন। আমি যদি
চাকুরিতে না প্রবেশ করি তাহা হইলে তাদের সঙ্গে পুনৰ্মিলন হইতে
পারে। আমি চাকুরি করি বা না করি তাতে মাঝুষের সঙ্গে মাঝুষের
সম্বন্ধ কি করে ঘূঁটিতে পারে তাহা আমি বুঝিন্ন। এইকল্প

দোকানদারী ভাব কি প্রকৃত ভাব ? যাহা হউক—আমার ইচ্ছা
কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না—নিজের কর্তব্য করে থাব—তাহাতে
স্পঁচজনের সঙ্গমাভ করিব—ধূমই ভাল—না করি কোন ক্ষতি নাই ।

সুনীতিবাবুকে লগ্ননে দেখিলাম ।

বেণীবাবুর খবর কি ? দেশের বিস্তৃত খবর লিখিও—এবং
তোমার চিন্তারাশি কিছু ২ জানাইও ।

তোমার পত্রের মধ্যে অনুশ্চারিণী বেদনার করণধ্বনি উপলক্ষ
করিলাম । কেন এ বেদনা ?

আমি ভালই আছি । প্রথম, হেমেন্দু কি চার়ৰ সঙ্গে দেখা
হইলে পত্র দিতে বলিও । প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হইলে বলিও
তার পত্র পেয়েছি । আগামী মেলে উত্তর দিব ।

ইতি

তোমার

স্বভাষ—

৫০

Cambridge.

সোমবার

১৯শে জানুয়ারী (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে স্মৃথি হইলাম । আমার মনে হয় তুমি
একসঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা
কাজে মান্তব্যের যথেষ্ট শক্তি ব্যয় হয়—তার উপরে দোকান

এবং তার উপরে আরও কত কি ! তুমি যখন বুঝিতে পারিষ্ঠেছ
যে শরীর দিন ২ খারাপ হচ্ছে—তখন এইক্লপ আচরণের
কোন কারণ থাকিতে পারেনা । আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ
যে যাহারা কোন কাজ করেনা তাহারা কিছুই করে না আর যাহারা
করে তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং একদিনের ভিত্তিতে
সব কাজ করিতে গিয়া শরীর এবং সব হারাইয়া বসে । তোমার
যখন পূর্বেকার প্রস্তাব ছিল P. R. S.-এর জন্য চেষ্টা করা এবং
তৎসঙ্গে শিক্ষকতা করা তখন বোধ হয় দোকানের ব্যাপারে হাত না
দিলে ভাল করিতে । মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা
করে তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত
থাকিতে হইবে—।।। বৎসরে তাহা সম্ভবপর নয় । অতএব তোমার
যদি কোন বাসনা থাকে দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করিতে—তবে
তোমার এক্লপ ভাবে কাজ করা উচিত—যাহাতে বহু বৎসর ধরিয়া
কাজ করিবার শক্তি থাকিবে । অবশ্য কোন দিন কাহার যাবার ডাক
আসিবে কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু তা বলে আগে থেকে
গলায় ছুরী দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া শরীর
নষ্ট করে কোন লাভ নাই । আমার লেখা বড় কড়া হচ্ছে ।
কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না । হংখের বিষয়
তুমি বড় বেশী কাজ হাতে নাও এবং সময়ে ২ শরীর সমর্থ না
হইলেও মনের জোরের দ্বারা সম্পন্ন কর । এক্লপ অবস্থা মোটেই
বাঞ্ছনীয় নহে ।

বুধবার, ২১শে জানুয়ারী

তোমার পরীক্ষার বিস্তৃত খবর পে স্বীকৃত হইলাম । বিশ-
বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ পেয়েছ শুনে আরও আনন্দিত হইলাম ।

তুমি ঐ সব কাজে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবে আমার বিশ্বাস—তবে আমার একমাত্র আশঙ্কা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

এ দেশের “নেটিভদের” কঙগুলি গুণ আছে যার জন্য এত বড় হতে পেরেছে। প্রথমতঃ—এরা ঘড়ির মত ঠিক সময়ে সব কাজ করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এদের একটা robust optimism আছে—আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি এরা জীবনের সুখের এবং আলোর বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের strong common sense আছে—এবং নিজের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বুঝে। এখন মোটের উপর দাঢ়িয়েছে আমাদের জনবায়ুর দোষ—আমাদের দেশের হাওয়াটা বদলাইতে হইবে।

তোমার নিজের বিষয় এবং শরীরের বিষয় অয়স্তের প্রধান কারণ দাঢ়িয়েছে—ঐ প্রাচাদেশের ঔদাসীন্য। “কি হবে শরীরের যত্ন নিয়ে তু দিনের শরীর দুদিন পরে মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে!” এরপঁ ঔদাসীন্য কর্মবীরের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তোমার একটু প্রতীচোর হাওয়া দরকার তবে যদি robust optimism আসে।

বেণীবাবুকে একখানা পত্র দিয়েছি। দ্রুতগ্রস্ত মহাশয়কে এখনও দিই নাই।

* * *

আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাট। নিজ অবহেলার জন্য যদি অল্প বয়সে তোমার শরীর নষ্ট হয়—সে অপরাধ তোমারই। অনেক ঘটনার উপর মানুষের হাত থাকেনা—কিন্তু তাহা ছাড়া শরীরের অয়স্ত করা একটা অপরাধ—সে অপরাধ শুধু নিজের কাছে নয়—পাঁচ জনের কাছে এবং সর্বোপরি দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের শারীরিক সামর্থ্য যদি অল্প বয়সে নষ্ট হয়—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাদের আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা

সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে। তোমার শরীর তোমার নয়—তুমি trustee মাত্র। এইজন্ত আমি এত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছি। আমার বিশ্বাস তুমি সে trust অবহেলা করিবেন।

আমার বিস্তৃত পত্র লেখা হয়ে উঠে নাই—বোধ হয় হয়ে উঠে বেন। আমার ভুল হয়েছে যে জাহাজে মনে করেছিলাম যে বিলাতে পঁচছিয়া সময়মত বিস্তৃত পত্র লিখিব। সে সময় আজ কাল পাওয়া বড় মুক্ষিল।

এখনও বুঝিতে পারি নাট—আমি আদর্শভূষ্ট হয়েছি কি না। আমি আজ্ঞ প্রতারণা করিয়া নিজেকে বুঝাইতে চাহি না যে Civil Service এর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ জিনিয়টাকে ঘৃণা করিতাম—এখনও বোধ হয় করি—এ অবস্থায় Civil Service এর জন্য চেষ্টা করা আমার দুর্বলতার নিদশন অথবা কোন দূরবর্তী মঙ্গলের সূচক তাঙ় ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পাবা যায় না। আমার সম্বন্ধে কি তাহা হইতে পারে না :

ইতি—

স্বভাষ

কেশ্মুজ
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

হেমন্ত,

তোমার পত্র পেয়ে স্বীকৃতি হইলাম। দেশের প্রায় সব কাগজ এবং
প্রধান মাসিক পত্র এখানে আসে। তবে পড়িবার সময় নাই—
বন্ধুদের মুখে দেশের সব খবর শুনিতে পাই।

প্রফুল্লের কথা শুনে স্বীকৃতি হইলাম। সুহৃৎ nomination
পেয়েছে—এটা কি পাকা খবর ?

* * *

তোমার বিস্তৃত পত্র মনের মধ্যে আছে—কতকটা লিপিবদ্ধ
হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল কতকটা ভ্রমণ বৃত্তান্তের মত করিতে।
সময়ভাবে আর আপাততঃ হয়ে উঠবে না।

তুমি কত কাজ এক সঙ্গে ঘাড়ে নেবে ? দোকান, শিক্ষকতা,
অধ্যয়ন, নৈশবিদ্যালয়—আর কত কি। পরিণাম কি ? অল্প সময়ের
মধ্যে শরীর নষ্ট কর্তে অকর্ম্য হওয়া আমাদের দেশের জল বায়ুর এমন
দোষ যে moderation এবং enthusiasm এর মধ্যে সামঞ্জস্য
করিতে পারি না। যেখানে Enthusiasm আছে সেখানে
moderation নাই আর যেখানে moderation আছে সেখানে
enthusiasm নাই—এবং আগ নাই। তুমি নিজেকে হাজাবই
Practical মনে কর—এ বিষয়ে Practical হওয়ার শিক্ষা এখনও
সমাপ্ত করিতে পার নাই।

এখন কেমন আছ ? আমি ভালই আছি। দন্তগুপ্তকে এখনও
পত্র দিচ্ছি নাই—বোধ হয় আসছে মেলে দিন। ইতি—

মুভায়

Fitz William Hall, Cambridge

১ৱা মার্চ ১৯২০

হেমন্ত,

কয়েকদিন হটেল তোমার পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দিই
নাই। যখন সময় কম থাকে তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাহা-
দিগকে ছাই লাইনে লেখা যাইতে পারে।

সেদিন “ভারতীয় মজলিসের” বাংসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (Guest) হয়ে এসেছিলেন। ওখানকার বিদেশী বন্ধুরাও কেহ কেহ এসেছিলেন। মিসেস রায়
গত রবিবাবের মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাস্তবিক কবে আবার ভারত রমণীবৃন্দ
সমাজের শিক্ষাদাত্রীরপে আসন গ্রহণ করিবেন? না জাগিলে
ভারত মহিলা, ভারত কভু জাগিবেন। যেদিন Mrs. Sarojini
Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন আনন্দে বুক দশহাত
ফুলে উঠেছিল—সেদিন দেখিলাম, ভারত বন্ধীর আজও এমন শিক্ষা
দীক্ষা, শুণ, চরিত্র আছে যে পাঞ্চাত্য সম্মুখে দাঢ়াঠিয়া আত্ম
পরিচয় দিতে পারেন। তারপর লণ্ঠনে ডাক্তার ঘৃণেন মিত্রের স্তৰীর
সঙ্গে আলাপ হয়। দেখলাম ডাক্তার মিত্র moderate in
politics কিন্তু মিসেস মিত্র extremist আনন্দে বুক দশহাত
ফুলে উঠল। তারপর “গিরীশদার মা”—মিসেস ধরের সঙ্গে আলাপ
হয়—তিনিও extremist. এসব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর
আদর্শ এত উচ্চে সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারেন। এদেশে
যে সকল ভারতীয় মহিলারা আসেন—আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রাণে

গভীর স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক হয়, কারণ, মাতৃহন্দয় বড় কোমল ও
গভীর।

যাক, বাজে বকছি। শিরীশদার সঙ্গে দেখা হয়? তিনি
কোথায় ও কেমন আছেন? দেখা হইলে পত্র দিতে বলিও।
দোকানের অস্থান খবর কি? জগদীশ বাবু F. R. S. হয়েছেন
শুনছি। তাহাকে labour leader রা বলেছিলেন—“The
country which can tolerate Amritsar massacres
deserves it.” Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর
Land of adoption-এ ফিবিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত।
passage পাচ্ছেন না।

* * *

কোন্দিকে ভেসে যাচ্ছি জানিনা। কোন তৌবে গিয়ে উঠব তাও
জানিনা। তবে বিশ্বাস করি তোমাদেব ভালবাসা ও আশীর্বাদ না
হারাইলে পথভর্ত হইব না।

হাতের লেখা বোধ হয় দিন দিন খাবাপ হচ্ছে। আজ এই
পর্যন্ত, যাক, ওখানকাব খবব লিখিও।

৫৩

Cambridge
০ই মার্চ (১৯২০)

হেমন্ত,

তোমার বিস্তৃত পত্র পেয়েছি। কয়েকবার না পড়ে এর উত্তর
দিতে পারিবনা। সেই জন্য এই মেলে এর উত্তর দিলাম না—শুধু
কাজের কথা লিখিলাম।

১। খরচের কথা

প্রথম চোটে কাপড় জামা এবং জিনিষ পত্রের জন্য যে খরচ হবে সেটা বাদ দিলে আমার বোধ হয় £250/--তে চলিতে পারে। তুমি বোধ হয় ordinary student হইয়া ভর্তি হইবেনা—স্বতরাং lecture fees টা বাদ যাবে। Ordinary Student এর পক্ষে চালান বড় শক্ত—কিন্তু আমার বোধ হয় research student এর কোন কষ্ট হইবে না। এখানে বৎসরে তিনটা term—term এর মধ্যে।

অনেক ভাবিয়া মনে হইতেছে যে বলা বড় শক্ত £250/- তে চলিবে কি না। এখানে boarding lodging ইত্যাদির জন্য চারি সপ্তাহে (একমাস বলিতে পার) ১৫ থেকে ১৬ পাউণ্ডের কম হওয়া অসম্ভব। কোনও কোনও কলেজে অনেক বেশী খরচ পড়ে। তারপর University fees এবং বই কেনা, তোমার একটা সুবিধা হইবে যে Ordinary Student এর অপেক্ষা lecture fees কম পড়িবে। এখানে সব University Charges,—term এর শেষে bill কাপে আসে। বৎসরে তিনটা term, terminal bill টা বেশ মোটা রকম আসে এবং কোন ২ কলেজের bill বেশী রকম মোটা। term এর মধ্যে তোমার মাসিক ২১ পাউণ্ডে চলা অসম্ভব। তবে একটা ভরসা যে term এ মাত্র ছয় মাস যায়। বাকী ছয় মাসে খাওয়া পরা ছাড়া অন্য কোন খরচ নাই। স্বতরাং ঐ সময়ে মাসে ১৫ পাউণ্ডের বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। অতএব বৎসরের শেষে হয়ত £ 250/--তে কুলাইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার নিজের বোধ হয় যে তোমার আরও কিছু টাকার সংস্থান করা উচিত—যাহাতে দরকারের সময়ে কাজে লাগিতে পারে। হয়ত হেমবাবু (দন্তগুপ্ত) তোমাকে কিছু ধার দিতে রাজি

হইবেন। ঐ টাকাটা fixed deposit এ তোমার নামে থাকিবে। যদি দরকার না হয়, উনি interest শুল্ক টাকাটা ফেরৎ পাইবেন—আর যদি খরচ হয় তাহা হলৈ তুমি পরে উপার্জন করে শোধ দিবে।

তুমি বৃক্ষি থেকে initial outfit এর জন্য যাহা পাইবে তাহাতে বোধ হয় সব খরচ কুলাইবেন।

২। পড়া সমস্ক্ষে

বিলাতে পড়া বিষয়ে তিনটা উপায় আছে—London D. Litt. কিংবা Oxford degree কিংবা Cambridge. Oxford এর কথা আমি বিশেষ জানিনা—খোঁজ করিয়া জানাইব। Cambridge এ এখন শুধু B. A. Degree আছে, সে Degree তুমি Ordinary Student রূপে পরীক্ষা দিয়া পাইতে পার কিংবা research student রূপে thesis submit করিয়া পাইতে পার।

তুমি অবশ্য research Student হইবে। এই বৎসর থেকে একটা নৃত্ন প্রস্তাব হচ্ছে Cambridge এ Ph. D. খোলা। বোধ হয় October term এর পূর্বে এর সব বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। Dr. Taraporewalla বোধ হয় তোমাকে বলিতে পারিবেন—London, Oxford এবং Cambridge এর মধ্যে কোন স্থান তোমার কাজের পক্ষে স্ববিধাজনক। খরচ হিসাবে লঙ্ঘন সব চেয়ে স্ববিধা। তবে London University তে অনেক সময়ে M. A. Examination থেকে exempt করে না এবং M. A. Examination দেওয়া একটা হাঙ্গামের বিষয়। স্বনীতিবাবুকে exempt করেছিল কিন্তু স্বশীল দেকে exempt করিতে চাহে নাই। London এর atmosphere লখা পড়ার পক্ষে মোটেই ভাল নয়। আমার নিজের মনে হয় Cambridge কিংবা Oxford এর Ph. D. র

জন্য পড়া সব চেয়ে ভাল এবং আশা করি October এর পূর্বে
Ph. D. র বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।

তুমি যখন Govt. Scholar তখন Prof. Cozajee র দ্বারা
তিনি জায়গায়ই দরখাস্ত করিবে। Oxford এবং Cambridge এ
আজকাল admission পাওয়া শক্ত তবে আশা করি research
Student এর পক্ষে কোন অস্বিধা হইবে না। সুনীতিবাবু তোমাকে
বলিতে পারিবেন—লগুনে থেকে ওঁর কি সুবিধা এবং কি ২ অস্বিধা
হইয়াছে।

Michaelmas term যখন October এর গোড়ায় আরম্ভ
হচ্ছে তখন বেশী আগে এসে বিশেষ লাভ নাই। এখানে June এর
পরে Long vacation—সুতরাং যখন April term এ তোমার
আসা সন্তুষ্ট নয় তখন একেবারে October term এর জন্য আসাই
ভাল। আজ এই পর্যন্ত থাক।

ইতি
স্বভাষ

চৈত

কেন্দ্ৰীজ
২৩।৩।২০

তুমি ষ্টেট স্কলারদিপ পেয়ে এখানে আসছ, শুনে সুখী হলাম।
কোথায় ভর্তি হইবে সে সম্বন্ধে যাহা হউক শীঘ্ৰ একটা সিদ্ধান্তে
উপনীত হয়ে তোমার এখানে দরখাস্ত করা উচিত। তারপর টাকার
সম্বন্ধে। তোমাকে Scholarship বাদে বাংসরিক £ 50 এর
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হয়ত দরকার না হইতে পারে—কিন্তু খুব

সম্ভব দরকার হইবে। তারপর outfits এর কথা। শুনিলাম Govt. Scholarship এ outfits এর জন্য কিছু দেয় না। আমার মনে হয় সবশুরু outfits এ প্রায় ১০০০ টাকা পড়িবে—অবশ্য সমস্ত জিনিষ-পত্র নিয়ে।

তোমার প্রেরিত এম. এর. তালিকা যথা সময়ে পেয়েছিলাম।

তোমার দৌর্ঘ পত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে ছাইটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চঠি না। আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হইতে পারি—কিন্তু সন্ন্যাসী বললে আমি এখন পূর্বের শ্রায় গৌরব অনুভব করি।

দ্বিতীয়তঃ আমি কাহাকেও বলি নাই, I. C. S. পাশ কবিয়া বাংলা দেশে ফিরিব না।

তোমার পত্রের মোটের উপর সবই অনুমোদন করি। উভয় দিতে গেলে প্রকাণ্ড উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং বুঝাপড়া হইবে। এখন থাক।

আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি—

(শ্রীচারুচন্দ্ৰ গাঙ্গুলীকে লিখিত)

কেম্ব্ৰিজ

২৩শে মাৰ্চ (১৯২০)

চাৰ,

তোমাৰ পত্ৰ পেয়ে এবং পৱীক্ষাৰ ফল জনে সুখী হলাম। তুমি
এখন জীবনেৰ পৱীক্ষাৰ ভিতৰে প্ৰবেশ কৱিতেছ—আশা কৱি
তুমি সব পৱীক্ষাতেও সমানভাৱে কৃতকাৰ্য্য হইবে।

আমি এ পৰ্যন্ত বেশী লোকেৰ সঙ্গে মিশিবাৰ অবসৱ পাই
নাই—আশা কৱি “আগষ্টেৰ” পৱীক্ষাৰ পৱ যথেষ্ট সময় পাইব।

নীলমণি, সত্যজন ধৰ প্ৰভৃতি ভাল আছে, প্ৰাণকৃষ্ণ পাৰিজা
এখনে কেশ ভাল research কৱছে—Botany সম্বন্ধে।

তোমাৰ কি বিদেশে আসবাৰ কোন আশা নাই ?

ভাৱতবৰ্ষেৰ সব খবৰট আমৱা এখনে পাই—এবং ভাৱতবৰ্ষ
সম্বন্ধে আলোচনাও যথেষ্ট হয়। যে নিজেৰ দেশেৰ কথা কথনও ভাবে
নাই—সেও এখনে এসে না ভেবে পাৱে না।

আমাৰ একটা নালিশ আছে। তুমি আমাৰ সব পত্ৰেৰ উভয়
দাও নাই। আৱ আমাৰ পত্ৰ না পেলেও কি তোমাৰ পত্ৰ দেওয়া
উচিত নয় ?

তোমাকে একটা কাজ কৱিতে হইবে। Dr. Ward-এৰ
Psychology সম্বন্ধে Dr. P. K. Roy যে সব Pamphlets
লিখিছেন আমাৰ সেগুলি চাই। তাছাড়া তোমাৰ M. A -ৰ
Psychology-ৰ Note চাই। আমাৰ এখন বই পড়িবাৰ সময়
নাই—সুতৰাং নোটেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৱিতে হইবে।

এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্য-প্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে তুইটা জিনিষ খুব বেশী রকম ভাবে চাই—(১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—(২) Labour Movement.

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচী, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি বড় ঠিক। পাঞ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে—“Power of the people” কি করিতে পারে। তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—The first socialist republic in the world অর্থাৎ Russia। ভারতের উন্নতি যদি কোনদিন হয়—সেটা আসবে এই “Power of the People”—এর ভিত্তির দিয়া।

আধুনিক জগতে যে সব দেশ উন্নত হইয়াছে সে সব দেশে এই Power of the People-এর জাগরণ হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ “বর্তমান ভারতে” বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনি বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাঞ্চাত্য জাতের বৈশ্য বর্গ হচ্ছে—Capitalists and Industrialists, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। Labour Party হচ্ছে ভারতের শুল্ক বা অস্পৃষ্য জাতি। এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে। সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass education and labour Organisation.

আজ এই পর্যন্ত থাক, সময় নাই। বইগুলি অবশ্য অবশ্য পাঠাইও, ভালই আছি। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। টিতি

তোমাদের
সুভাষ

(পরবর্তী তিনখানি পত্র শরৎচন্দ্র বন্ধুকে লিখিত)

লে-অন্সী

এসেক্স

২২৯১২০

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আপনার অভিনন্দন সূচক পত্র পাইয়া যারপর নাট আনন্দিত হইয়াছি। জানি না আই সি এস পরীক্ষা পাশ কবিয়া আমার কী তেমন লাভ হইয়াছে, কিন্তু এই খবরে যে সকলে খুসী হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ বাবু' ও মায়ের মন এই তৃদিনে যে একটু হাঙ্কা হইয়াছে টহাতেই আমার আনন্দ।

আমি এখানে বেট্স পরিবারের অভিধিরপে বাস করিতেছি। শ্রীমতী বেট্স-এর মধ্যে ইংরাজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরিয় পাট। ভদ্র-লোক মার্জিত মতামতে উদার এবং ভাবে সর্ববিদেশিক।....রুশ, পোল্যাণ্ডবাসী, লিথুয়ানীয়, আয়র্লণ্ডীয় ও অন্যান্য বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব। রাশিয়ান আইরিশ ও ভারতীয় সাহিত্যে তাহার প্রচুর উৎসাহ, রমেশ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাহার গভৌর অনুরাগ।....পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করায় আমি রাশিকৃত অভিনন্দন পাইতেছি। তবে আই সি এস. গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার চিন্তায় যে কিছুমাত্র আনন্দ পাইতেছি একথা বলা চলে না। যদি এই চাকুরিতে যোগ দিতে হয় তবে এ পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিতে যেরূপ অনিচ্ছা লইয়া বসিয়াছিলাম সেরূপ অনিচ্ছার সঙ্গেই তাহা করিতে হইবে।

চাকুরি জীবনে মোটা মাহিনা এবং তাহার পর মোটা পেন্সন আমার বরাদ্দ থাকিবে তাহা জানি। দাসত্বে যদি ঘটে কৃশলতা

অর্জন করি তাহা হইলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশা আছে। যোগ্যতা থাকিলে, গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে হয়ত, কোন প্রদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারী হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চাকুরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? চাকুরিতে সাংসারিক স্থূল পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেটা কি আমার মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব? আমার মনে হয় আই. সি. এস. গোষ্ঠীর কোন লোককে চাকুরির আইন কানুনকে যে ভাবে মাথা নিচু করিয়া মানিয়া লইতে হয় তাহার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা ভগুমি ভিন্ন কিছু নয়।

সাধারণ লোকের কথায় যাহাকে বলে জীবনে উন্নতি করা তাহার তোরণে দোড়াইয়া আমার মনের অবস্থা কী হইয়াছে তাত্ত্ব আপনি নিশ্চয় বোঝেন। এ চাকুরির স্বপক্ষে বলিবার অনেক কিছু আছে। প্রত্যহ অগণ্য লোকে যে অন্নের চির্ণায় হাবড়ুব খাইতেছে সেই অন্নচিত্ত। ঈহাতে চিবকালের জন্য মিটিয়া যাইবে। জীবনের সম্মুখে দোড়াইয়া সাফল্য অসাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। কিন্তু আমার মত মনোবৃত্তির লোক যে চিবকাল “উন্টট” জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে স্বোত্তে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাটি শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহার অন্তরের মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দংশন নাই তাহার নিকট জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। উপরন্ত, একথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেশের সত্যকারের কাজ করা চলে না। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইনকান্তনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না।

আমি বুঝিতেছি যে এসব কথা বলিয়া কোনো ফল হইবে না, কারণ আমার ইচ্ছায় কিছু হইবে না। সিভিল সার্ভিস সংস্কেতে আপনার কোন মোহ নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার চাকুরি ছাড়ার কথাতে এবা যে খড়গহস্ত হইয়া উঠিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আমাকে যত শীঘ্ৰ সন্তুষ্ট জীবনে সুপ্ৰতিষ্ঠিত দেখিবাৱ জন্য উদ্গ্ৰীব।....

.....স্মৃতৱাং দেখিতেছি—যে অর্থ নৈতিক কাৱণে ও স্নেহেৰ বন্ধনেৰ ফলে আমার ইচ্ছাকে আদো আমার বলিয়া দাবী কৱিতে পাৰি না। কিন্তু একথা বিনা দ্বিধায় বলিতে পাৰি যে আমার ইচ্ছাই যদি চূড়ান্ত হইত তাহা হইলে সিভিল সার্ভিসে আমি কখনই যোগ দিতাম না।

আপনি হয়ত বলিবেন যে এ চাকুরি এড়াইবাৰ চেষ্টা না কৱিয়া ইহার ভিতৱে প্ৰবেশ কৱিয়া ইহার পাপকে দূৰ কৱাই উচিত এবং সে কথা বলিলে অবশ্যই অন্যায় বলা হইবে না। কিন্তু যদি তাহাই কৱি তাহা হইলেও যে কোনোদিন অবস্থা এমন অসহ হইয়া দাঢ়াইতে পাৰে যে ইন্সফা দেওয়া ভিন্ন আমার গত্যন্তৰ থাকিবে না। এখন হইতে পাঁচ দশ বৎসৰ পৰে যদি একুশ পৰিষ্কৃতিৰ উন্নব হয় তাহা হইলে জীবনে নৃতন কৱিয়া পথ কৱিয়া লইবাৰ উপায় থাকিবে না। সেক্ষেত্ৰে আজ আমাৰ সম্মুখে অন্য পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে।

সন্দেহবাদী লোকে বলিবে যে চাকুরিৰ প্ৰশংসন কোলে একবাৰ ঠাঁই কৱিয়া লইবাৰ পৰ আমাৰ সমস্ত তেজ উবিয়া যাইবে। কিন্তু এই ক্ষয়কাৰী প্ৰভাৱ আমাৰ উপৰ কিছুতেই পড়িতে দিব না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ। আমি বিবাহ কৱি না, স্মৃতৱাং যখন

যাহা সত্য বুঝিব তাহাকে পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না।

আমার মনের গঠন যেরূপ তাহাতে আমার সত্যই সন্দেহ হয়
যে সিভিল সার্ভিসের পক্ষে আমার যোগ্যতা আছে কিনা। বরঞ্চ
আমার ধারণা, যেটুকু ক্ষমতা আমার আছে তাহা অন্তভাবে আমার
নিজের এবং আমার দেশের উপকারে লাগাইতে পারিব।

এবিষয়ে আপনার মতামত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।
বাবাকে এ বিষয়ে কিছু লিখি নাই—কেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছি
না। তাহার মতও জানিতে পারিলে সুবিধা হইত।

(ଇଂଗ୍ରେଜୀ ହିତେ ଅନୁଦିତ)

୫୭

۲۶۱۵۱۲

.....আপনি বলিতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে পরিহার
না করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইহার সহিত
সংগ্রাম করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করিতে হইবে
একাকী কর্তৃপক্ষের হৃষকির মধ্য দিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি সহ
করিয়া, উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। চাকুরির মধ্যে থাকিয়া এইভাবে
যেটুকু উপকাব করা যায় সেটুকু বাহিবে পুরাপুরি কাজে লাগার
হুগনায় ঘংসামান্ত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত অবশ্যই সার্ভিসের
আওতায় অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তবু আমার মনে হয়
আমলাতঙ্গের বাহিরে থাকিলে তাহার কাজ দেশের পক্ষে
অনেক অধিক মঙ্গলজনক হইত। তাহা ছাড়া এখানে আসল প্রশ্ন

নীতির। নৌতি অনুসারেই আমি এই শাসন-যন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। গোড়ামিতে, স্বার্থাঙ্ক শক্তিতে, হৃদয়-হীনতায়, সরকারী মার পাঁচের জটিলতায় এই শাসন-যন্ত্র বিকল, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত।

আমি এখন দুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, এবং কোন মধ্যপথ আশ্রয় করিবার কোনো উপায় নাই। হয় আমাকে এই গলিত চাকুরির মাঝা ছাড়িয়া সর্বান্তকরণে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া। সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে হইবে।....আমি জানি আমার এই বিপজ্জনক হঠকারিতায় আভীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে তুমুল সোরগোল তুলিবেন।...কিন্তু তাহাদের মতামতে, নিন্দায় অথবা প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে তাই আপনার নিকট আবেদন করিতেছি। পাঁচ বৎসর পূর্বে এই সময়ে আমার আর এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টায় আপনার নৈতিক সমর্থন পাইয়াছিলাম। এক বৎসরের জন্য সেই সময় আমার ভবিষ্যৎ অঙ্ককাব বোধ হইয়াছিল, তবু আমি তাহার সমস্ত পরিণাম নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া নিয়াচিলাম, কখনো নিজের নিকট অভিযোগ করি নাই, সে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিয়াছিলাম বলিঃ। আজও গবর্নর অন্তর্ভুব কবি। সেই ঘটনাব কথা মনে করিয়া মনে বল পাইতেছি, আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আভ্যন্তর্যাগের যে কোনও আহ্বানকে আমি সাহস এবং ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করিব। পাঁচ বৎসর পূর্বে আপনি স্বেচ্ছায় এবং যত্নভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন আজও তাহা পাইব এ আশা করিতে পারি না কী?....

এবার বাবাকে তাহার সম্মতিভিক্ষা করিয়ে পৃথক ভৌবে লিখিলাম।

আশা করি আপনি যদি আমার সহিত একমত হন তাহা হইলে বাবাকেও তাহাতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমার স্থির বিশ্বাস এ বিষয়ে আপনার মতের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

৫৮

১৬১২১১

....আমার “বিস্ফোরক” পত্র এতদিনে আপনি বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। ঐ পত্রে আমার যে কার্যক্রমের উল্লেখ করিয়াছি পরবর্তী চিন্তার দ্বারা তাহাই দৃঢ়তর হইয়াছে...যদি চিন্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সবকিছু ছাড়িয়া জীবনের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে পারেন তবে আমার সাংসারিক সমস্তাবিহীন তরঙ্গ জীবনে এ ক্ষমতা আরও অধিক। চাকুরি ছাড়িলেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটিবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম-সংগঠন ইত্যাদি বহু কাজ রহিয়াছে— যাহাতে সহস্র সহস্র কর্মসূচি তরঙ্গকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হইতেছি। গ্যাশানাল কলেজ এবং নৃত্য সংবাদপত্র “স্বাজ” লইয়াই আমি এখন কিছুদিন কাটাইতে পারিব। আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাহা ছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরি করা অতি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অমূল্পেরণার পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্ঠকাকীর্ণ।

১১২

দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করিয়া বাবা ও
মার নিকট পত্র দিয়াছি। এই পথে ভবিষ্যতে লাঞ্ছনার ভয় আছে
এই চিন্তায় তাহারা হয়ত আকুল হইবেন। আমি নিজে ছাঃখ-ক্লেশের
ভয় করিনা, সেদিন আসিলে দুঃখ হইতে সরিয়া আসিবার চেষ্টা না
করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্রঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society,
Cambridge.

১৬ই ফেব্রুয়ারী। (১৯২১)

প্রণাম পুরস্কর নিবেদন,

আপনি আমাকে বোধ হয় চিনেননা—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আপনাকে আমি খুব প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে এই পত্র লিখিতেছি—কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের Sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে। সেইজন্য প্রথমে নিজের পরিচয় দিতেছি।

আমার পিতা শ্রীজানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গভর্নমেন্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টের barrister। আপান আমার পিতাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন এবং আমার দাদাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। তুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাশ করি এবং Honours এর প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে আমি Civil Service পরীক্ষা পাশ করি এবং

চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার B. A. Degree পাইব।

এখন কাজের কথা বলি। সবকারী চাকুবী করিবার আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। আমি বাড়ীতে লিখিয়াছি বাবাকে এবং দাদাকে যে, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাই। আমি এখনও উভয় পাই নাই। তাদেব অনুমতি পাইতে হইলে, আমাকে দেখাইতে হইবে আমি চাকুরী ছাড়িবার পর কি tangible কাজ করিতে চাই। আমি অবশ্য জানি যে, চাকুরী ছাড়িয়া আমি যদি কোমর বাধিয়া দেশেব কাজে অবতীর্ণ হই তাহা হইলে করিবার আমার অনেক আছে—যথা, জাতীয় কলেজে শিক্ষকতা, পুস্তক ও খবর কাগজ প্রণয়ন ও প্রকাশ, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি এখন বাড়ীতে দেখাইতে পারি আমি কি tangible কাজ করিতে ইচ্ছা কবি—তাহা হইলে বৈধ হয় চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে অনুমতি সহজে পাইব। আমি যদি তাহাদেব অনুমতি লইয়া চাকুরী ছাড়িতে পারি তাহা হইলে বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করিবাব আবশ্যকতা নাই।

দেশেব অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সব চেয়ে ভাল জানেন। শুনিলাম আপনারা কলিকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং টংবাজী ও বাংলায় “ব্রহ্মজ্ঞ” পত্রিকা বাহির করিতে চান। আমি আবও শুনিলাম বাঙলা দেশেব নানা স্থানে গ্রাম্য সমিতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে।

আমি জানিতে ইচ্ছা কবি আপনাবা আমাকে এই স্বদেশ সেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিশ্বাসুন্দি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ঘোবনোচিত ‘ৎসাহ আমার আছে।

আমি অবিবাহিত। লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে Honours ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। Civil Service পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics, Political Science, English and European History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি নিজে এই কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমি এখানকার ২১১ জন বাঙালী বন্ধুকে এই কাজে টানিতে পারিব। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ এই কাজে না নামিতেছি, ততক্ষণ কাহাকেও টানিতে পারিতেছি না।

এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার সুবিধা আছে তাহা এখান থেকে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব। আমার ইচ্ছা—Clear-Cut Plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার পর আমাকে চিন্তায় সময় ব্যয় করিতে হইবে না এবং আমি চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।

আপনি আজ বাঙ্গলা দেশে স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋষিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বগ্যা তুলিয়াছেন তার তরঙ্গ চিঠি ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পঁজুছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। Oxford থেকে একজন মাজাজী ছাত্র তাঁর লেখাপড়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—সেখানে গিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য। Cambridge-এ

এ-পর্যন্ত কাজ কিছু হয় নাই যদিও “অসহধোগিতা” সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী রকম চলিতেছে। আমার বিশ্বাস, যদি কেহ পথ দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই পথ অনুসরণ করিবার লোক এখানে আছে।

আপনি বাঙ্গলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের প্রধান ঝড়িক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার ষৎ-সামান্য বিঠা, বৃক্ষ, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তৃচ্ছ শরীর।

আপনাকে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য—শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আপনি আমাকে এই বিপুল সেবা যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমি তাহা জানিতে পারিলে বাড়ীতে—বাবাকে এবং দাদাকে সেইরূপ লিখিতে পারিব এবং নিজের মনকেও সেইভাবে প্রস্তুত করিতে পারিব।

আমি এখন একরকম সরকারী চাকর। কারণ আমি এখন I. C. S. Probationer। আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস করিলাম না পাছে চিঠি Censored হয়। আমার জনৈক বিশাসী বন্ধু শ্রী প্রমথনাথ সরকারকে আমি এই চিঠি পাঠাইতোঃ—তিনি আপনার হাতে এই চিঠি দিয়া আসিবেন। আমি যখনই আপনাকে পত্র দিব—তখন এই ভাবেই দিব। আপনি অবশ্য আমাকে চিঠি লিখিতে পারেন কারণ এখানে চিঠি Censored হইবার ভয় নাই।

আমার এখানকার মতলব সম্বন্ধে আমি কাহাকেও জানাই নাই—শুধু বাড়ীতে বাবাকে এবং দাদাকে লিখিয়াছি। আমি এখন সরকারী চাকর—স্বতরাং আশা করি যে আমি যে পর্যন্ত চাকুরী না ছাড়িতেছি সে-পর্যন্ত আপনি কাহাকেও এ বিষয়ে কিছু বলিবেন

ন্ম। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি আজ প্রস্তুত—
আপনি শুধু কর্ষের আদেশ দিন।

আমার নিজের মনে হয় যে, আপনি যদি “স্বরাজ” পত্রিকা
ইংরাজীতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমি সেই পত্রিকার Sub-
editorial Staff এ কাজ করিতে পারি। তা ছাড়া “জাতীয়
কলেজের” নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে পারি।

কংগ্রেসের বিষয়ে আমার মনে অনেক প্রস্তাব আছে। আমার
মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আজড়া চাই। তার জন্য একটা
বাড়ী করা চাই। সেখানে একদল research Student থাকিবেন—
যাহারা আমাদের দেশের ডিম্ব ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন।
আমি, যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে
আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite Policy নাই। তারপর
Native States দের প্রতি কংগ্রেসের কিন্তু attitude হওয়া
উচিত তাহা বোধ হয় ছিল করা হয় নাই। Franchise (for men
and women) সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি রকম মত তাহাও বোধ হয়
জানা নাই। তারপর Depressed Classes দের লইয়া আমাদের
কি করা উচিত তাহাও বোধ হয় কংগ্রেস ঠিক করে নাই। এই বিষয়ে
(অর্থাৎ Depressed Classes সম্বন্ধে) কোন কাজ না করার দরুণ
মাঝাজে আজ সব Non-Brahmin এরা Pro-Government
ও খুবং anti-nationalist হইয়াছে।

শামার নিজের মনে হয় যে Congress এর একটা Permanent
Staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটা সমস্যা (Problem)
লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে Up-to-date
facts and figures সংগ্রহ করিবে। এই সব facts and figures
সংগৃহীত হইলে } Congress Committee প্রত্যেক বিষয়ে

(Problem এ) একটা Policy formulate করিবে । আজ
অনেক জাতীয় Problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোন definite
Policy নাই । আমার সেই জন্য মনে হয় যে, কংগ্রেসের একটা
স্থায়ী বাড়ী চাই এবং স্থায়ী Staff of research Students চাই ।

তা ছাড়া Congress-এর একটা Intelligence Department
খোলা দরকার । Intelligence Department এ দেশের সম্বন্ধে
up-to-date সব খবর facts and figures যাহাতে পাওয়া যায়,
সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । Propaganda Department
থেকে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশিত হইবে
এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে । এতদ্ব্যর্তাত
জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া Propaganda Depart-
ment থেকে এক একটি বই প্রকাশিত হইবে । সেই পুস্তকে
কংগ্রেসের Policy বুঝান হইবে এবং কি কি কারণের নিমিত্ত
কংগ্রেসের এইরূপ Policy হইয়াছে তাহাও লেখা থাকিবে । আমি
অনেক লিখিয়া ফেলিলাম । আপনার কাছে এই সব কথা পুরাতন ।
আমার কাছে খুব নৃতন বলিয়া মনে হইতেছে বলিয়া আমি না লিখিয়া
থাকিতে পারিলাম না । আমার মনে হইতেছে যে কংগ্রেস সংক্রান্ত
বিপুল কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে । আপনার ইচ্ছা
করিলে আমি এ বিষয়েও বোধ হয় কিছু করিতে পারিব ।

আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি । আপনি কি কি
কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি
ব্যগ্র আছি । যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে কাহাকেও বিলাতে
পাঠাইর্তে Journalism শিখিতে তাহা হইলে আমি সে কাজের
ভার লইতে পারি । আমাকে যদি সে ভার দেন তাহা হইলে
passage এবং Outfit-এর খরচ বাঁচিয়া যাইবে । অবশ্য এ কাজের

ভার লইবার পূর্বে আমি চাকুরী ত্যাগ করিব, অবশ্য আমার থাকা
ও খাওয়ার খরচ দিবেন—কারণ চাকুরী ছাড়ার পর বাড়ী থেকে টাকা
লওয়া বেধ হয় যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

আমার নিজের ইচ্ছা যে যদি চাকুরী ছাড়ি তাহা হইলে জুন
মাসেই রওনা হইব। তবে প্রয়োজন হইলে আমি নিজের ইচ্ছা
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার বহুভাষিতা ক্ষমা করিবেন। আশা করি যথাশীঘ্র উত্তর
দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

প্রণত

শ্রীশুভাষচন্দ্ৰ বন্ধু

আমার ঠিকানা—

Fitz William Hall.

Cambridge.

২৩১২১

....যেদিন আই. সি. এস. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে সেইদিন হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে : যদি চাকুরিতে থাকি তাহাতে দেশের অধিক উপকারে আসিব, না চাকুরি ছাড়াটাই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে। এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হইয়াছি যে জনসাধারণের মধ্যে থাকিয়াই আমি দেশের অধিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিব, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নহে। চাকুরিতে থাকিয়া দেশের কোনো উপকার করা যায় না ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাহি যে তাহাতে যেটুকু মঙ্গল হইতে পারে আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশ সেবার তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। নীতির দিকটাও এখানে দেখিতে হইবে সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতাকে মানিয়া লওয়া আমার নীতিতে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্ষে সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক করা সম্ভব। আমার মনচক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত সর্বদা উজ্জল রহিয়াছে। ক্রমেই বোধ করিতেছি—এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দৃষ্টান্তের দাবী মিটাইতে পারিব। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাহার অচুকুল।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society

Cambridge.

২ৱা মার্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা কবি
যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধ হয় শুনিয়া স্থুরী হইবেন যে আমি চাকুরী ছাড়া
সম্বন্ধে এক রকম কৃত-সঙ্গম হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য
উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে
এখন কি রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে
পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—সুতরাং
আপনারা খুব ভাল রকম জানেন কি বকম কাজের সুবিধা এখন
আছে এবং এখন কি' বকম কর্মালোকের দরকার।

আমাৰ এই অন্তরোধ যে

যে পর্যন্ত আমাৰ চাকুরী ছাড়াৰ খবৰ না পাইতেছেন, সে পর্যন্ত
যেন এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলেন। চাকুৰী ছাড়িলে আমি
জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা কৰি অবশ্য যদি সময় মত
Passage পাই। দেশে ফিরিলে কি রকম কাজে হাত দিতে পারিব
তাহা জানিবাৰ জন্য উৎসুক আছি—কাৰণ মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত
কৰিতে ইচ্ছা কৰি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আৱাঞ্চ
কৰিব, তত্পৰমোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে কৰা ও সন্তুষ। আশা
কৰি, আপনি যত্ক্ষীঞ্চ পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) “জাতীয় কলেজে” আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিং পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial Staff এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি ‘কংগ্রেসের’ সংক্রান্ত একটা research department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল research-students আমাদের চাহিল। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা সমস্যা লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। কংগ্রেস তারপর একটা Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা policy সিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress এর কোন বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর Labour and factory legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট Policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট policy নাই, তারপর ‘স্বরাজ’ পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নাই। আমার নিজের মনে হয়, Congress-League Scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ঢারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে।

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাস্তিতে ব্যক্ত সুতরাং ভাঙ্গার কার্য্য সম্পূর্ণ না হইলে Constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন করিয়া স্থষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা Policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি Complete Programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা ‘স্বরাজ’ পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন Policy-র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে—যথা গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের অবস্থা আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হইয়াছে—কোন্ কোন্ দিক থেকে আয় হইয়াছে—এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যিক।

(৫) Social Service

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন্ বিভাগে চান। তবে শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি তারপর সুবিধা মত অন্ত কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকুরা ছাড়া মানে দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা সূতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বন্ধপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি তাহা হইলে আমার বিশ্বাস আমি আমার সঙ্গে এখানকার ২১ জন বাঙালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশসেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গ দেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি - এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকরী ছাড়িলেই এখানে পঁচজনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সূতরাং নিম্নে সন্তোষের জন্য এবং পঁচজনের কাছে Self Justification-এবং জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এসব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি
বিনীত
শ্রীমুভাষচন্দ্র বুমু

ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୟାକେ ଲିଖିତ

ଅକ୍ଷ୍ସଫୋର୍ଡ

୬୧୪୧୨

.....ବାବାର ଧାରଣା ଆତ୍ମଶ୍ଵାନବୋଧସମ୍ପନ୍ନ ସିଭିଲ ସାର୍ଭିଦ ଚାକୁରିଆର ପକ୍ଷେ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଯ ଜୀବନ ମୋଟେଇ ହର୍ବିମହ ହଇବେ ନା । ଦଶ ବଂସରେ ମଧ୍ୟେ ଏଦେଶେ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ଅନିବାର୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ଜୀବନ ନୂତନ ଶାସନ ବାବସ୍ଥାଯ ସହନୀୟ ହଇବେ କିନା ଇହା ଆମାର ପ୍ରଶ୍ନ ନହେ । ପରନ୍ତ ଆମାର ଧାରଣା ଯେ ଚାକୁରିତେ ବହାଲ ଥାକିଯାଏ ଆମି ଦେଶେର କିଛୁ ମଞ୍ଜଳ ସାଧନ କରିତେ ପାରିବ । ଆମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀତିଗତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଯ କି ଆମାଦେର ଏକ ବିଦେଶୀ ଆମଲାତସ୍ତେର ବଶ୍ୟତା ସ୍ଵୀକାର କରିଯା ଏକ କାଢ଼ି ଟାକାର ଜନ୍ମ ଆୟବିକ୍ରଯ କରା ସମୀଚୀନ ? ସାହାରା ଟିତିମଧ୍ୟେଇ ଚାକୁରିତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଇଯାଛେ ବା ଚାକୁରି ଗ୍ରହଣ କରା ଭିନ୍ନ ସାହାଦେର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାଇ ତାହାଦେର କଥା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଆମାର ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ଦିକ ଦିଯା ସୁବିଧାଜନକ ଥାକିତେ ଆମାର କି ଏତ ଶୀଘ୍ର ବଶ୍ୟତା ସ୍ଵୀକାର କରା ଉଚିତ ? ଯେଦିଲ୍ ଆମି ଚାକୁରିବ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କବିବ ମେଦିନ ହଟିତେ ଆମି ଆର ସ୍ଵାଧୀନ ମାନ୍ୟ ଥାକିବ ନା ଇହାଇ ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଯଦି ଆମରା ଉପୟୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିତେ ପ୍ରକ୍ଷତ ଥାକି ତବେ ଦଶ ବଂସରେ କେନ ତାହାର ପୂର୍ବେଇ ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ଆମରା ଅର୍ଜନ କରିତେ ପାରିବ । ମେଇ ମୂଲ୍ୟ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଏବଂ କ୍ଲେଶ ସ୍ଵୀକାର । କେବଳ ଏଇ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବରଣେର ଭିତ୍ତିତେଇ ଜାତୀୟ ସୌଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିତେ ପାରେ । ଯଦି ଆମରା ସକଳେ ନିଜେର ନିଜେର ଚାକୁରିର ଖୁଟି ଆକଢାଇୟା ବସିଯା ଥାକି, ନିଜେର ସ୍ଵାର୍ଥେର ଅନ୍ତରେଣେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାକି, ତବେ ପଞ୍ଚାଶ ବଂସରେଓ ଆମାଦେର ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ମିଳିବେ ନା ।] ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପକ୍ଷେ ସନ୍ତୋଷ

যদি না হয়, অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারকে আজ দেশমাতার চরণে অর্প্প্য আনিয়া দিতে হইবে। বাবা আমাকে এই আত্মাগ হইতে বক্ষা করিতে চাহেন। আমাকে আমারই স্বার্থে এই দুঃখকষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার ইচ্ছার মধ্যে যে স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্য বুঝিব না এমন হৃদয়হীন আমি নহি। তাহার স্বভাবতই আশঙ্কা হয় বুঝিবা আমি তক্ষণ-মূল্য উদ্বেজনার বোকের মাথায় কিছু একটা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার শ্রির বিশ্বাস এই ত্যাগ কাহাকে না কাহাকেও করিতেই হইবে।

যদি অন্য কেহ অগ্রসর হইত, তবে আমার পিছপা হইবার, অন্ততঃ আরও খানিকটা ভাবিয়া দেখিবার কারণ বুঝিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে লক্ষণ মোটেই দেখা যাইতেছে না, অথচ অমূল্য সময় বহিয়া পাইতেছে। সমস্ত আলোড়ন সত্ত্বেও এটিকু ঠিক বে এখন পর্যন্ত একজন সিভিলিয়ানও চাকুবিতে ইস্তফা দিয়া আন্দোলনে নামিতে সাহস করে নাই। ভাবত্বর্বে সম্মুখে ঘুঁকের আহ্বান আসিয়াছে—অথচ কেহ তাহার সমৃচ্ছিত জবাব দেয় নাই। আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে পাবি সমগ্র বৃটিশভারতের ইতিহাসে একজনও ভারতীয় স্বেচ্ছায় দেশ সেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে নাই। দেশের সর্বোচ্চ কর্মচারীদেব নিয়ন্তব শ্রেণীর লোকদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন কবার সময় আসিয়াছে। সরকারী উচ্চ চাকুরিয়ারা যদি বশ্যতার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার কবেন এমন কি তাহার ইচ্ছাটিকুও প্রকাশ করেন তাহা হইলেই আমলাভদ্রের যন্ত্র ধ্বনিয়া পড়ে।

সুতরাং এই ত্যাগ হইতে নিজেকে বক্ষা করিবার কোনও পথ দেখিতে পাইতেছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি ভালুকপে জানি। দারিদ্র্য, দুঃখ ক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম ত আছেই, আরও নানা ভোগ আছে যাহার কথা স্পষ্টভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনার

পক্ষে বুবিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু এ ত্যাগ করিতেই হইবে, জনিয়া
 শুনিয়া বুবিয়া করিতে হইবে। দেশে ফিরিয়া পদত্যাগ করিবার যে
 পরামর্শ আপনি দিয়াছেন তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহার
 বিরুদ্ধে ছই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ গোলামির প্রতীক
 স্বরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করা আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ হইবে।
 দ্বিতীয়তঃ বর্তমানের জন্য যদি চাকুরিতে প্রবেশ করি তাহা হইলে
 প্রথা অনুসারে আমি ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারীর পূর্বে দেশে ফিরিতে
 পারিব না। এখন যদি পদত্যাগ করি তবে জুলাই মাসেই ফিরিতে
 পারিব। ছয় মাসের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিবে। ঠিক মুহূর্তে যথেষ্ট
 সাড়া না·পাওয়ার ফলে আন্দোলন দ্যমিয়া যাইতে পারে, দেরীতে
 সাড়া মিলিলে তাহা হয়ত ফলপ্রস্তু হইবে না। আমার বিশ্বাস
 আরেকটি এ জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিতে বহু বৎসর লাগিয়া
 যাইবে। স্বতরাং বর্তমান আন্দোলনের চেষ্টকে যতদূর সন্তুষ্ট কাজে
 লাগানোর চেষ্টা করাই সমীচীন। যদি আমাকে পদত্যাগ করিতে
 হয় তবে তাহা ছদ্মিন পরে অথবা এক বৎসর পরে করিলেও আমার
 বা অন্য কাহারও ক্ষতিবৃক্ষি নাই, কিন্তু দেরী করিলে আন্দোলনের
 পক্ষে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে। আমি জানি যে আন্দোলনকে
 সাহায্য করিবার ক্ষমতা আমার হাতে অল্পই, তবু যদি নিজের কর্তব্য
 পালনের সম্মৌখ লাভ করিতে পারি তাহাও এক বৃহৎ লাভ বলিতে
 হইবে।.. যদি কোনও কারণে পদত্যাগ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করি
 তবে বাবার নিকট তৎক্ষণাত তার পাঠাইব, তাহাতে তাহার আশঙ্কা
 ঘুঁটিবে।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী

[১৯২৩]

শ্রীচাক্ষুচন্দ্ৰ গাঙ্গুলীকে লিখিত

ফিটজ উইলিয়াম হল, কেন্সিংজ।

২২শে এপ্রিল, ১৯২১

ভাই চাকু,

তুমি জান কৰ্তব্যের আহ্বানে একবার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিয়ে-
ছিলাম। সেই তরী এখন রম্য কাননে উপনীত হয়েছে যেখানে
Power, Property, Wealth আমার করতলগত। কিন্তু হৃদয়ের
অস্তঃস্থল থেকে সাড়া আসছে—“তোমার এতে আনন্দ নাই।
তোমার একমাত্র আনন্দ সাগবের উর্ধ্মালার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে
বেড়ানো।”।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ তাঁরই হাতে জীবন-তরী ভাসিয়ে
দিলাম। তিনি জানেন, এ তরী কোথায় পৌঁছবে।

কি কৰব এখনও ঠিক করতে পারি নি। একবার ইচ্ছে হচ্ছে
রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো। একবার ইচ্ছা হচ্ছে—বোলপুরে যাব।
আবার ইচ্ছে হচ্ছে সাংবাদিক হব। দেখা যাক কি হয়।

ইতি—

তোমার স্বত্ত্বাধ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁଇଥାନି ପତ୍ର ଶର୍ଚନ୍ଦ୍ର ବମ୍ବକେ ଲିଖିତ

କେଷ୍ଟ୍ରୁ ଜ

୨୮।୫।୧୨୧

ଆମାର ପଦତାଗ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଫିଟ୍ଜ୍-ଟାଇଲିଯାମ ହଲେର ସେଲର ରେଡାଓୟେ ସାହେବେର ସହିତ କଥାବାନ୍ତି ହଇଲା । ଆମି ତାହାର ନିକଟ ଯାହା ଅତ୍ୟାଶା କରିଯାଇଲାମ ଠିକ ତାହାର ବିପରୀତ ଘଟିଲା—ତିନି ଆମାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତି ସୋଂସାହେ ସମର୍ଥନ ଜାନାଇଲେନ । ଆମି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବିଯାଇ ଶୁଣିଯା ତିନି ନାକି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଏମନ କି ହତ୍-ବୁଦ୍ଧି ହଟ୍ଟିଲା ଗିଯାଇଲେନ, କାରଣ ତିନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋନ ଭାରତୀୟଙ୍କେ ଏକପ କରିତେ ଦେଖେନ ନାହିଁ । ଆମି ତାହାକେ ବଲି ଯେ ପରେ ଆମି ସାଂବାଦିକତାକେଟି ଆଶ୍ରୟ କରିବ । ତାହାର ମତେ ସାଂବାଦିକ-ଜୀବନ ଏକଥେଯେ ମିଭିଲ ସାର୍ଭିତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଏଥାନେ ଆସିବାର ପୂର୍ବେ ଆମି ତିନ ସପ୍ତାହ ଅଞ୍ଚଫୋର୍ଡେ ଛିଲାମ ଏବଂ ସେଖାନେଟ ଆମି ଆମାବ ଚୂଡାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି । ଶେଷ କରି ମାସ ଯେ ଚିନ୍ତାଯ ଆମାକେ ଅହରହ ପୀଡ଼ା କରିଯାଇଛେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ଯେ ବହୁ ସ୍ଵଭାବିକ ବିଶେଷ କବିଯା ବାବା ଓ ମାବ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶ ହୟ ମେରପ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିଗତଭାବେ ଆମାର କରା ଉଚିତ କିନା ।.....ସୁତବାଂ ନୃତନ ପଥେର କିନାରାୟ ଦ୍ଵାରାଇଯା ଆଜ ଆମାକେ ବାବା-ମାର ସୁମ୍ପଟ୍ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆପନାର ଉପଦେଶେର ବିରୋଧିତା କରିତେ ହଇତେଛେ—ଅବଶ୍ୟ ଆପନି ଯେ କୋନଓ ପଥେ ଆମି ଚଲି ନା କେବ ଆପନାର “ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ” ଜାନାଇଯା ରାଖିଯାଇନେ । ସାର୍ଭିତ୍ସ ଯୋଗ ଦେଉୟାର ବିରଳକ୍ଷେ ଆମାର ପ୍ରଧାନତମ ସ୍ଵଭାବିକ ଭିନ୍ନ ଏହି ଛିଲ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ରେ ସହି କରିଯା ଆମାକେ ଏମନ ଏକ ବୈଦେଶିକ ଆମଲାତତ୍ତ୍ଵର ବଶ୍ୟତା ସ୍ଵିକାର କରିତେ ହଇଥେ ଯାହାର ଏଦେଶେ ଥାକିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ଆମି

বিন্দুমাত্র স্বীকার করি না । একবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলে আমি তিনি বৎসর অথবা তিনদিন কাজ করি তাহাতে কিছু আসে যায় না । আমি বুবিয়াছি যে আপোষ হীন বস্তু—ইহাতে মালুমের অধঃপতন এবং আদর্শের হানি হয় ।....সুরেন্দ্রনাথ বন্দেয়াপাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রিস্থের গদ্দিতে আসীন হইতেছেন তাহার কারণ তিনি এড়মণি বার্ক বর্ণিত সুবিধাবাদের দর্শনে বিশাসী । সুবিধাবাদীর নীতি গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাট । আমাদের এক জাতি গঠন করিতে হইবে এবং হ্যাম্পাডেন ও ক্রনওয়েলের আপোষহীন আদর্শবাদ ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে ।....আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বৃটিশ সরকাবের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সময় আজ উপস্থিত । প্রতি সবকারী কর্মচারী, সে তুচ্ছ চাপবাশী অথবা প্রাদেশিক গভর্নরই ষ্টুক, নিজেব কাজের দ্বাবা ভারতবর্ষে কেবল বৃটিশ সরকারের বুনিয়াদকে পাকা করিতেছে । সবকারেব অবসান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাব নিকট হইতে সরিয়া আসা । আমি টল্ট়য়ের নীতির কথা শুনিয়া অথবা গান্ধার প্রচারে মুঝ হঠয়া একথা বলিতেছি না, নিজে উপলক্ষি করিয়া বলিতেছি ।....কয়েকদিন হইল আমাৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৱিয়াছি । গৃহীত হওয়াৰ সংবাদ এখনও পাৰ নাই ।

আমাৰ পত্ৰেৰ উত্তৰে চিত্তৱেণুন দাশ মহাশয় সম্প্রতি দেশে যে কাজ চলিতেছে তাহাব বিষয়ে লিখিয়াছেন । বৰ্তমানে আন্তরিকতাপূৰ্ণ কশ্মীদেৱ অভাব সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ কৱিয়াছেন । সুতৰাং দেশে ফিরিবাব পৰ অনেক প্ৰীতিপ্ৰদ কাজ আমি পাইব ।....আৱ কিছু আমাৰ বলিবাব নাই । ফিরিবাব সব পথ ৰংক কৱিয়া আমি ঝাপ দিলাম,—আশা কৱি ইহার ফল শুভই হইবে ।

(ইংৰাজী হইতে অনু. ত)

৬৫

কেশ্মুজ

১৮।৫।২১

স্তর উইলিয়াম ডিউক আমাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে
রাজী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে বড়দাদার সহিত
পত্রালাপও করিয়াছেন। কেশ্মুজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের
সেক্রেটারী রবার্টস সাহেবও আমাকে আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং আমাকে জানাইয়াছেন যে ইণ্ডিয়া
অফিসের নির্দেশ অনুসারেই তাঁহার এই হস্তক্ষেপ। আমি স্তর
উইলিয়ামকে জানাইয়া দিয়াছি যে পূর্ণ বিবেচনার পরই আমি আমার
পথ বাছিয়া লইয়াছি।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

৬৬

(পরবর্তী ছইখানি পত্র শ্রীদিলৌপকুমার রায়কে লিখিত)

মান্দালয় জেল

২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২।৫।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি
আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি
তেমনি চিঠিখানাকে “double distillation” এর ভিতর দিয়ে
আসতে হবে কিন্তু এবার তা হয়নি সেজ্য খুবই খুসী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে
চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উভয়

দেওয়া স্বুক্টিন, এ চিঠিধানিকে যে আবার “censor”-এর হাত অতিক্রম ক’রে যেতে হবে সেও আর এক অস্মুবিধি ; কেন না, এটা কেউ চায় না যে তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহণ্ণলি দিনের উম্মুক্ষ আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর শুলৌহস্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাবছি ও যা অনুভব কৰছি, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত অকথিতই রাখতে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অঙ্গাত কারণে জেলে আছি, সেটি চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জিত রুচিতে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই হচ্ছে তখন শব্দ বা পারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। একথা আমি বলতে পারিনা যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেন্দ্রা, সেটা নিছক ভঙ্গার্মা হয়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার শমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপদাধীনের অধিবাসেরই কারাবাস কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আয়ুল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্বিডালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লগুন বিশ্বিডালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই
অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে প্রয়োজন সে হচ্ছে একটা নৃতন
প্রাণ বা যদি বল, একটা নৃতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা
সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে
হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমূলক
দণ্ডবিধি—যেটা কাবা-শাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে
পারে—তাকে এখন সংস্কারমূলক নৃতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে
দিতে হবে। আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম
তা' হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে
দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে আমাদের
দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের
অভিজ্ঞতা থাকৃত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ
হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার
নিকট কতখানি খণ্ণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হফ্ফ না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা
জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহাত্ব উদ্দেশ্য
কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যাপে এই
ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তা হলে দুঃখে কষ্টে আর কোন
যন্ত্রণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম
দ্঵ন্দ্ব চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দৌদ্শায় মান্ত্রের অন্তরে
শক্তির সঞ্চার করে। আমি ও সেইখানেই আমার দাঢ়াবার ঠাই
ক'রে নিয়েছি 'এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু
এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে

লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় ছবর্বল হয়ে পড়ে।

৩লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ' বছর বন্দী হয়ে থাকাটাটি তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

একথা তাঁমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্তাণ্ডলি তলিয়ে বুরুবার স্মৃযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পাবি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নটি বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সন্তানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ বেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠচ্ছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা ‘Martyrdom’ ব’লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহেরেই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু ‘humour’ ও ‘proportion’-এর জ্ঞান আছে, (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) তাই নিজেকে ‘Martyr’ বলে মনে করবার মত

স্পর্জনা আমার নেই। স্পর্জনা বা আত্মস্তুরিতা জিনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাটি ‘Martyrdom’ জিনিষটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস বেশীদিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অঙ্গাতসারে তাকে অকাল বার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে স্ফুরণাং এ-দিকে তার বিশেষ সর্তক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবন্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এবং জন্মে দায়ী—যথা, খারাপ খাউ, ব্যায়াম বা শূর্ণির অভাব, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা একটা অধীনতার শৃঙ্খল-ভার, বন্ধুজনের অভাব, এবং সঙ্গীতের অভাব যাহা সর্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মন্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইবের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকাল-বার্দ্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্নিক, বিশ্রামালাপ, সঙ্গীত-চর্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খেলা জায়গায় খেলা-ধূলা করা, মনোমত কাব্য-সাহিত্যের চর্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোব ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না 'হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং

ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকেব, বন্ধুবাঙ্কবের এবং সবৰ্সাধাৰণেব সহানৃতি ও শুভেচ্ছা মাহৰকে জেলেব মধ্যেও অনেকখানি মুখ দিতে পাৰবে। এই দিকেব প্ৰভাৱটা নিতান্ত অজ্ঞাতসাবে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ কৰলেও নিজেব মনটাকে আমি বিশ্লেষণ কৰবে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধাৰণ ও বাজনৈতিক অপৰাধীদেৰ অদৃষ্টেৰ পাৰ্থক্যেৰ এটা একটা নিশ্চিত কাৰণ। যে বাজনৈতিক অপৰাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে ববগ ক'বে নেবে, কিন্তু সাধাৰণ অপৰাধীদেৰ তেমন কোন সাম্ভৱনা নেই। সে বোধ হয় তাৰ বাড়ী ছাড়া আৰ কোথাও কোন সহানৃতি আশা কৰতে পাৰবে না এবং সেই জন্মত সাধাৰণেব কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদেৱ yard-এ যে সমস্ত কয়েদীৰ কাজ কৰতে হয় তাদেৱ কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদেৱ নিজেব লোকেবা। জানেই না যে সে জেলে বন্দো। লজ্জায় তাৰা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপাবটা আমাৰ কাছে নিতান্ত অসম্ভোঝজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপৰাধীদেৱ প্ৰতি আৰও সহানৃতি কেন দেখাবে না ?

আমাৰ জেলেৰ অভিজ্ঞতা বা তাৰ থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বৰ্কে পাতাৰ পৰ পাতা লিখে যেতে পাৰি কিন্তু একটা চিঠিব ত শেষ আছে। আমাৰ বেশী উদ্ধম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলাৰ চেষ্টা কৰতাম কিন্তু সে চেষ্টাৰ উপযুক্ত সামৰ্থ্যও আমাৰ নেই।

আমাৰ জেলেৰ কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে কৰাৰ আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচাৰ ও অপমানৈব আঘাত যথা-

সম্ভব কম আসে, সেখানে বন্দী জীবনটা তত যন্ত্রণাদায়ক হয় না, এই সম্ভব সূক্ষ্ম ধরণের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্তৃদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ করে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অস্তরের মধ্যে একটা আনন্দ ধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ণন করে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়। তুমি বলেছ যে, মানুষের অঙ্গ দিনের পর দিন কেমন করে সমস্ত পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে— এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গন্তীর ও বিষম করে তুলেছে। কিন্তু এই অঙ্গ সবটুকুই ছঁথের অঙ্গ নয়। তার মধ্যে করণ ও প্রেম-বিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশংসন্তর আনন্দশ্রোতে পৌছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি ছঁথ কষ্টের ছোট খাট অগভীর চেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে ? আমি নিজে ত ছঁথবাদ বা নিরংসাহের কোন কারণ দেখিনা বরং আমার মনে হয় ছঁথ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা ছঁথ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে ?

তুমি কিছুদিন পুরোঁয়ে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারবনা, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদুরে গৃহীত হবে। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

ମାନ୍ଦାଲୟ ଜେଲ

୨୫୦୬୨୫

ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ,

ଆମାର ଶେଷ ଚିଠିର ପରେ ତୋମାର କାହିଁ ଥିଲେ ସବର୍ବମେତ ତିନିଥାଙ୍କି
ଚିଠି ପେଯେଛି । ଚିଠିଗୁଲିର ତାରିଖ—୬ଇ ମେ, ୧୫୬ ମେ ଓ ୧୫୬ ଜୁନ ।

ତୋମାର ପ୍ରେରିତ ବହିଯେର ଶେଷ ପାର୍ଶ୍ଵଗଟା ପେଯେଛି । ଟୁର୍ଗେନିଭେର
Smoke ବହିଟା ପାଇନି । ଆଫିସେ ପାର୍ଶ୍ଵଲଟା ଖୋଲା ହେବିଲା, ସୁତରାଂ
ସୁପାରିଣ୍ଟେଣ୍ଟକେ ଏ ବିଷୟେ ଖୋଜ ନିତେ ବଲେଛି । ଦରକାର ହଲେ
କଲକାତାଯ C. I. D. ଆଫିସେ ତିନି ଖୋଜ କରବେନ, ତୁମିଏ
D. I. G. C. I. D.-କେ ଲିଖେ ଏ-ବିଷୟେ ତାଁଦେର ମନୋଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ
କରତେ ପାଇ ।

Beitrand Russell-ଏର “Prospects of Industrial Civilisation” ଖାନି ବହରମପୁର ଜେଲେ କଯେକଜନ କଯେଦୀର କାହେ
ଆଛେ । ଆମାଦେର ସଥିନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରା ହୁଏ, ତଥିନ ଅନେକେଇ ମେହି
ବହିଥାନି କାହେ ରାଖିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେନ, ଆର ବାନ୍ତବିକ ଏକଜନ
ତଥନଙ୍କ ବହିଟା ପଡ଼ିଲା । ବହିଥାନା ତୋମାର ଦରକାର ହବେ ସେ କଥା ନା
ଜେନେ ସେଖାନେ ରେଖେ ଏସେହିଲାମ । ରାମେଲେର ବହିଗୁଲିର ଆଦର ଏତ-
ବେଳୀ ଯେ, ଏକଥାନା ପେଲେ କେଉ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିତେ ଚାଯ ନା । ବହରମପୁର
ଜେଲେର ସୁପାରିଣ୍ଟେଣ୍ଟକେ ଆଜ ଲିଖିଲାମ ତିନି ଯେନ ତୋମାର କାହେ
ବହିଥାନା ପାଠିଯେ ଦେନ । ତୁମି ତାଁକେ ଲିଖିତେ ପାଇ, ତାତେ କାଜଟା
ତାଗାଦା ହବେ । ତୋମାର ଏତ ଦରକାରେର ସମୟ ବହିଟା ଆଟିକେ ରାଖିବାର
ଜଣ୍ଯେ ଦାୟୀ ବଲେ ବିଶେଷ ଛଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମି ବୁଝାତେ ପାରଛ ଏତ ଅନୁବିଧାର
କଥା ଆଗେ ଆମି ଭେବେ ଉଠିତେ ପାରିନି । “Free thought and

official propaganda” ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি
আমাকে পাঠাও নি ?

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্দবাদ । আমরা
সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা
ভালভাবেই চলবে । তোমার লেখাগুলি যে আমি সম্মানে পাঠ
করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই । বই
প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপত্রের দিকে যেন নজর রেখো । এইমাত্র
একখানা হালের “বঙ্গবাণী” তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা
একটা প্রবন্ধ দেখলাম, আমি এখনও সেটা পড়ি নি কিন্তু বিষয়টা
চিন্তাকর্ক বলেই বোধ হল ।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে ।
আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একট চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা
দেশবন্ধুর দেহত্যাগ । কাগজে যখন এই দাকণ সংবাদ ‘দেখি তখন
এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু হায় ! সংবাদটা
নিতান্তই নির্মম সত্য । আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য
বলে মনে হচ্ছে ।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তা-
গুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও আমায়
কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে । যে সব চিন্তা আজ মনে উদয়
হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে
তা প্রকাশ করা যায় না—censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না
করে পারি না । আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে সমগ্র দেশের
ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাঙ্গালার যুবকদের পক্ষে এ একটা
সব চেয়ে বড় সবর্ণাশ—সত্যই এটা আমাকে স্তন্ত্রিত করে দিয়েছে ।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে

মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাদ্বাৰ এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব কৰছি যে, তাৰ গুণাবলী বিশ্লেষণ কৰে তাৰ সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাৰ অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতৰ্ক মুহূৰ্তগুলিতে তাৰ যে ছবি দেখেছিলাম সময় এলে জগতেৱ সামনে তাৰ কথাখিং আভাস দিতে পাৰব আশা কৰি। তাৰ সম্বন্ধে আমাৰ মত যাই অনেক কথাই জানেন, তাৰা পাৰলেও আজ কিছু বলতে সাহস কৰছেন না, আশঙ্কা হয়, তাৰ মহত্বেৱ সম্পূৰ্ণ পৱিচয় দিতে না পেৱে পাছে তাকে ছোট কৰে ফেলেন।

তুমি যখন কলতঃ এই কথাটাই বল যে, দুঃখ কষ্ট নয়, তখন আমি তোমাৰ সঙ্গে সম্পূৰ্ণ একমত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্ৰাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদেৱ উপৰ এসে পড়েছে—সেগুলিকে আমি সানন্দে বৱণ কৰে নিতে পাৰিনা। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এতবড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্ৰকাৰ দুঃখ-কষ্টই আমাৰ সমস্ত দুদয় দিয়ে বৱণ কৰে নিতে পাৰি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে, কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয়ত তাৰা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যাই সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ কৱাৰ জন্মাই যেন নিৰ্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাই হোক, যদি কাউকে পাত্ৰভৱে দুঃখ পান কৰতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূৰ্ণকুপে বিলিয়ে দিয়ে পান কৱা ভাল। এমনি একটা আত্ম-নিবেদন বা আত্মসমৰ্পণেৰ ভাৱ চৌমেৰ প্ৰাচীৱেৰ মত অনুসৰি সমস্ত আঘাত একেবাৰে ব্যৰ্থ ক'ৰে দিতে নাও পাৱে। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদেৱ স্বাভাৱিক সহিষ্ণুতাৰ শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russell যখন বলছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্ৰাজেডি আছে যাই হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি যাঁটা সংসাৰী লোকেৱ অভিমতই প্ৰকাশ কৱেছেন এবং

আমাৰ বিশ্বাস যে কেবল নিষ্কলক্ষ সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভাণ
কৱে যে ভঙ্গ, সেই এ কথাৰ প্ৰতিবাদ কৱবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদেৱ যন্ত্ৰণাটা সম্পূৰ্ণ নিৱৰচিক্ষণ
মনে কৱাটা হয়ত তোমাৰ ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদেৱ
(abstract point of view থেকে আমি তাদেৱ তত্ত্বজ্ঞানহীনই
বলি) নিজেদেৱ একটা idealism আছে। তাৰা যাকে পূজাৰ
সামগ্ৰী মনে কৱে শ্ৰদ্ধা কৱে ও ভালবাসে নানা প্ৰকাৰ দৃঢ় যন্ত্ৰণাৰ
সঙ্গে যুক্ত কৱবাৰ সময় সেই ভালবাসাৰ উৎস হতেই তাৰা সাহস
ও ভৱসা পায়। এখানে আমাৰ সঙ্গে যারা কাৱা যন্ত্ৰণা ভোগ
কৰছে, তাদেৱ মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক
নয়, তবুও তাৰা শাস্ত্ৰভাবে যন্ত্ৰণা ভোগ কৱে এবং বীৱেৱ মত সহ্য
কৱে। Technical অৰ্থে তাৰা দার্শনিক না হতে পাৱে, কিন্তু
তাদেৱ আমি সম্পূৰ্ণৱপে ভাব-বিবজ্জিত মনে কৱতে পাৰিনা। সন্তুষ্টঃ
জগতেৱ সবৰ্ত্ত যারা কশ্মীৰ তাদেৱ সম্বন্ধে সাধাৰণতঃ একথা খাটো।

সাধাৰণেৱ মনে একটা ধাৰণা আছে যে, অপৱাধীদেৱ যথন
ফাঁসিকাটে নিয়ে ঘাওয়া হয় তখন তাদেৱ একটা স্নায়বিক দৌৰ্বল্য
আসে এবং যাৰা কোন' মহং উদ্দেশ্য-সাধনেৰ জন্য প্ৰাণ দেয় তাৱাই
শুধু বীৱেৱ মত মৱতে পাৱে। এ ধাৰণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে
আমি কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৱেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৰ্যোছেছি যে,
অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই সাধাৰণ অপৱাধীৱা সাহসেৰ সহিত প্ৰাণ দেয়,
এবং ফাঁসিৰ দড়ি তাদেৱ গলায় বসাবাৰ আগে ভগবানেৰ পায়েই
আত্মনিবেদন কৱে। একেবাৰে ভেঙ্গে মুস্ড়ে পড়তে বড় একটা
দেখা যায় না। একবাৰ এক কাৰাবাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে
একজন ফাঁসিৰ কয়েদী ঠাঁৰ কাছে স্বীকাৰ কৱেছিল যে, সে একজনকে
হত্যা কৱেছিল। সে তাৰ কাজেৰ জন্যে অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা

করায় সে বলেছিল যে, তার মোটেই অনুত্তপ হয়নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরক্তে তার ন্যায় অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটা পেশীর সঙ্কোচনও তার বুকতে পারা যায়নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী আমাদের yard-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এট কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরান পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অঙ্গাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেন থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরানো সহকারীদের ছায়া না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুন্লে আশ্চর্য্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরানো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তার বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে, এবং আজ এই শক্তি যাদের সবচেয়ে বেশী বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহন্তের বিচার করা উচিত—একথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং
এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ
করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে
এইখানেই শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার
জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, স্বতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের
পত্রে আরও খবর লিখব।

ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

৩৮

শ্রীমুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত

শ্রীচরণেশ্বৰ মা,

আজ আপনার এই ঘোব বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন প্রবাসী
কারারুক্ত বাঙালী আপনার নিকট সান্ধনার বাণী প্রেরণ করিতেছি,
যে বিপদ আজ আপনাকে অভিভৃত করিয়াছে তদপেক্ষা মহান বিপদ
কোন মহিলার জীবনে ঘটিতে পারে না। যে শোক আজ আপনার
হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে, তদপেক্ষা গভীর শোক কোনও হিন্দু নারীর
জীবনে কল্পনা করা যায় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার
এই দুর্দিনে আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের পার্শ্বে
আসিয়া দাঢ়াইতে পারিলাম না। বিপদের ঘন কুঞ্চিটিকায় শোকের
রুক্ত দুয়ার ভেদ করিয়া আমাদের হৃদয়ের বাণী যদি আপনার
চরণে পেঁচায় তাহা হইলে আমরা ধন্ত্য হইব।

যিনি গিয়াছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। আজ আবালবৃক্ষ-বনিতা সকল ভারতবাসীই কান্দিতেছে—কিন্তু সব চেয়ে বেশী কান্দিতেছে বাংলার তরঙ্গ সম্পদায়।

তাঁহার আত্মীয়-স্বজন—তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের বন্ধুরা—আজ তাঁহার জন্য কান্দিতেছেন। সাহিত্য ও কলা জগতের মহারথীরা—এমন কি সকল ক্ষেত্রের ভাবুক সম্পদায়—আজ তাঁহার জন্য অক্ষণ্পাত করিতেছেন। অভাগা তথাকথিত অস্পৃষ্ট জাতিরা আজ তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। যাহাদের জন্য তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধন ও যাবতৌয় বিষয় সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—যাহাদের সেবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও আয় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—সেই দেশবাসীরা আজ তাঁহার শোকে অবসন্ন। কিন্তু বাঙ্গলার যে সব তরঙ্গ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিং সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উক্ত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা স্থখে দুঃখে আধারে আলোয় তাঁহার আদেশ বাণী অনুসরণ করিয়াছে—সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা কখনও বিজয়-গৌরবে গৌরবাদ্বিত হইয়াছে কখনও বা কারারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা কখনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়ে নাই—যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা, স্থা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেই সব তরঙ্গ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়?

দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মিমণ্ডিত পূর্ণরবির আয় তিনি জীবন মধ্যাহ্নেই অন্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি বিজয় মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অুমতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শুন্ধতা।

যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাধিয়া রহিয়াছে ;
সে তিমির প্রাচীরের মধ্যে আলোক প্রবেশের তিলার্দি স্থানও নাই ।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে—যেদিন বাঙ্গলার আকাশ ঘন
ঘটায় আচ্ছন্ন, বাঙ্গলার বীর-কেশরী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত । সেদিন
নৈরাশ্যের আধার ভেদ করিয়া এক অপূর্ব মোহনীয় যুক্তি
বরাভয়হস্তা মহাশক্তিরপে বাঙ্গলার কর্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল ।
সেদিন বাঙ্গালী আপনার স্বরূপ চিনিয়াছিল ; সেদিন বাঙ্গালী
আপনাকে শুধু দেশনায়িকা নয়—দেশমাতৃকার আসনে বসাইয়াছিল ।
সেই গৌরবের, সেই আনন্দের, সেই উন্মাদনার দিন বাঙ্গলা ভুলে নাই,
ভুলিতে পারেনা । সে দিন বাঙ্গালী আপনাকে যে ভক্তি, অঙ্কা ও
মানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল, আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপনার
সেই সিংহাসন অটুট রহিয়াছে । সেদিন হইতে আপনি শুধু
চির঱ঞ্জন মাতা নন,—আপনি বঙ্গমাতা ।

তাই বলি আমাদের এই বিপদের দিনে আপনিই আমাদের শক্তি
সাহস ও সাস্তনা দিন, যে নিবিড় নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আজ সমগ্র
দেশ নিমগ্ন—যে বিষাদ ও হাহাকারে আজ সোনার বাঙ্গলা শুশান
প্রায়—তার মধ্যে, নৃতন আলোক বিকিরণ, নব শক্তির উন্মেষ ও
নৃতন উৎসাহ সঞ্চার—আপনি ভিন্ন আর কে করিতে পারে ? যে
আহ্বানে আপনি একদিন বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় নব জীবন
সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আহ্বানে আপনি আর একবার বাঙ্গালীকে
জাগান । যে মন্ত্র-বলে আপনি একদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রাণ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্র লইয়া, মহাশক্তিরপে, আপনি আর
একবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হউন । যুরুর্তের মধ্যে অবসাদ
যুচিবে—প্রাণে[’] নৃতন প্রেরণা, নৃতন উত্থম, নৃতন উৎসাহ আসিবে—
আশার অঁরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া দশদিক আবার সুখে হাসিয়া

উঠিবে। বাঙ্গলার সকল তরুণ-প্রাণ আপনার চরণে ভক্তির অর্ধ্য
অর্পণ করিবে; আপনার আশীর্ব লভিয়া কর্ষক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবে
এবং অর্জিত জয়মাল্য আপনাকে ভূষিত করিয়া গাহিবে

“বন্দে মাতরম্”।

ইতি—

আপনার সেবকবৃন্দ

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
শ্রীবিপিনবিহারী গাঞ্জুলী
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমদমোহন ভৌমিক
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী

ম্যাণ্ডেলে সেণ্টাল জেল
ইং ৬৭১২৫

}

To

Mrs C. R. Das

148, Russa Road, South

Calcutta

ଶ୍ରୀହରିଚବ୍ ବାଗଚୀକେ ଲିଖିତ ପତ୍ରାଂଶୁ

ମାନ୍ଦାଳୟ ଜେଲ

୩-୭-୨୫

ତୋମାର ତିନିଥାନା ପତ୍ର ଆମି ସଥା ସମୟେ ପାଇୟାଛି । ଉତ୍ତର ଦିବାର ସୁଧୋଗ ପାଇ ନାହିଁ ; ତା ଛାଡ଼ା ଶବୀର ଭାଲ ନାହିଁ । କୋନଓ ପ୍ରକାର କାଜ କରିତେ (ଏମନ କି ଲେଖା ପଡ଼ା କରିତେ) ମନ ଲାଗେ ନା । ପୂର୍ବେ ମାତ୍ର ତୁହିଥାନି ପତ୍ର ସନ୍ତାହେ ଲିଖିତେ ପାବିତାମ—ଏଥନ ଏକଥାନା ଲିଖିତେ ପାରି । ଫଳେ ତୁ'ତିନ ମାସେବ ଚିଠି ଜମା ହଇୟା ଥାକେ—ଉତ୍ତର ଦିବାବ ସୁଧୋଗ ପାଇ ନା ବଲିଯା ।

Social Service ବିଭାଗେର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ—ଗରୀବଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯା ତାହାର ଦ୍ୱାବା କାଜ କରାନୋ ଶୁଦ୍ଧ ଦାନ କରା Organised Charity-ର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହିତେ ପାରେନା । ପ୍ରତିଦାନ ନା ଦିଲେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରା ଆତ୍ମସମ୍ମାନେର ପକ୍ଷେ ହାନିକର—ଏହି ଭାବଟା ଗରୀବ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଦେର ମନେ ଜାଗାନ୍ ଉଚିତ । ସୁତବାଂ ଯଦି କେହ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯା କାଜ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ହୁଁ—ତବେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରା ଭାଲ । ତବେ ଏ-କ୍ଷେତ୍ରେ ତୁ' ଏକଟି କଥା ବିବେଚନା କରା ଉଚିତ—

(୧) ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର କାଜ କରିବାର ଅବସର ଥାକା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାଏ ଯଦି କୋନଓ ବିଧବୀ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କବେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥାଲୀ କାଜ କରିଯା ତାହାର ଯଦି ଅଞ୍ଚ କାଜ କରିବାର ଅବସର ନା ଥାକେ ତାହା ହିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ କାଜ କରାଇବାର ଜନ୍ମ ଜିଦ କରା ଉଚିତ ନାଁ । ଆମାଦେର ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖା ଚାହିଁ ଯେ, ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଯା କେହ ଆଲମ୍ବେ ସମୟ କାଟାଇତେଛେ କି ନା । ଏହି ଜନ୍ମ inspection ବା ସ୍ଥାନୀୟ ତଦ୍ଦତ୍ତ କରିଯା ସଂବାଦ ଲାଗ୍ଯା ଉଚିତ । ସମୟ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାକା

সত্ত্বেও যাহারা কাজ করেন। তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্টের প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয়।

(২) যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারে অন্য কোন কার্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়।

(৩) কাজ করাইতে হইলে Variety of Choice থাকা চাই; কারণ সব লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লঙ্ঘয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঁড়া প্রস্তুত করান—তারপর কঠিন কাজ শিখাইবে।

(৪) যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা নাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শেখা পয়স্ত সে ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্ত্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবণতি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social Service-এ অসীম ধৈর্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই—raw-materials (যেমন খবরের কাগজ, তুলা অথবা ঝিলুক) তোমরা যোগাইবে, যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা সাহায্যের বিনিময়ে raw materials হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত যাহাতে তোমাদের জিনিষ তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এই সব জিনিষ তাহারা বিক্রয়

করিয়া খরচ খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানে (অন্তত আংশিক ভাবে) খরচ উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য।

লাইভ্রেরীর জন্য টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইভ্রেরীর জন্য hap-hazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সর্বাগ্রে বাঙ্গলা ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই 'সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম বই সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্তত কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও কৃচির লোক আস্তুক না কেন সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইভ্রেরী করা চাই।

*

*

*

দূরদেশে যদি স্থূতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot বেশীদিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে

তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে সূতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই, যদি অস্ততঃ খানিকটা সূতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারী না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকদের মধ্যে সূতা প্রস্তুত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশী দিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সূতা কাটিবে অর্থচ সূতা বিক্রয় করিবে না। তাহাদের সূতায় যদি ধূতি বা শাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা সূতা কাটিতে পারে। পুরো অনেক স্মাক এইভাবে সমিতিতে ধূতি ও শাড়ী প্রস্তুত করাইত। এখনকার অবস্থা আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যে, সমিতিতে সূতা লইয়া ধূতি শাড়ী প্রস্তুত কবিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে সূতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

৭০

শ্রীযুক্ত। বাসন্তী দেবীকে লিখত

Mandalay Central Jail
10.7.25.

মা,

এতদিন পত্র দিবার চেষ্টা করি নাটি, কলমে ভাষা আসচিল না—হাত অবশ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে যখন খবর কাগজে দেখি—তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তারপর যখন সমস্ত কাগজে একই কথা

দেখলাম—তখন বাস্তবের কাছে মাথা নোয়াতে হ'ল। তিনি মিজে আমাকে লিখেছিলেন যে ২১৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে আবার কর্ষের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন। সকলেই আশা করেছিল যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ তিনি সমাপ্ত করবেনই। কিন্তু এব মধ্যেই বজ্রপাত ! বজ্রপাতে মোকের শরীর মন অঞ্চলের জন্য অবসর থাকে—কিন্তু এ হেন অশনিপাতে অবসরতা সহজে দৃব হয় না।

প্রথম কথা মনে হ'ল—আজ আমি যে সুদূর ব্রহ্মদেশে ! হৃদয়ের প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করবাব স্মরণ হইতে বঞ্চিত। এ দুঃখ আমার পক্ষে ভোলবার নয়। কাবাগৃহ—কাবাব লৌহকপাট—কাবাব অসংখ্য গারদগুলি ইহার পূর্বে কখনও এত বিষময় বলিয়া বোধ হয় নাই। ইচ্ছা হ'ল টেলিগ্রাম কবে প্রাণের একটা কথা অন্তঃ বলে পাঠাই—কিন্তু Conventional হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তাহা করলাম না।

“

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে বহুমপুরে বদলি হ'ব। বিদায়ের সময়ে আমি তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে বললাম “আপনার সঙ্গে বোধ হয় অনেকদিন দেখা হবেনা”। তিনি উত্তবে হেসে বললেন “না আমি তোমাদের বেশীদিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।” হায় ! তখন কি আমি জানি যে আমার কথা এত বেশী সত্য হয়ে দাঢ়াবে—অদৃষ্টের কি পরিহাস !

আমি ৬ই জুনে তাঁর নিকট একখানি পত্র দিই—সে পত্র কি তিনি পেয়েছিলেন ? তাঁর শেষ পত্র আমি এইখানেই পাই। সেই চিঠি এবং সেই চিঠির ভাষা তাহাব ভালবাসার শেষ নির্দর্শন। আমি সেই চিঠির উত্তরে ৬ষ্ঠ জুনে দার্জিলিং এর ঠিকানায় পত্র দিই।

কয়েকদিন হ'ল আপনার নিকট ১৪৮নং টিকানায় আমরা সকলে মিলে একটা Joint চিঠি দিয়েছি। সে চিঠি পেলেন কিনা তা' জানবার জন্য আমরা একটু উদ্বিগ্ন আছি। আপনার মনের অবস্থা যদি সে রকম না হয়—তা' হ'লে লৌকিকতার দরজন কোনও উত্তর দেবার প্রয়োজন নাই। প্রাপ্তি সংবাদ পেলেই আমাদের যথেষ্ট হবে।

তার বক্তৃ বাক্তব ও follower দের মধ্যে কেহ কেহ তাহার appreciation লিখেছেন বা লিখিতেছেন। কিন্তু appreciation লিখবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা তার এত নিকটে বাস কবেছি এবং তাহার প্রাণের গভীরতা ও বিস্তৃতি এতটা অনুভব করেছি যে সেই অনুভূতি-জনিত বিহ্বলতার মধ্যে কিছু লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সাম্মতি দিবাব ভার ধাদের উপর—আশা করি তাঁহারা সে কর্তব্য পালন করেছেন। আমার কি সাম্মতি দিবাব শক্তি আছে? আমারই যে সাম্মতির প্রয়োজন। তাই বলি আপনাকে ভগবানই শক্তি ও সাম্মতি প্রেরণ করুন।

তোম্হলকে পত্র দিয়েছিলাম—তার উত্তর পেয়েছি। প্রত্যুভূতির আগামী সপ্তাহে দিব।

আমি বাহিরে থাকলে আমাব সেবার কোনও ফল হত কিনা জানিনা। আমার সেবার প্রয়োজন হ'ত কিনা—তা'ও জানিনা। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আজ যে সেবার সুযোগ আমার নাই—এই কথা যেন ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বদ্ধ দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। ঘেঁথানে মানুষ সামর্থ্যহীন—সেখানে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি তিনিই আপনাকে সাম্মতি

ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তির অর্ধ্য গ্রহণ করিয়া
আমায় ধন্ত্য করুন।

ইতি
আপনার সেবক
শ্রীসুভাব
(C/o D.I.G. I.B, C.I.D.
I3, Elysium Row.
Calcutta)

Mrs C. R. Das
2, Beltala Road,
Calcutta.

৭১

বিভাবতী বস্তুকে লিখিত

শ্রীশ্রীচূর্ণা সহায়

মান্দালয় জেল
৭১৮১২৫

পূজনীয়া মেজবৌদ্দিদি,

আমি অনেকদিন হ'ল আপনাকে কোনও পত্র দিই নাই। এ
সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মত কিছু নাই তাই আপনাকে লিখতে
বসেছি। আপনাকে কাজের সম্বন্ধে লেখবার প্রয়োজন নাই তাই
ঘৰকল্পা সম্বন্ধে লিখব।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মধুবাবাবে গুড়ং দদ্যাং।
অর্থাৎ যেখানে মধুর অভাব, সেখানে গুড় দিয়ে মধুর কাজ সারা উচিত,
তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে বেরালছানা দিয়ে মেটান হয়।

আমি ছোট ছেলে মেয়ে খুব পছন্দ করি কিন্তু বেরালছানা আমার ভাল লাগেনা—বিশেষতঃ যেখানে সব কয়টা বেরালই বদরঙ্গের। তা' আমার কথা কেহ শুনতে চায়না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বেরাল ভালবাসে—আর যে সব গরীব কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালীর কাজ করে তারাও বেরাল ও বেরালছানাকে আদর করে। এইসব লোকের বেরাল শ্রীতির ফলে এখানে বেরালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে বেরাল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে—তাকে সবাই “ময়লা-লু” বলে, তার আসল নাম “লবানা”। আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে “ময়লালু”—বর্ণা ভাষায় “লু” মানে “লোক” বা “মানুষ”। সে ময়লা সাফা করে অতএব তার নাম “ময়লালু”। “ময়লালু” কথাটা ভাল লাগেনা বলে “মলয়ালু”—তার থেকে তার ভাল নাম দাঢ়িয়ে গেছে “মলয়”। আমাদের “মলয়” যখন শোয়—তখন তার মাথার কাছে বেরাল, বুকের উপর বেরাল, পায়ের কাছে বেরাল। চতুর্দিকে বেরালের পরিবারের দ্বারা পরিচৃত হয়ে সে ঘুমোয়। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেরালকে খাওয়ায়—আর আমাদের কাছ থেকে ছুধ চেয়ে নিয়ে বেরাল ছানাকে ছুধ খাওয়ায়। আর সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয় রাজ্যের বেরাল তার কাছে ছুটে আসে। ইতি বেরাল কাহিনী সমাপ্ত।

আমাদের গৃহস্থালী নেহাঁ ছোট নয়। পরিবারের সংখ্যা ১৯ জন। তবে বলা বাহুল্য যে সকলেই পুরুষ। চাকর টাকর নিয়ে মোট ২০জনের বেশী বই কম নয়। জেলের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস করি। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর—জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পায়না। আমাদের সংসারের মধ্যে বাবুচৌধুরী, মশালজী, মেথর, বাড়ুদার ইত্যাদি সবরকম লোক আছে। বসতবাটী ছাড়া এই ক্ষুদ্র জেলের মধ্যে রান্নাঘর, পুখুর, খেলবার জগ্য, টেনিস কোর্ট

অভূতি আছে । স্নানের ঘর গত হুমাস ধরে তৈয়ারী হচ্ছে কবে তৈয়ারী শেষ হবে তা শ্রীতগবান ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বলতে পারে না ।

বুকতেই পারছেন যে এই বৃহৎ সংসারে সকলেই কয়েদী—কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী আর কেহ আমার মত বিনাবিচারে সরকারের হস্তান্তরে কয়েদী । আপনারা চোর ডাকাতের নাম শুনে বোধ হয় নাক সিঁটকোবেন, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপব আমার আর ঘৃণাব ভাব নাই । এদের মধ্যে অনেকেই বিপদে পড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অস্থায় কবে এবং অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয় । তাদের মধ্যে অনেকেরই দুদয় আছে এবং ভাল অবস্থায় পড়লে তারা যে ভাল হতে পারে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই ।

শাস্ত্রে বলে—“গৃহিণী গৃহং উচ্যতে” অর্থাৎ গৃহিণী না থাকলে গৃহ নাকি গৃহই নয় । আমাদের এখানে গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই । গৃহিণীর অভাবে আমাদের একজন ম্যানেজার বাবু নিযুক্ত করা হয়েছে—বলা বাহল্য যে ম্যানেজার বাবু আমাদের মত একজন বিনা বিচারে কয়েদী । তিনি হিসাব পত্র বাখেন ; দৈনিক বাজাবে ফর্দ তৈয়ারী করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে তিনি সর্বে সর্ববা, আমাদের এই বিশাল সংসার তার অঙ্গলি চালনায় চলে । খাওয়া পৰাব জন্য তাকে আমরা দায়ী করি এবং খাওয়া খারাপ হলে তাকে গালাগালি দিতে ছাড়ি না । আমাদের এই সংসারের নাম রাখ হয়েছে—অমুক বাবু হোটেল ।

এখানকার খাওয়া দাওয়া সাধারণতঃ মন্দ নয়—তবে আজ কয়েকদিন হ'ল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বেঁধেছে । ব্যাপারটা কতদুর গড়াবে তা এখন বুঝতে পারছি না । বাঙালীর মিষ্টান্ন বাদে এখানে জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না—তবে জিনিষপত্রের দাম বড় বেশী । ম্যানেজার বাবুর কৃপায় এখানে

আমাদের উঠানের এককোণে মুরগীশালা খোলা হয়েছে—সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলি মোরগ ও মুরগী স্থান পেয়েছে। সকাল সন্ধ্যা এই সব পক্ষবিনিষ্ট জীবের “কক্র কো” শব্দে আমি অঙ্গির হয়ে উঠি—কিন্তু এই মধুর রব না শুনলে ম্যানেজার বাবুর নাকি সুম হয়না।

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুখুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্যন্ত জল ধরে। সেই পুকুরের জল পবিষ্ঠার থাকলে আমরা লক্ষ বাষ্প করে, একটু সাঁতার কাটবার চেষ্টা করি। অবশ্য যেখানে ডোববার ভয় নাই—সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। কিন্তু আমি গোড়ার বলেছি মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়—আমরাও নদীর অভাবে বড় চৌবাচ্চায সাঁতার দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই।

ম্যানেজার বাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। তবে তার মধ্যে গন্ধহীন স্ম্যামুখী ফুলট বেশী, এ রাজে সুগন্ধি ফুল পাওয়া সহজ নয়। জানি না এটা দেশের গুণ কি জেলের গুণ। জেলের মধ্যে যে সব রঞ্জনীগন্ধা ফুল ফোটে সেগুলোর সুগন্ধি নাই বলে মনে হয়।

আমার কাহিনী আজ এখানেই অসনাপ্ত রাখতে হবে—তা না হলে এ সপ্তাহের ডাক যাবে না। কাহিনী সকলকে পড়ে শোনাবেন; মেজদাদাকেও। আমি প্রতোক সপ্তাহে বাড়ীতে পত্র দিই। যদি কোনও সপ্তাহে আমার পত্র না পান তবে এখানকার সুপারিন্ট্যাণ্ডেন্টকে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন।

আপনারা সকলে কেমন আচেন—এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল কিনা জানাবেন। যদি ভাল লাগে তা হলে আমি আরও লিখতে পারি। আমার প্রণাম জানবেন।

ই. ত

সুভাষ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শিথিত

মান্দালয় জেল

১২৮১২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

‘মার্সিক বস্তুমতী’তে আপনার “স্মৃতি কথা” তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মহুয়া-চরিত্রে আপনার গভীর অস্তদৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মায়তা এবং ক্ষুজ্জ ক্ষুজ্জ ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ ক’রে রস ও সত্তা উদ্বার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিয় সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা। তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা’ নয়—আপনি আমাদের মনের বোরাটাও হালুক। করেছেন। বাস্তবিক “পৰাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয় বেশী।” এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তার অনুগ্রহ, কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝেছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল—“একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাহার আশে পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের ক্ষাত্রে জানাইতে ভালোও লাগে না।” বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগৃত কথা প্ররের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না

করতে পারে তা' হলে অসহ বোধ হয়, মনে হয়, "অরসিকেষু রস-
নিবেদনং শিরসি মা লিখ"। আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন
আর কে বুঝতে পারে ?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল
লেগেছে।...."আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ"। প্রকৃতপক্ষে আমি
এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ
হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না
করেও পারতেন না। আর তিনিও মত নির্বিশেষে সকলকে ভাল-
বাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাটি দিয়ে আমি তাঁকে
মন্তব্য চরিত্র বিচার করতে দেখিনি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে
নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন
এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অঙ্কের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম।
কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সবচেয়ে ঝগড়া। নিজের
কথা বলিতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু
আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করিনা কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা
অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কথনও বাঁচ ত হ'ব
না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত ঝড় ঝঞ্চা আশুকনা কেন—
তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার
মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ
করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে
একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না
করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা
এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্গিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের

পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানা প্রকার অসত্যে এবং অর্ধ সত্যে বাঙ্গলার সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদেব কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব গ্রামোজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শক্র—কাহারও চরণ ধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটী প্রাণী মিলে আসব জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণ গোরব ঘুরে এল—বাহিবের লোক এবং পদপ্রার্থীর যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পবিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পবিশ্রম ক'বে ভাণ্ডাবে অর্থসঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জন-মত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা বাহিবের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঝুঁকি, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিবের কর্ষভাব—এই ছয়ের চাপে তার পার্থিব দেহ আর সহা ক'রতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তার স্বদেশ সেবাত্ত্বতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তার উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহন্ত। তিনি তার পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এবং অনেকটা সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খঃ ধর-পাকড়ের সময়ে স্থিব সঙ্কল্প করেছিলেন যে একে একে তার পরিবারের প্রত্যেককে কারাগাহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম

বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্ৰই ধৰা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূৰ্বে তাঁর পুত্ৰের যাওয়ার কোনও প্ৰয়োজন নাই এবং একজন পুৰুষ বৰ্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না। অনেকক্ষণ ধৰে তক্ষ বিতৰ্ক চলে, কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার কৰতে পাৰিনি। শেষে তিনি বলেন, “এটা আমাৰ আদেশ—পালন কৰতে হবে।” তাৰপৰ প্ৰতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধৰ্য্য কৱলুম।

তাঁৰ জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁৰ উপৰ তাঁৰ অধিকাৰ বা দাবী নাই, সেইজন্তু তাকে পাঠাতে পাৱলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগদত্তা—তাকে পাঠান উচিত কিনা—সে বিষয়ে ভীষণ তক্ষ হ'ল, তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবাৰ অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অত্যন্ত সকলেৰ মত—তাকে পাঠান উচিত নয়। কাৱণ একেই তিনি অস্বীকৃত, তাৰপৰ আবাৰ বাগদত্তা—শীঘ্ৰই বিবাহ হবাৰ কথা। এ ক্ষেত্ৰে দেশবন্ধু সাধাৱণেৰ মত স্বীকাৰ কৰতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সৰ্ব প্ৰথমে ভোঞ্বল যাবে—তাৰপৰ বাসন্তী দেবী ও উৎসুকী দেবী যাবেন—এবং তাঁৰ ডাক যে মুহূৰ্তে আসবে তখনই যাবাৰ জন্য তিনি প্ৰস্তুত থাকবেন।

বাহিৰেৰ ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনাৰ মূলে—লোক-চক্ষুৰ অন্তৱলে যে ভাব, যে আদৰ্শ, যে প্ৰেৱণা নিহিত রয়েছে—তাৰ সন্ধান কয়জুন রাখে? তাঁৰ সাধনা শুধু নিজেকে নয়—তাঁৰ সাধনা তাৰ সমস্ত পৱিত্ৰকে নিয়ে। আমাৰ মনে হয় যে, মহাপুৰুষেৰ মহত্ব বড় বড় ঘটনাৰ চেয়ে ছোট ছোট ঘটনাৰ লিতৰ দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আৰাট ও আৰণ মাসেৱ ‘বসুমতী’তে আমি

দেশবন্ধুর সহকর্মী ও অনুগত কর্মীদের লেখা সংজ্ঞে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাধা শব্দের পুনরাবৃত্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি এক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্গিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁট আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না। দেশবন্ধুর শিশ্য ও সহকর্মীদের কাছ থেকে এব চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকাল-মৃত্যু ও দেহতাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা ও তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোধা কতকটা লাঘব করতেন, তাঁ'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পবিত্রম করে আয়ু শেষ করতে হত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে কোনও মানবের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতি-সংক্রান্ত সব রকম দারিদ্রের বকল্মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঢ়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অন্তরোধ ও ইচ্ছা আপনি ‘স্মৃতি কথা’ র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আবও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাগুর এত শীত্র শৃঙ্খল হতে পারে না, অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে স্মৃতির মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি কেবল হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস

হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই । বাহিরে গেলেই যে শাশানের শৃঙ্খলা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে । এখানে সুখে দুঃখে শৃঙ্খলা ও স্বপ্নের মধ্যে দিন-গুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে । পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না । ধাকে ভালবাসি—ধাকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায় । তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আচাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায় । বাহিরের হতাহ, বাহিরের শৃঙ্খলা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না ।

এখানে, না এলে বোধ হয় বুরুতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি । আমার সময়ে সময়ে ননে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

“সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ।”

যখন কণেকের তরে বাঙ্গলার বিচ্চিরণ মানস-চক্ষের সম্মুখে তেমনে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে । কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে ।

কেন এ পত্র লিখে ফেলুম জানি না । আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসেনি । তবে আপনার লেখা পড়ে, কতকগুলো

কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখে ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখিনা, যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o D.I.G. I.B., C.I.D.

13, Elysium Row

Calcutta.

৭৩

বিভাবতী বস্তুকে লিখিত

শ্রীশ্রীগুরী সহায়

মান্দালয় জেল

১১১৯২৫

পূজনীয়া মেজবৌদ্দিদি,

আপনার চিঠি পেয়ে ঘাব পৰ নাই আনন্দিত হয়েছি। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যে রস উপভোগ করেছেন তা' জেনে স্বীকৃত হয়েছি—কারণ মধ্যে ২ আশঙ্কা হয় যে হয়তো জেলে থাকতে থাকতে জীবনের সব রস শুকিয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলে “রসো বৈ সঃ”—অর্থাৎ ভগবান না কি রসময়। স্মৃতিৎ রস যে লোক হারিয়েছে—সে যে জীবনের সার বস্তু—আনন্দ—হারিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই—তার জীবন তখন ব্যর্থ, নিরানন্দ ও দুঃখময়। আমার চিঠি পড়ে আপনারা যদি আনন্দ পান, তাহলে বুঝতে পারব যে আমি আনন্দ দিবার ক্ষমতা এখনও হারাই নাই। পৃথিবীর বড়

বড় লোকেরা—যেমন দেশবন্ধু, ববি ঠাকুর ইত্যাদি—অনেক বয়স পর্যন্ত, এমন কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত—আনন্দ ও স্ফুর্তি হারান না। সে আদর্শ আমাদের পক্ষে অনুকরণীয়।

যাক—বক্তৃতা রেখে এখন গল্প করি। এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যা শুনলে আপনারা মনে করবেন বুঝি নাটক অথবা উপন্যাসের কথা বলছি। আমাদের মলয় হঠাতে খালাস পেয়ে বাড়ী চলে গেছে। তার সাত বৎসর মেয়াদ হয়েছিল এবং প্রায় সাড়ে তিন বৎসর মেয়াদ সে ভোগ করেছিল। গভর্নমেন্টের নৃতন নিয়ম অনুসারে যাদের বেশী মেয়াদ হয়, তাদের মেয়াদের অর্দ্ধেকটা.... ভোগ হয়ে শেষে, তারা খালাস পেতে পারে। সে নিয়মানুসারে হঠাতে একদিন খবর এলো যে মলয় কালই খালাস পাবে। যার তিন বৎসর মেয়াদ বাকী আছে, সে যদি হঠাতে খবর পায় কালই খালাস পাবে, তবে তার মনের অবস্থা কি রকম হবে—তা হয় তো কল্পনা করতে পারেন। বহুদিন যাদের দেখে নাই, বহুদিন যাদের খবর পায় নাই, বহুকাল যাদের দেখা পাবার আশা ছিল না—হঠাতে তাদের সব কথা সব স্মৃতি যখন মনের মধ্যে ভেসে গুঠে তখন বাধ হয় মানুষের মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। আমরা মনে করেছিলাম যে হঠাতে খালাসের খবর পেয়ে সে আনন্দে নৃত্য করবে—কিন্তু তা যখন করলে না তখন বুঝতে পারলাম যে অত্যন্ত আনন্দের চাপে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। মনের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলছে “কাউণ্ডে কাউণ্ডে” অর্থাৎ “ভাল ভাল”।

তার খালাসের পূর্বদিনে তাকে কাছে বসিয়ে তার বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম তার ছাইটি স্ত্রী, এবং ছাইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। এক স্ত্রীর কোন সন্তান হয় নাই। বহুকাল, অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসর, এদের সম্বন্ধে কোনও খবর পায় নাই। তাই

খালাসের সময়ে তাদের মঙ্গল সম্বন্ধে অমঙ্গল চিন্তা করে মর্টা আকুল হয়েছে। তারা সকলে বেঁচে আছে কিনা—তারা কেমন আছে এই সব চিন্তা এতদিন এক রকম চাপা ছিল। কিন্তু খালাসের সময়ে এই কথা মনে আসতে একদিকে আনন্দ হচ্ছে এবং অপর দিকে নানা প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণে ও খালাসের খবর পেয়েও বেশী আনন্দ করতে পারে নাই।

তারপর তার বাড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে শুনলাম যে সে গ্রাম্য জমিদার কি রাজা। পূর্বে তারা একেবারে স্বাধীন ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য বর্ষীদের রাজাদের সহিত লড়াই করেছিল। তারপর ইংরাজের অধীনে তারা গিয়ে পড়ে। মধ্যে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, খজনা বন্ধ করাতে ইংরাজের সহিত তাদের লড়াই হয়। সেই লড়াইতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরে। শেষে হাঁর মেনে সে পলায়ন করে। প্রায় তিনি বৎসর লুকিয়ে থাকবার পর তার বৈমাত্রেয় ভাই তাকে এবং তার ভাট্টকে ধরিয়ে দেয় । তার ভায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তার অর্থাৎ মলয়ের সাত বৎসর মেয়াদ হয়।

তারপর মলয় তার শরীরের অনেকগুলি ক্ষতচিহ্ন দেখাইল সে সবগুলি যুদ্ধের সময়ে আঘাতের চিহ্ন। তারপর আমরা বর্ষাদেশের ইতিহাস শুনে দেখলাম যে তার কথা সত্য বটে। তার খালাসের পরও সেই দেশের অন্যান্য কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে মলয়ের কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

একজন গ্রাম্যরাজাকে আমরা মেথর করে রেখেছি একথা শুনে আমরা লজ্জায় ঝাথ্য হেঁট করলাম। শেষে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে ,কেন মেথরের কাজ করতে স্বীকার করল। অত্যন্ত ছঃখের সহিত সে বললে—“কি করব—জেলের হুকুম ! এখানে

কি আর মানুষ আছি—এখানে কুকুর হয়ে গেছি। আবার বাহিরে
গেলে তখন মানুষ হব।”

তার করণ কাহিনী শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—ভবিষ্যতে
সে কি করবে। অনেক চিন্তা করে বললে,—“এখনও কিছু স্থির
করতে পারি নাই। আমার বৈমাত্রেয় ভাই আবার শক্ততা আচরণ
করবে কিনা জানিনা—কারণ আমার অবর্ত্তমানে সেই জমিদারী
ভোগ করছিল। ভয় হয়—হয় তো আমার কপালে এখনও অনেক
দুঃখ আছে।”

যাবার সময়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ীতে গিয়ে আমাদের
কথা ভুলে যাবে কিনা। তখন গদগদ কঢ়ে বললে—“বেঁচে থাকতে
আপনাদের স্নেহের কথা ভুলবনা—এবং আমার ছেলে ও নাতিদের
কাছে আপনাদের গল্প করব।”

এখন আপনারা বলুন তো যে এ ঘটনা সত্য বলে মনে হয়,
না উপন্যাসের গল্প বলে মনে হয়? ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে
যে সত্য ঘটনা অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও অলৌকিক বলে বোধ হয়।
এও তাই।

বর্ষা ভাষা ভালো রকম শিখতে পারি নাই—তবে সাধারণ কং বার্তা
চালাবার মত কিছু কিছু শিখেছি। বর্ষাদের মধ্যেও কেহ কেহ
ইংরাজী বা হিন্দুস্থানী জানে তাদের সাহায্য নিয়ে বর্ষা কথা আমরা
বুঝে থাকি। মোটের উপর একটু অস্বিধা হলেও আমরা কোন রকমে
কাজ চালিয়ে নি।

টেনিস কোর্টের দরজ আমরা কতকটা ব্যায়াম করতে পারি।
তা না হ'লে বোধ হয় বাতগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতুম। এমনি তো
বাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে ব'লে বোধ হয়। পূর্বে আমরা ব্যাড-
মিন্টন খেলতে পেতাম। ব্যাডমিন্টন আমি চিরকাল মেয়েদের খেলা

বলে মনে করতাম এবং সেইজন্য কখনও খেলি নাই । জেলে এসে সব উচ্চে যায়—তাই আবার শৈশব ফিরে আসে এবং আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতে আরঙ্গ করি । অথবে যে একটু লজ্জা হ'ত না তা বলতে পারি না । তবে শাস্ত্রে বলে যে মধু না পাওয়া গেলে গুড় ব্যবহার করা উচিং । তাই অন্য খেলার অভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা খেলে আশ মেটাতে হ'ত । আমাদের সব সময়ে জেলখানার মধ্যে আর একটা ক্ষুদ্র জেলে বাস করতে হয়—আমাদের ওয়ার্ডের (ward) বাইরে আর কাহারও সহিত মিশিবার উপায় নাই । অধিকাংশ জেলে আমাদের কপালে একপ ward (ওয়ার্ড) জুটতো—যে কোন রকমে ব্যাডমিন্টন খেলার মত জায়গা করে নেওয়া যায় । এখানে একটু জায়গা বেশী থাকাতে টেনিস খেলা সম্ভব হয়েছে । তাতেও মুক্ষিল এই যে বলগুলি প্রায় দেয়াল পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে । আর যে গুলি বাইরে যায় না সেগুলি দেয়ালের গায়ে আধাত খেয়ে আবার কোর্টের মধ্যে এসে পড়ে । তবুও “নেই মামাৰ চেয়ে কানা মামা ভাল ।”

পুখুরের জল বাড়বার উপায় নাই । কারণ বাড়লেই উপচে নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায় । আর মধ্যে মধ্যে পুখুর খালি করে নৃতন জল ভরতে হয় । বস্তুতঃ চৌবাচ্চা না বলে পুখুর বলবার কোনও কারণ নাই । তবে ব'লে মনকে বোঝান যায় যে পুখুরে স্নান করেছি ।

এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন কৰা হচ্ছে । আশা করি এখানেই মায়ের পূজা করতে পারব । তবে খরচ নিয়ে কর্তৃপক্ষদের সহিত বক্তব্য চলছে দেখা যাক কি হয় । পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন তুল না হয়—বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটিবে ।

আমাদের হোটেলে সবই পাওয়া যায় । সেদিন ম্যানেজার বাবু আমাদের গরম গরম জিলিপী খাওয়ালেন—আর আমরাও ছহাত তুলে

আশীর্বাদ করলাম তিনি যেন চিরকাল জেলেই থাকেন। তার পূর্বে
রসগোল্লা খাইয়েছিলেন যদিও গোল্লা রসে ভাসছিল তবুও ভিতরে রস
ছিল না এবং ছুড়ে মারলে রগ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু
আমরা সেই লৌহবৎ রসগোল্লা নিশ্চিন্তমনে গন্ধাধঃকরণ করে কৃতজ্ঞ
চিন্তে ম্যানেজার বাবুর দীর্ঘায় কামনা করেছিলাম।

আমরা যখন বাঙালী তখন বাঙালী রকমের রান্না নিশ্চয় হয়।
ম্যানেজার বাবু স্থির করেছেন যে জগতে একমাত্র পেঁপেই সত্য—তাই
ঝোলে ঝালে অশ্বলে, তরকারীতে ডালনায়—সর্বত্র পেঁপে পাওয়া
যায়। আর যেহেতু আমাদের ম্যানেজার বাবু half doctor ' অর্থাৎ
আধা ডাক্তার—তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বেশী পরিমাণে পেঁপে
ভক্ষণ করলে পেটের অবস্থা ভাল থাকবে। চলতি কথায় বলে—
“খাওয়ার মধ্যে থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।” এখানে
থোড়ও পাঁই না আর বড়িও পাই না। তাই বলতে ইচ্ছা করে
নিরামিষ রান্নার মধ্যে পেঁপে, বেগুন, শাক, বেগুন, পেঁপে। ভাগিয়স
পাঁঠা ও মুরগীটা খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাই ম্যানেজারের গুণগান
করতে পারছি—তা না হলে কি হোত বলা শক্ত।

এটা কিন্তু না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে যে এর
মধ্যে ম্যানেজার বাবু অনেক অশ্বরোধের ফলে ধোঁকার ডালনা, ছানার
কালিয়া ও ছানার পোলাও খাইয়েছেন। অতএব তাঁর জয় হ'ক।
দুর্মুখেরাও যেন তাহার নিন্দা কখনও না করে!

বাগানের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। এখানে বাগানের অবস্থা
শোচনীয়। ফুলের বীচি লাগান হয়েছিল পিংপড়ে ও পোকার উপজ্ববে
বেশী গাছ গজায় নি। যে কয়টি হয়েছিল মুরগী কয়টা মিলে সেগুলি
ধ্বংস করেছে। ফলে, গাছের মধ্যে এখন দাঢ়িয়েছে সূর্যমুখী এবং ঐ
জাতীয় দুই এক রকম গাছ। রজনীগন্ধা গাছ কয়েকটা 'আছে কিন্তু

গঙ্গা নাই বলিলে অত্যন্তি হয় না। গঙ্গা ও গানের অভাব সময় সময় বোধ করি। কিন্তু উপায় কি?

এ মূলুকে ভাল চা পাওয়া যায় না—তাটি কলকাতা থেকে ভাল চা আনবার জন্য দোকানে আমরা ফরমাস দিয়েছি। এখানকার লিপ্টন ও কুকবণ্ড চা অখাত এবং উভয়ই বিলাতী। আমি গত চিঠিতে খলের কথা লিখেছিলাম। একটা ভাল খল কবিরাজী ওষুধ খাবার জন্য। এবং খড়োকে বলবেন ভালো চায়ের দোকানের ঠিকানা আমাকে জানাতে। আমরা দার্জিলিঙ্গের অরেঞ্জপিকো (Orange Pekoe) চা খাই। এখানকার দোকানে ফরমাস দিয়ে আমবা কলকাতাব সেই দোকান থেকে চা আনাবো।

সবচেয়ে সুন্দর এখানকার টিলিশ মাছ। দেখতে ঠিক গঙ্গার টিলিশ। কিন্তু গঙ্গার অথবা বাঙালার টিলিশের মত একটুও স্বাদ নাই। খাবার সময় বলতে পারা যায় না কি মাছ। মাছের মধ্যে রই ভিন্ন ভাল মাছ পাওয়া যায় না। চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় বটে—কিন্তু আগুন দর।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। কঞ্চি মামা এখন কোথায়? প্রাক্টিশ কেমন হচ্ছে? মেজদাদাকে বলবেন যে টাকার কথা যা লিখেছিলাম তা যেন পাঠান। আপনারা কি এবাব দেশে যাবেন পূজার সময়? আমার Financial Secretary-র খবর কি? তিনি এখন বোধ হয় কটকে? অরংগার ও গোরার বিবাহ কি স্থির হল? বড়দিদিরা কেমন আছেন? শরীর কেমন?

কাপড় জামা ইত্যাদি সমস্কে জিজ্ঞাসা কবেছেন। আপনারা কি জানেন না যে আমরা সন্তানের অতিথি? আমাদের কি কোন অভাব থাকতে পারে? আমাদের অভাব মানে যে সন্তানের নিন্দা। আর তাও কি হতে পারে?

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। স্বর্থে দুঃখে দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছে। গরমের সময় বেশ অসুবিধা হয়েছিল আর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়েছিল। বদলী হবার জন্য যে দরখাস্ত করি সে দরখাস্ত নামঙ্গুর হয়। কর্তৃপক্ষেরা বোধ হয় মনে করেন যে আমি ছলনা করে বলছি যে—আমার শরীর খারাপ। অথবা মনে করেন যে আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ; সরকার এত কষ্ট করে আমার খোবাক পোষাক বিনা খরচে যোগাচ্ছেন—আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বদলী হবার জন্য ব্যস্ত। যাক এখন আর বদলী হবাব আকাঙ্ক্ষা রাখি না। গরমটা কমেছে; শরীরটা তাঁটি পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। যদি তজমেব গোলমাল না বাড়ে, তবে শীতকালটা ভাল থাকব বলে ভরসা কবি। এখান থেকে বর্ষাবাজার প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়—এবং তাঁরই কেল্লার মধ্যে যে জেলখানা সেই জেলখানার মধ্যে আমরা বাস করি। পূর্ব গৌরবের কথা প্রায় মনে হয় এবং বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে যে চোখে জল আসে না তা বলতে পারি না। ভারত কি ছিল—আর কি হয়েছে!

এখানে এসে অনেক শিখেছি এবং সে হিসেবে অনেক লাভও হয়েছে। ভগবান যা করেন—মঙ্গলের জন্য করেন। দেশকে কত ভালবাসি তা বোধ হয় এখানে এসে ভালবকম বুঝতে পেরেছি।

আপনারা সকলে আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

শ্রীসুভাষ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀକେ ଲିଖିତ

Mandalay Jail

ଟଙ୍କ ୨୫୯।୨୫

ଆଚରଣେୟ—

ମା,

ଅନେକଦିନ ସାବଂ ଆପନାର କୋନ ଖବର ପାଇ ନାଟ । ଆପନି କେମନ ଆଛେନ ? ବାଡ଼ୀର ଚିଠି-ତେ ଆପନାର ଖବର ସା ପେଯେ ଥାକି । ତା ଭିନ୍ନ କୋନଓ ଖବର ଆର ପାଇ ନା । ଆମି ମନେ କରେଛିଲାମ ଯେ ଭୋସଳ ମଧ୍ୟେ ସଂବାଦ ଦିବେ—କିନ୍ତୁ ସେ ତା କରେ ନା । କଯେକଦିନ ହଇଲ ଭୋସଳକେ ପତ୍ର ଦିଯାଛି—ତାର କୋନଓ ଉତ୍ତର ଆଜଓ ପାଇଲାମ ନା । ପୂର୍ବ ପତ୍ରେ ଉତ୍ତର ତୋ ଦେଇଟି ନାଟ । ସାହା ହଟ୍ଟକ ଚୋଥେର ସାମନେ ନା ଥାକଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକେର ଅଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା—ତାଇ ସେ ସଂବାଦ ଦେଇଯା ପ୍ରୋଜନ ମନେ କରେ ନାଟ । ଆର ଏକ ହିସାବେ ଆମାଦେର ତ ଅଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନାହିଁ-ଟି । ମହାଞ୍ଚାର କଥାଯ ଆମରା “civilly dead.” । ବୁଝି— କିନ୍ତୁ ମନ ବୋବେ ନା ବଲେ ବାହିରେ ଖବର ପେତେ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଏଟ ରକମଭାବେ କିଛୁଦିନ ଚଲଲେ ଆର “civilly dead” ନା ହୁୟେ ଉପାୟ ଥାକବେ ନା ।

ଆଜ ମହାଷ୍ଟମୀ । ଆଜ ବାଙ୍ଗଲାର ଘରେ ଘରେ ମା ଏସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁୟେଛେ । ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆଜ ଜେଲେର ମଧ୍ୟେ ତିନି ଏସେ ଦେଖା ଦିଯେଛେ । ଆମରା ଏହି ବଂସର ଏହିଥାନେଇ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀତୁର୍ଗୀ ପୂଜା କରିତେଛି । ମା ବୋଧ ହୁଏ ଆମାଦେର କଥା ଭୋଲେନ ନାହିଁ ତାଇ ଏଥାନେ ଏସେଓ ତାହାର ପୂଜା-ଅର୍ଚନା କରା ଗୁଣବତ୍ତର ହୁୟେଛେ । ପରଶୁଦିନ ଆବାର ଆମାଦେର କ୍ଵାଦିଯେ ମା ଚଲେ ଯାବେନ । ଜେଲଖାନାର ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଜୀବତାର ମଧ୍ୟେ—ପୂଜାର ଆଲୋ, ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ବିଲୀନ ହୁୟେ ଯାବେ । ଏଟିକୁପେ

কয় বৎসর কাটিবে জানিনা। তবে মা যদি এসে বৎসরাস্তে একবার দেখা দিয়ে যান তবে—কারাবাস ছুরিসহ হইবে না ভরসা করি।

এ চিঠি যখন আপনার নিকট পৌছাবে তখন বিজয়া দশমী হয়ে গেছে। বিজয়ার সময়ে সকলের ভক্তি ও প্রণাম আপনার নিকট পৌছবে। সঙ্গে সঙ্গে যদিশ্চামার যৎকিঞ্চিং ভক্তির অর্ধা আপনার নিকট পৌছায়—আর প্রতিদিনে যদি একটীবার আমি নীরব আশীর্বাদ লাভ করি তবে আমি ধন্ত্য হইব।

ইতি—

আপনার সেবক—

শ্রীসুভাষ

To

Sjta. Basanti Devi
2, Beltola Road
Calcutta

৭৫

শ্রীদিলীপকুমার বায়কে লিখিত

ম্যাণ্ডেলে জেল

১১০১২৫

একথা কিছুতেই মনে কোরোনা যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। “Greatest good of the greatest number” এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে “good” আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মাঝ্যের সকল কাজ হয় “productive” নয়

“unproductive”; তবে কোন কাজ যে “productive,” তা নিয়ে অনেক বাক্বিতগু হ’য়ে থাকে। আমি কিন্তু কারু কলা বা সে সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে “unproductive” মনে করিনে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক ব’লে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আট্টিষ্ঠ না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্মফল এ জন্যে তোগ করছি, তাহ’লে আমি নাচার। সে যাই হ’ক এ জন্যে যে আট্টিষ্ঠ হ’লুম না তার কারণ, হতে পারলুম না, আর আমাব বিশ্বাস শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না, এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আট্টিষ্ঠ না হলেই যে আট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই, আর কোনও কলার সমবাদার হ’তে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই খুলত।

দৌর্ঘ্যস্থাস ত্যাগ ক’রে এ আঙ্কেপ কোরোনা যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে ‘দিছ, যখন শেক্ষপীয়রের কথায় বলতে গেলে “the time is out of joint”. বদ্ধ, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্ধায় প্লাবিত করে দাও, আব যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবাব জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিন্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সন্তুষ ? কার্লাইল বলতেন্ সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হ’তে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত কণিকায় আনন্দের অন্তর্ভুক্তি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই,

কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা স্থষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে।

কিন্তু আট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গুণীর মধ্যে চলবে, আর সে রকম চর্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব সাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে।' বিশিষ্ট সাধানার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জিব ও খর্বই হয়ে যাব। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পার্শ্বাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নৃত্য কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তা ও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কৌর্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঢ়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তা হ'লে আমাদের চিত্তের যে কি দৈত্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদার 'গন্তীরা' গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুক্ষ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়টি ছিল। বাঙ্গলার অন্তর্ব ওরুপ জিনিয় কোথাও আছে ব'লেও আমি জানিনে, আর মালদারেও ওর মৃত্য শীঘ্ৰই অবশ্যভাবী, যদি নৃত্য ক'রে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙ্গলার অগ্রান্ত স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙ্গলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদার তোমার শীঘ্ৰ যাওয়া উচিত। 'গন্তীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই'—তার গুণই

এই যে সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই বেঁচে আছে, আর সেই হিসাবেই গঙ্গীরার বা মূল্য। সুতরাং ঝাঁরা ও প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ষা এক আশ্চর্য দেশ। খাঁটি দিশি নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুন্দর পল্লীতে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ আহ্লাদের খোরাক যোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চা কর ত মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ষায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চা কোন শ্রেণী বিশেষের গভীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ষাব আট চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লৌকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দক্ষণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য জ্ঞান অনেক বেশী পরিগতি লাভ করেছে। দেখা হ'লে এ বিষয় আরো কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রে বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোট খাটো ঘটনায় মানুষের মহস্ত দেব বেশী প্রকাশ পায়। দেশ-বন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতা-রূপে তার অনুগামী ছিলাম ব'লে নয়। তার বেশীর ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ তার সহকর্মী ও অনুচর ছাড়া



জানকীনাথ, বিভাবতী, সুভাষচন্দ্র। শরৎচন্দ্ৰ

১৯২১

ঠাঁর অন্ত কোন পরিজন ছিল না বললেই হয়। আমি ঠাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—ছ'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে ঠাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবাৰ সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাইত ঠাঁর পদতলে আঞ্চলিক নিয়েছিলাম।

তুমি শ্রীঅৱিন্দ সম্বন্ধে যা' লিখেছ, তার সবটা না হ'লেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আৱ আমাৰ মনে হয়, বিবেকানন্দেৰ চেয়েও গভীৰ, যদিও বিবেকানন্দেৰ প্রতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা অগাঢ়। আমিও তোমাৰ কথায় সায় দিই যে, “নীৱৰ ভাবনা, কৰ্মবিহীন বিজন সাধনা” সময়ে সময়ে দৰকাৰ হয়, এমন কি দীৰ্ঘ-কালেৰ জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজেৰ বা দেশেৰ জীবন-স্রোত থেকে নিজেকে দূৰে সৱিয়ে রাখলে মানুষেৰ কৰ্মেৰ দিকটা পঙ্খ হয়ে যেতে পাৱে, আৱ তাৰ প্রতিভাৰ এক পেশে বিকাশেৰ ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমানুষেৰ মতন কিছু একটা হয়ে উঠতে পাৱে। অসাধাৰণ প্রতিভাসম্পন্ন ছ'চাৰ জন প্ৰকৃত সাধকেৰ কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশীৰ ভাগ লোকেৰ কৰ্ম বা লোকহিতই সাধনাৰ একটা প্ৰধান অঙ্গ। নানা কাৰণে আমাদেৱ জাতিৰ কৰ্মেৰ দিকটা শূন্য হ'য়ে এসেছে, তাই এখন আমাদেৱ দৰকাৰ রজোগুণেৰ—“double dose”。 সাধক বা তাৰে শিশ্যদেৱ মধ্যে অতিৱিক্রিয় চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায়, তা হলে নিৰ্জনে ধ্যান যতদিনেৰ জন্যে তাৱা কৱে কৱক, আমি তাৰে সঙ্গে বাগড়া কৱতে যাব না। কিন্তু আমাৰ যেন “Sicklied o'er with the pale cast of thought” না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিষ্ঠেজকাৰী সকল প্ৰভাৱ এড়িয়ে চলতে পাৱে,—কিন্তু তাৱ চেলাৱা ? গুৰুৰ সাধনপদ্ধতি কি সজ্জানে না হোক অজ্জানে তাৰে কোন অনিষ্ট কৱবে না ?

আমি এ কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে বা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অস্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্য যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমাসনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুর্কোণ গর্ডের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হ'লে বিশ্বানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মান্তিত ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অঙ্গসারে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, তাহ'লে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মাঝুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মাঝুষ বিবেক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে, স্মৃতরাং আত্ম-বিকাশের সত্য পথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তা হ'লে লোক-মত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়। ইতি।

তোমার মেহবুব—সুভাষ

পরবর্তী তিনখানি পত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৫ ?)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতির খুব বেশী সভা সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্য্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয়ের দ্বারায় অপরের আগ্রহ ও সেবা প্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহায়ত্ব না জাগিলে সেবাকার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভব-পর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জন-প্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে—ইহাটি আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি ?

মাসিক ১৪০- টাকা পর্যন্ত টাঁদা আদায় হয় শুনিয়া স্বীকৃত হইলাম। বাড়ীভাড়া এখন কত দিতে হয় ? বাড়ী কয়তালা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে ? কর্পোরেসনের প্রাইমারি স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন জাতির ছাত্র পড়িতে আসে ? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন।

দৈনিক রন্ধন কে করে ? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে ? কতদিনের মধ্যে অন্ততঃ

একটা বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাইর কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্চাবী তৈয়ারী করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন ?

۹۹

মান্দালয় জেল

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশন-
ত্রত একেবারে নির্বৰ্ধক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্নমেন্ট আমাদের
ধর্ম্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙলা
দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাণসরিক ত্রিশ টাকা allo-
wance পাইবেন। ত্রিশটাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের
খরচ কুলাইবেন। তবে যে Principle গভর্নমেন্ট এতদিন স্বীকার
করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের
সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অতিভুচ্ছ
কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও
গভর্নমেন্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিঞ্চ বলিতে গেলে
আমাকে বলিতে হইবে “এহ বাহ”। অর্থাৎ অনশন-ত্রতের সব চেয়ে
বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবী পূরণের কথা।

বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারেনা, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

* * *

Social Service এর ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে তইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে ন্তন ভাব আসিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের 'শিল্প-বিভাগের বাংসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Home Industries)' কয়েক বৎসর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্বোপরি যেখানে গৃহশিল্প চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্য প্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীর-শিল্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে, তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্প রিশেষ চালাইবার প্রস্তাৱ স্থির হইবে তখন কৰ্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখিন। Electroplating

প্রভৃতি শিল্প সেখানে শিখিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবেনা। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) Polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটীর পুতুলের কাজ আমরা কুটীর শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্পর্কে কতকটা সন্ধিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা এ কাজ আমরা করাইতে পারিব কিনা ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটীর পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে যে-কোনও কর্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীর শিল্প আরম্ভ করিব তখন মাত্র রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যক্তিত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কখনো একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বাব বার মনে আসে—পুর্বেও বোধ হয় এ বিষয়ে লিখিয়াছি—বিশ্বকেব বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্মীকে খুব অল্প দিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পাবে এমন একজন নৃতন কর্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘসিয়া

বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র একটা থাকিলে গর্ত করা যায় এবং হয় তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা বিমুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সন্তানদের raw materials প্রভৃতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব বেশী সময় দিতে হইবে।

ইতি—

৭৮

মান্দালয় জেল

আপনি পূর্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাস্থাজীর অভ্যর্থনা পত্র, দেশবন্ধুর স্মিতভাণ্ডারের জন্য যে সম্প্রিলনী হইয়াছিল তাহার কার্য্যসূচী ইত্যাদি) তাহা যথা সময়ে পাইয়াছিলাম। গতকাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্য্যসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমি যে ক্রিয়া আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

*

*

*

আপনারা যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা সূতা কাটা প্রভৃতি বিষয়ে 'আপনি যাহা

লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত । তবে এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবেন। আপনি পূর্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিদ্যা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবেন। দ্র'একজন মালীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থিব করিতে হইবে কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন, (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে যদি লোকসান না হয়, তবে অন্ন লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা ঐগুলি বর্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে-কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার কুটীর শিল্পগুলি যদি financial success না হয় তবে কর্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভৃত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বৰ্ষণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ী, আচার, চাটনী প্রভৃতি তৈরী করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্বালোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি? বাজারে

চালাইতে গেলে এই জিনিষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই । যদি ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন । Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারী মাল পাইতে পারেন—(বিক্রি করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে । কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে দোকানদারদের সহিত কথা বলা প্রয়োজন—তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কিনা, Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিষ ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরির সম্ভাবনা শুন বেশী । যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব স্তুতরাঃ আম, লেবু, তেল, লঙ্ঘা প্রভৃতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে ? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারী করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার আশঙ্কা আছে । এ সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন । আর একটি কথা, এই সব বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা দরকার । আমার নিজের মনে হয় যে খুব Conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার ভরসা কম । গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ চলিতে পারে । মাল তৈয়ারী হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালগুলি অমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে ।

- সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার ।
কলিকাতায় দুইটি জেল আছে, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর সেক্ট্রাল ।
জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যদি

আঞ্চলীয়স্বজন কলিকাতায় কেহ না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকাব হয় না, পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের বাবস্থা করে। একপ একটা Organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে ? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল স্বপারিটেগ্নেটকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবা-সমিতি এ কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি, স্বতরাং একপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

* * *

কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করুন দরকার। একটা উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজাব Polytechnic অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। কাশীম-বাজারের স্কুলে মাটীব পুতুল ও দেবদেবীব মৃঙ্গি খুব সুন্দর তৈয়ারী হয়। এইরূপ শিল্প যদি সমিতির সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে চালাইতে পারেন তবে তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গলার সর্বত্র, (বিশেষতঃ মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে পারে। আর একটি শিল্পের প্রচার এদেশে আছে—রঙীন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, তোড়া ও ফুল সমেত গাছ এবং Chinese lantern তৈয়ারী করা। জিনিষগুলি এত সুন্দর হয় যে, হঠাতে দেখিলে চিনিবার উপায় থাকেনা যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারী। ভদ্র ঘরের ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব সুন্দর করিতে পারে।

ঢাকার বোতাম তৈয়ারী কুটীর-শিল্প হিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকার বোতাম বুঝি ফ্যান্টেজীতে তৈয়ারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয়না। পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রান্নার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেইজন্য এত সন্তায় জিনিয় পাঁওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সন্তুষ্ট কিনা সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয় তো কি ভাবে এই শিল্প কুটীরে কুটীরে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চলে করিতে পারিল ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তী—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সন্তুষ্ট হয় তবে সেবক-সমিতির জন্য একটা ম্যাজিক লর্ডনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে তের বেশী কাজ হইবে। ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আকাইয়া লইলে বোধহয় ভাল হইবে।

ইতি—

বিভাবতী বস্তুকে লিখিত

শ্রীআত্মদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
ইং ১৬ই ডিসেম্বর।
(১৯২১)

পূজনীয়া মেজবৌদ্বিদি,

আপনার ৫ই ডিসেম্বরের পত্র পেয়ে যে কতদুর আনন্দিত হয়েছি
তা বলতে পারি না। আপনার ছাইখানি পত্রের উত্তর না দেওয়াতে
আমি আশা করি নাই যে আপনার পত্র পাব। যাক এখন
তিনি খানা পত্রের উত্তর দিচ্ছি।

আপনাদের প্রেরিত পাঞ্জাবী কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি। পার্শ্বেলটা
পেয়েই বুঝতে পারি যে বাড়ীর সূতায় তৈয়ারী—কারণ তাঁনাহলে
একখানা পাঞ্জাবী আস্ত না। তবে আমি ঠিক করতে পারি নাই
কার সূতায় তৈয়ারী। একবার মনে হ'ল যে পূর্বে সেজবৌদ্বিদিরা
যে সূতা কেটেছিলেন তার দ্বারা তৈয়ারী। তার পর মনে হল যে
হয়তো লাল মামীমার সূতায় তৈয়ারী—কারণ গতবার যখন জেলে
ছিলুম তখন তিনি তাঁর নিজের সূতায় তৈয়ায়ী কাপড় ও চাদর
আমায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি যে আমার অঙ্গুমান ঠিক
হয় নাই। আপনারা যে এখন সূতা কাটছেন তা পূর্বে আমি শুনি
নাই। আপনারা কে কে সূতা কাটেন এবং কার সূতা কি রকম হয়
তা আমাকে অবশ্য ২ জিখবেন। কার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ? দিদি
সূতা কাটতে পারে? সূতা দিয়ে আপনারা থান কোথায়
বোনান?

ପାଞ୍ଜାବିଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଁଥେ ଏବଂ ଆମି ପରେଇ ଲିଖଛି । ନିଜେର ହାତେର ରାନ୍ଧା ଯେମନ ପରେର ରାନ୍ଧାର ଚେଯେ ଦଶଗୁଣ ମିଷ୍ଟ ଲାଗେ ନିଜେର ହାତେ ତୈୟାରୀ କାପଡ଼ ପରେର ତୈୟାରୀ କାପଡ଼େର ଚେଯେ ଦଶଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ବୋଧ ହୟ । ଆଶା କରି ଆପନାଦେର ଉଂସାହ ଦିନ ଦିନ ବେଡ଼େଇ ଯାବେ । ଆମରା ଏଥାନେ ଏସେ କଯେକଦିନ ସୂତା କାଟି । ତାରପର ଚରକାଟା ଭେଙ୍ଗେ ଯାଯ ଏବଂ ଯାର ଖୁବ ବେଶୀ ଉଂସାହ ଛିଲ ତିନି ଏଥାନ ଥେକେ ବସଲୀ ହେଁ ଯାନ । ତାଇ ଏଥିନ ଭାଙ୍ଗା ଚରକାଟା ଆଲମାରୀର ଉପର ତୋଳା ଆଛେ । ଏକବାର ଇଚ୍ଛା ହେଁଥିଲ କଲକାତାଯ ଡାକ୍ତାର ପି. ସି ରାୟକେ ଲିଖି ଏକଟା ଚରକା ପାଠାତେ । ତାରପର ଭାବଲୁମ ଯେ ହୟତୋ ପଥେ ଆସିତେ ୨ ଭେଙ୍ଗେ ଘାନେ, ତାଇ ଲେଖା ହ'ଲ ନା ।

ସାରଦାର କଥା ପ୍ରାୟ ମନେ ହୟ । ମେ ଏଥିନ କେମନ ଆଛେ ? ତାର ଏଥିନ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କି ? ଛାଗଲ, ନା ବେଡ଼ାଲ, ନା ପାଥୀ, ନା ଛେଲେ ମେଯେରା ? କାକେ ନିଯେ ବେଶୀ ଥାକେ ?

ଅନେକଦିନ ପୂର୍ବେ ଶୁନେଛିଲୁମ ଯେ ଛୋଟ ବୌଦ୍ଧିର ଅଶୁଖ କରେଛିଲ, ତିନି ଏଥିନ କେମନ ଆଚେନ ?

ଆମି ଯେ ଏକ ବ୍ସର କାଳ ଦେଶାନ୍ତରେ କାରାଗନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବୟେଛି ତାତେ ଆପନାରା ସକଳେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ଆଉୟି ସ୍ଵଜନ ଅଣ୍ଟନ୍ଟ ଦୁଃଖିତ । ଆମାରା ଯେ ମନେ କଷ୍ଟ ହୟ ନା—ତା ବଲତେ ପାରି ନା ! କିନ୍ତୁ ଆମି ପ୍ରାୟଇ ଭେବେ ଦେଖି ଯେ ଏର ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚଯଇ ଭଗବାନେର ଏକଟା ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଛେ । ତା ଯଦି ନା ହୟ ତବେ ଏତ ରାଜବନ୍ଦୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମି ବା ଆମରା କଯଜନ କେନ ଏଥାନେ ଏଲୁମ ? ତା'ଛାଡ଼ା, ଆମି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଏତ ଆନନ୍ଦ ଅଭୁତବ କରି ଯେ ତା ବଲତେ ପାରିଲା । ଏ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ନା ପେତୁମ, ତବେ ଏତଦିନେ ବୋଧ ହୟ ପାଗଲ ହେଁ ଯେତୁମ । ଆମରା ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟକେ ପ୍ରାୟଇ ପଡ଼େ ଥାକି ଯେ ଦୁଃଖେର ମଧ୍ୟେ ସୁଖ ଆଛେ । ଏ କଥାଟା ଏକଶବାର ସତି । କର୍ମେର ମଧ୍ୟେ ଯଦି ମାହୁର୍ବ କୋନ ପ୍ରକାର

সুখ না পেতো, তা হ'লে মাঝুষ কখনও অগ্রান মনে কষ্ট সহিতে পারত না। অবশ্য যে কষ্টটা মাঝুষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে যতটা সুখ পায় বোধ হয় অন্ত কোন কষ্টের মধ্যে ততটা সুখ পায় না। মা ছেলের জন্য, ভাই ভাইয়ের জন্য, বস্তু বস্তুর জন্য অথবা স্বদেশ-সেবী দেশের জন্য, যে দুঃখ ভোগ করে, তার মধ্যে যদি আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কষ্ট সহ করতে পারতো? ভক্ত যে বিরহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসর কাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অমুভব করছি আজ আমার জন্ম-ভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত মধুর, কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালবাসি, জীবনে এত ভালবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সহিতে হয়—সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশছাড়া—কিন্তু অন্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি। আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?.... [ইহার পুর পঁচাটি পঙ্ক্তি সেল্প কর্তৃপক্ষ বাদু দিয়াছিল]

১৯।১২।২৫

মেজদাকে গত সপ্তাহে এবং এ সপ্তাহে পত্র দিতে পারি নাই—
আগামী সপ্তাহে পত্র দেব।

কনকের প্রেরিত ভাই ফোটার ধূতি ও চাদর পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। তাকে আলাদা পত্র দেব মনে করেছিলুম—কিন্তু শীঘ্ৰ হয়ে উঠবে কিনা জানিনা। সে ওখানে এলে আমার কথা বলবেন।

একটা কথা আমার এখনও বলা হয় নাই। পূজার কাপড় যা পাঠিয়েছিলেন তা পেয়ে আমরা সকলে খুব আনন্দ করেছি। পূজার সময়ে পৌছায়নি বটে কিন্তু তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? মাসের মধ্যে

আমাদের ৩০ দিনেই ছুটি। আপনাকে আলাদা করে বিজয়ার প্রণাম জানাতে পারি নাই। মেজদাদার পত্রে জানিয়েছিলুম। আশা করি রাগ করেন নাই।

ওপূজার কথা বোধ হয় এখন পুরোণ হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়া খাঁটি করে আমরা পূজা করবার অভ্যন্তরি পাই তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশী আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরাস্তে যদি ৩ মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ করতে পারব। হর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধাৰে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।

হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম। আমি মেজদাদাকে পূর্বে জানিয়েছিলুম যে ৩ হর্গাপূজার খরচের টাকা বোধ হয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলুম যে ৫০০ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক—বাকী টাকা আমরা দোব। আমাদের প্রতিক্রিয়াত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু ৫০০ টাকার এক পয়সা আমরা দিতে পারব না—এবং দোব না।

এখানকার খবর অবশ্য জানতে চান। মুরগীর সংখ্যা বেড়েছে। চারটা ছানা হয়েছে। আরও কয়েকটা হয়েছিল—জন্মাবার পর মারা যায়। মুরগীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীতিমত একটা ঘর তৈয়ারী করা হয়েছে। আর নৃতন মোরগও কেনা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মোরগের লড়াই হয়। পূর্বে আমি কখনও মোরগের লড়াই দেখি নাই। পায়রা পোষবার প্রস্তাব হয়েছিল—রাখবার ঘরের অভাবের দরুণ কেনা হয় নাই। তবে এখানে বেশীদিন খাকলে যে একটা পায়রার আড়া করা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জেলের

মধ্যে জীবনটা এত একঘেয়ে এবং নীরস যে এর মধ্যে রসের স্থষ্টি না করতে পারলে মাথা ঠিক রাখা কষ্টকর ব্যাপার।

বেরালের উপদ্রব পূর্ববৎ চলেছে। পূর্বে ৮।৯টা ছিল। অত্যহ রাত্রে ছলো বেরালদের ঝগড়ায় ঘূম ভেঙ্গে যেতো। আমাদের তর্জন গর্জন তারা গ্রাহ করত না—কারণ তারা বুঝতে পারত যে আমরা ঘরের মধ্যে বন্ধ। তারপর একদিন আমরা সব কটাকে বন্ধ করে দুরদেশে পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে কয়েকটা আবার ফিরে আসে। এখন দাঢ়িয়েছে তিনটা। এদেরও মধ্যে বিদায় করা হয়, আবার ফিরে আসে। এখানে অনেকে খুব বেরাল প্রেমিক। কি করবে—আদর করার বস্তুর অভাবে শেষে বেরালকে আদর ক'রে মনের আশা মেটায়। আমি কিন্তু এখনও বেরাল ভালবাসতে পারলুম না—(আর এগলো দেখতে এত বিঞ্চী)—তবে সারদার বেরালের মত সুন্দর হয় তো ভালবাসা যায়।

বাগান করবার চেষ্টা খুব চলেছে। আমাদের স্থায়ী ম্যানেজার এখন ম্যানেজারী কাজ ছেড়ে বাগানের পেছনে লেগেছেন। কিন্তু জমি রাজী নয় সোনা ফলাতে। ম্যানেজার বাবুও নাছোড়বাল্দ। দুই হাত জমির মধ্যে এমন কিছুই নাই তিনি লাগান নাই। শাক, বেগুন, ছোলা, মটর, আখ, আনারস, পঁয়াজ কত কি? তা ছাড়া নানা রকমের ফুলের গাছ। খানিকটা জায়গায় রোদ লাগে না বলে ফুলের গাছগুলি বাড়ছে না দেখে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছেন। আজ এক সপ্তাহ হ'ল তিনি রোদের মধ্যে একটা বড় আর্শি রেখে ফুলের গাছগুলির উপর সুর্যের আলো কয়েক ঘণ্টা করে ফেলছেন। তাঁর মতে এই উপায়ের দরুণ ফুলের গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি এখন বাড়ছে। আমরা তাই এখন তাঁকে “বিতীয় জগদীশ মোস্” সাব্যস্ত করেছি।

জেলখানা যে একটা চিড়িয়াখানা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের এখানে একটা লোক আছে তার নাম শ্যামলাল। তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমরা প্রথমে তাকে “পণ্ডিত” উপাধি দিয়েছি। সম্পত্তি আরও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে “উপাধ্যায়” দেওয়া হয়েছে এবং তাকে ভরসা দেওয়া হয়েছে যে ক্রমশঃ “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি পাবে।

শ্যামলাল মহাপ্রভু ডাকাতি করতে গিয়ে পাঁচ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাজারের বেশী টাকা তার ডাকাত বন্ধুরা তাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ টাকার জন্য সে পেল ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। তাকে পাঠান হ'ল বাজসাহী জেলে। সেখানে কয়েদীরা জেল ভেঙ্গে পালাল। যখন সব কয়েদীরা পালাল তখন শ্যামলাল দেখল যে জেলখানা খালি এবং সদর দরজা খোলা। সে গিয়ে জমাদারকে বললে—“জমাদার সাহেব, আমিও কি যেতে পাবি?” জমাদার উত্তর দিল “তুমরা যেসা খুসী করো”। যখন সব কয়েদীরা ধরা পড়ে আবার জেলে এলো—তাদের বিচার আরম্ভ হল। বিচারের সময় শ্যামলাল দাঢ়িয়ে উঠে বলে “ছজুব আমি জমাদারের অনুমতি নিয়ে জেলের বাহিরে গিছলুম।” জজ তাব কথা শুনলে না—সে পেলো ৫-৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড—জেলভাঙ্গার অপরাধে।

এখানে এসে শ্যামলালকে দেওয়া হ'ল স্নানের ঘরের কাজ। তার কাজ জল ঠিক বাখা—কাপড়, তেল, সাবান ঠিক রাখা ইত্যাদি। পাঁচজন কয়েদী এসে স্নানের জল নষ্ট করে দেখে সে মনে মনে বুদ্ধি আঁটল কি করলে জল নষ্ট হবে না। অনেক চিন্তার পর সে স্নানের ঘরে চুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল। তারপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে জোরে ধাক্কা দিয়ে জানলা বন্ধ করল। ছিটকিনি পড়ে ভিতর থেকে জানলা বন্ধ হয়ে গেল এবং শ্যামলালও মনে

অনে খুব সন্তুষ্ট হল। স্বানের সময় যখন দরজা খোলা দরকার হল তখন শ্যামলাল মাথা চুলকোতে লাগল। আমরা তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে তৎক্ষণাত “পশ্চিত” উপাধি দিলুম।

শ্যামলালের উপাধির সংখ্যাও বাড়তে লাগল কিন্তু সে পশ্চিত নামে সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট রইল এবং উপাধিটি পাবার পর তার কাজের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

চুলকানি হয়েছে দেখে শ্যাম পশ্চিত একদিন স্থির করল তার কুস্ত ব্যাধি হয়েছে। কি উপায়ে কুস্ত রোগের আরাম হতে পারে তা জানবার জন্য সে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর আর একটি ঘটনায় সে একপ বুদ্ধি দেখায় যে তার প্রমোশন হয়ে সে “উপাধ্যায়” উপাধি পায়। যে রকম বেগে তার বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে, সে যে শীঘ্ৰ “মহামহোপাধ্যায়” নাম পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটি মজার লোক এখানে আছে। তার নাম “ইয়াক্ষয়া” তার আদি নিবাস মান্দ্রাজ অঞ্চলে। প্রায় চালিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরাজেরা উভর বর্ষা দখল করে তখন সে ইংরাজদের সহিত এদেশে আসে। এখন তার বয়স মাত্র ৭০ বৎসর এবং জীবনে মাত্র তিনবার বিবাহ করেছে। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, আর পেটটা তার চেয়ে বড়। খেতে খুব ভালবাসে এবং তুনিয়ার মধ্যে পেটটা সব চেয়ে বড় সত্য একথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝে। কোন ভাষা সে জানে না। এখন যে ভাষা লে সেটা কারুঙ্গী (একটা মান্দ্রাজীয় ভাষা) হিন্দুস্থানী ও বর্ষা ভাষার একটা খিচুড়ি। সে কোন ভাষা ভাল বলতে পারে না এই গুণের জন্য তাকে প্রথমে বাঙ্গালীদের কাজের জন্য দেওয়া হয়। এখন তার ভাষার চেয়ে তার ভাব ভঙ্গী দেখে বুঝি। তার আর একটা বড় গুণ আছে, সে কোনও নাম ঠিক করে

উচ্চারণ করতে পারে না। “ভোগ সিং” না ব’লে বলে “বুর্সিং”; কৃপারামের স্থলে সে বলে “ত্রিপদ-রাজু”; সুভাষবাবুর স্থলে সে বলে “সুর্বন বাবু” “বিপিন বাবু” স্থলে “গোবিন্দ বাবু” ইত্যাদি। তার ভাষার একটা নমুনা দিই—“ত্রিপদ-রাজু চলা গয়া সীদে” অর্থাৎ কৃপারাম চলে গেছে। এর মধ্যে “চলা গয়া” হচ্ছে হিন্দুস্থানী এবং “সীদে” হচ্ছে বর্ষা কথা। ইয়াঙ্কায়ার সদা সর্বদা আশঙ্কা হয় আমরা কোনদিন চলে যাব। তখন ওর খাওয়া দাওয়ার একটু অশ্রুবিধে হতে পারে।

খবর কাগজ নিয়ে আমরা যদি একত্র বসে পড়তে বসি—অমনি তার অন্তরাঞ্চা গঁটা তাড়া হবার উপক্রম হয়। একটু আড়ালে এলেই সে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে “বাবু বেলা চলা গয়া?” অর্থাৎ বাবু বাংলা দেশে চলে যাবেন না কি? “না” উত্তর পেলে সে আশ্চর্ষ হয়। তবে মুখে বলে “বাবু, বেলা চলা গয়া বহু কাউণ্টে” অর্থাৎ বাবুবা বাংলা দেশে চলে গেলে খুব ভাল হয়। “কাউণ্টে” হচ্ছে বর্ণাকথা তার মানে “ভাল”।

যাক একদিনে কাঠিনী শেষ করলে চলবে না। পলি কেমন আছে? কবিরাজী ওযুধ খেয়ে কিছু উপকার পেয়েছি, বিস্ত উপকারটা স্থায়ী হবে কি না বলতে পারি না। মধ্যে সন্দিভ্র মত হয়েছিল এখন ভাল আছি। আপনারা সকলে কে কেমন আছেন? আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—
শ্রীসুভাষ

ଆଯୁକ୍ତ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କେ ଲିଖିତ

Censored and Passed	Mandalay Jail
ସ୍ଵା: ଅମ୍ପଣ୍ଡି	(C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
1/2/26	(Bengal)
for D.I.G., I.B, C.I.D. Bengal	13, Elysium Row Calcutta)
	23.1.26.

ଶ୍ରୀଚରଣଗ୍ରେସ୍—

ମା, ଅନେକଦିନ ଯାବଣ ଆପନାବ କୋନ୍ତ ଥବର ପାଇ ନାହିଁ । ୨୧୩ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମେଜଦାଦାବ ପତ୍ରେ ଆପନାବ ଥବବ ପେଲୁମ । ଅନେକଦିନ ଥେକେ ଆପନାକେ ପତ୍ର ଦିବାର ଇଚ୍ଛା ହଞ୍ଚେ—ଉତ୍ତବ ପାବାର ଜନ୍ମ ନୟ—ସନ୍ଦିଓ ଉତ୍ତବ ପେଲେ ଯାର ପବ ନାହିଁ ସୁର୍ଥୀ ହବ । ପତ୍ରଟା ଲିଖିଲେ ହୟତୋ ମନଟା ହାଲ୍କା ହବେ—ଏହି ଜନ୍ମ । କିଛୁଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପୁନାର ଥବର ପାବାର ଜନ୍ମ ମିଃ ହାଲ୍ଦାବକେ ପତ୍ର ଦିଇ । ତିନି ଉତ୍ତବ ଦେନ କିନ୍ତୁ ଆମାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ପତ୍ର ପୁଲିଶ କର୍ତ୍ତକ ଆଟକ ହୟ । ଜାନି ନା ଆପନାବ ଥବର ପାବାର ଜନ୍ମ ଆମାର ମନ କେନ ଉତ୍ତଳା ହୟ ।

ମଧ୍ୟେ ଆମାର ଇଚ୍ଛା ହୟେଛିଲ ସରକାବେର ନିକଟ ଏକଟା ଦରଖାସ୍ତ ଦିଇ ଆପନାର ସହିତ ଏକବାବ ଦେଖା କରାର ଅନୁମତିର ଜନ୍ମ । ରାଜବନ୍ଦୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଉୟନସଜନଦେର ସହିତ ଦେଖା କରିବେ ଦେଓୟା ହୟ—ଏମନ କି ୫୦୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ିତେ ଥେକେ ଆସିବେ ଦିଯେଇଛେ ଆମି ଜାନି । କିନ୍ତୁ ଭେବେ ଦେଖିଲୁମ ଦରଖାସ୍ତ କରେ କୋନ୍ତ ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମାର ଭାଗ୍ୟ ଘଟିବେ ବଲେ ଭରସା ହୟନା । ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ସାର ହବେ—ଆର ଲାଭେର ମଧ୍ୟେ ମନକେ ଆରାଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ କରାଇ ହବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାର ବିରକ୍ତେ ଏକଟା ଅର୍ଥହୀନ

আপনি করা হবে। তাই অনেক চিন্তার পর দুরখাস্ত করার
প্রস্তাব মন থেকে দূর করেছি।

আপনার শরীর অত্যন্ত ছর্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ শুনে
খুব চিন্তিত হয়েছি। কি করি আমরা এত নিঃসহায় যে কিছুই
করিতে পারিনা। আমাদের কপালে যে কি আছে তাহাও
জানিনা। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে—কত কথা বলবার আছে—
কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পত্রও অনেক দ্বিধার
পর লিখতে বসেছি—কারণ এ পত্র অন্তের হাত দিয়ে যাবে।

খবরকাগজে কংগ্রেসের নিকট আপনার বাণী পাঠ করলুম।
ঐ করণামাখা Pathos-পরিপূর্ণ কথাগুলি আমার হৃদয়তন্ত্রীকে
কি ভাবে আঘাত করেছে তা বলতে পারি না। নিজের পর্বত-
প্রমাণ বিপদ ও হংখরাশি পায়ে ঢেলে যিনি পরের জন্য কাঁদেন
তাঁর প্রতি লোকে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেন। অপর কেহ যদি ঐ
বাণী পাঠাতেন তা' হ'লেও আমি কৃতজ্ঞ হতুম এবং কৃতজ্ঞতা
জানাতুম—কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত সম্মত এ নয়। এত বড় হৃদয়ের পরিট
না পেলে আপনার দেশবাসী আপনাকে “মা” বলে সম্মোধন
করবে কেন? যাকে মা বলা হয়, তাঁহাকে কি কৃতজ্ঞতা জানান
যায়? মার প্রাণ যদি সন্তানের জন্য না কাঁদে, তবে কার প্রাণ
কাঁদবে? কৃতজ্ঞতা জানালে কি মাতা-সন্তানের পরিত্র সম্মতকে
অপমান করা হয়না? আশা করি আপনার সকল শোক ও
বিপদের মধ্যে আপনি ভুলিবেন না বাঙ্গলার কত সন্তান আপনাকে
“মা” বলে থাকে। হয়তো এ কথা মনে পড়ে, আপনি কিছু
সাম্ভানা পেতে পারেন। তারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হলেও, আপনার
বিপদকে তারা নিজেদের বিপদ বলে মনে করে নিয়েছে।

‘আজ আপনার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আপনার দেশবাসীকে—
আমাদের সকলকে—ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছে। আপনি
যদি এত সহিতে পারেন, আমরা কি তার কিয়দংশও সহিতে
পারবনা? আশীর্বাদ করুন—যত বড় বিপদ আসুক না কেন—
যেন সঙ্গে সঙ্গে সহ করবার শক্তিও আসে। ভগবানের কৃপায়
আজ পর্যন্ত এই শক্তি পেয়ে আসছি—চিরকাল যেন এই শক্তি
পাই, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার জীবনে আর নাই। আজ
তবে আসি মা।

আর কি লিখিব? কি লিখিতে কি লিখেছি জানিনা।

ইতি—

আপনার সেবক

শ্রীশুভাষ

Srijukta Basanti Deb
C/o Mr. Justice P. R. Das
Patna

পরবর্তী তিনখানি পত্র শ্রীহরিচরণ বাগচীকে লিখিত

মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?)

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কশ্মীর অভাব বড় বেশী তবে যেরূপ উপাদান যোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে । জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না ।

রাজনীতির স্বোত্ত্ব ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না । সত্য ও ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে । রাজনীতির আন্দোলন নদীর স্বোত্ত্বের মত কখনও স্বচ্ছ কখনও পঙ্কিল ; সব দেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে । রাজনীতির অবস্থা এখন বাঙ্গলা দেশে যাহাটি হউক না কেন, তোমরা সেদিকে অক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও ।

* * *

তোমার মনের বর্তমান অশাস্ত্রিপূর্ণ অবস্থাব কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি । শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয় । বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন । কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেরূপ internal discipline অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয় । ভিতরে সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না । আর একটি কথা, নিয়মিত

ব্যাঘাম করিলে শরীরের ঘেঁসপ উভতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সম্ভৃতির অনুশীলন ও রিপুর ধৰ্স হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য হইটি:—(১) রিপুর ধৰ্স, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখে, সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই-জন্ম মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্ব-পুকষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে “মা” বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাঢ়ি তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাঢ়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভালবাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করার দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে ‘হুর্বল পাপী’, যে ভাবে সে ক্রমশঃ হুর্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। “যাদৃশী ভাবনা যন্ত্র সিদ্ধির্ভবতি” তাদৃশী।”

ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী, প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া

তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের তুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্তরপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে । আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে । পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা । প্রত্যহ শক্তিরপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে । পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয় । এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে । আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্গল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিস দিয়া পূজা করি ইত্যাদি । বলির অর্থ—রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ ।

সাধনার একদিকে রিপু ধূংস করা অপরদিকে সদ্ব্যুতির অনুশীলন করা । রিপুর ধূংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে । আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল তুর্বলতা পলায়ন করিবে ।

প্রত্যহ (সন্তুষ্ট হইলে) তুইবেলা এষ্টরপ ধ্যান করিবে । কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভু করিবে ।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার । তাঁহার বই-এর মধ্যে “পত্রাবলী” ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ । ‘ভারতে বিবেকানন্দ’ বই-এর মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে । আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায় । ‘পত্রাবলী’ ও বক্তৃতাগুলি না পড়লে অস্ত্রাঞ্চল বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয় । ‘Philosophy of Religion,’ ‘Jnanyoga’ বা ঐ জাতীয় বইতে আগে উক্তক্ষেপ করিও না । তারপর সঙ্গে সঙ্গে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামূলত’ পড়িতে পার । রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায় ।

জিঃ এল. রায়ের অনেক বই আছে (যেমন ‘মেবার পত্ন’ , ‘চৰ্গাদাস’) যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া হয় । বঙ্গিমবাবু ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্থাসগুলিও খুব শিক্ষা প্রদ, নবীন সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ও পড়িতে পার । ‘শিখের বলিদান’ও (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই , Victor Hugo-র ‘Les Miserables’ পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে । তাড়াতাড়ি এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না । আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটী তালিকা করিয়া পাঠাইব । ইতি—

৮২

মান্দালয় জেল (১৯২৬ ?)

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যদি প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম-চর্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে । Muller-এর “My System” বই জোগাড় ক’রে যদি তদনুসারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হয় । আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক’রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি । Muller-এর ব্যায়ামের বিশেষ্যত্ব এই :—(১) কোনও খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম করবার জন্য জায়গা খুব কমই লাগে । (২) ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই (৩) শুধু অঙ্গ-বিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের মাংসপেশীর চালনা হয়, (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয় ।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে— যদি মূলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তা হইলে খুব উপকার হবে ।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজ কর্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আজ্ঞাবিকাশ সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অঙ্গসারে একদিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্বাঙ্গীণ বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুবৃহী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্বদা একটা শূন্যতা বা অভাব-বোধ শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চাই :—(১) ব্যায়াম-চর্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধো এসব দিকে দৃষ্টি থাকে না বা দৃষ্টি থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজকর্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখাপড়া ও ধ্যান ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটা অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বা ছ’ ঘণ্টা সময় দিতে পারে, তা হলে খুব উপকার হবে। মূলার বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পনর মিনিট করে তাঁর উপদেশাঙ্গসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ট। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘণ্টা। এর সঙ্গে যদি আর এক ঘণ্টা লেখা পড়ার জন্য রাখা যায় (খবর কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়ার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘণ্টা। অন্ততঃ পক্ষে এই দেড়

ঘূঁটা সময় করে নিতে হবে—তারপর “অধিকস্ত ন দোষায়”—যত বেশী সময় দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের স্মৃতিধা অঙ্গসারে এই সময় করে নিতে হবে। ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু লিখিলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অস্থান বইয়ের নাম দিচ্ছি :

(ক) ধর্ম সম্বন্ধ

- (১) ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামূল’ ; (২) ‘অঙ্গচর্য’—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য ;
- ঐ—রমেশ চক্রবর্তী ; ঐ—ফকির দে ; (৩) ‘স্বামী-শিষ্য সংবাদ’—শ্রী চক্রবর্তী ; (৪) ‘পত্রাবলী’—বিবেকানন্দ ; (৫) ‘প্রাচ ও পাশ্চাত্য’—বিবেকানন্দ ; (৬) ‘বক্তৃতাবলী’—বিবেকানন্দ ; (৭) ‘ভাববার কথা’—ঐ ; (৮) ‘ভারতের সাধনা’—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ;
- (৯) ‘চিকাগো (Chicago) বক্তৃতা’—স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি :—

- (১) ‘দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী’—(বস্মুমতী সংস্করণ) ; (২) ‘বাঙ্গলার রূপ’—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; (৩) ‘বঙ্গিম গ্রন্থাবলী’ ; (৪) নবীন সেনের ‘কুকুক্ষেত্র’, ‘গ্রাভাস’, ‘রৈবতক’, ও ‘পলাশীর যুদ্ধ’ ;
- (৫) ‘যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী’ (বস্মুমতী সংস্করণ) ; (৬) রবি ঠাকুরের ‘কথা ও কাহিনী’, ‘চয়নিকা’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘গোরা’ ;
- (৭) ভূদেব বাবুর—‘সামাজিক প্রবন্ধ’ ও ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ ; (৮) ডি. এল. রায়ের ‘হর্গাদাস’, ‘মেবার পতন’, ‘রাণা প্রতাপ’ ; (৯) ‘ছত্রপতি শিবাজী’—সত্যচরণ শাস্ত্রী ; (১০) ‘শিখের বলিদান’—কুমুদিনী বস্মু ; (১১) রাজনারায়ণ বস্মু—‘সেকাল ও একাল’ ;

(১২) সত্যেন দত্তের ‘কুহ ও কেকা’ (কবিতা-গ্রন্থ) ; (১৩) মহৰ্ষি দেবেন্দ্র নাথের ‘আত্মজীবনচরিত’, (১৪) ‘রাজস্থান’ (বস্তুমতী সংস্করণ) ; (১৫) ‘নব্য জাপান’—মন্ত্রথ ঘোষ ; (১৬) সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’—রঞ্জনীকান্ত গুপ্ত ; (১৭) উপেনবাবুর ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’ ও অন্তান্ত পুস্তক ; (১৮) ‘কর্ণেল স্মরেশ বিশ্বাস’—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।

এই বইর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথমিক শিক্ষায় নৃতন facts শিখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষায় নৃতন facts যেরূপ শিখাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশাসনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইত্ত্বি-শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা করবার বা মনে রাখার শক্তি ভাল রকম জাগে। সেইজন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন গরু, খোড়া, ফল, মুঁ ‘সেই জিনিষগুলি চোখের সামনে না ধরলে শেখান মুঞ্চিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় বা বস্তু শেখান হয় যা ছাত্র কখনও দেখে নাই এবং ছাত্র সেই বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তাশক্তির বলে তা বুঝতে পাবে। আর একটা কথা—শেখাবার সময়ে যত বেশী ইত্ত্বির সাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। ধীশী বা কোনও রকম বাজ্না সম্বন্ধে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিষটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীঘ্ৰ লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি এবং শ্রবণ-

(খতি) সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে । কোলের শিশু ঘে-কোন জিনিষ দেখা মাত্র স্পর্শ করিতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইঞ্জিয়ের দ্বারা বাহু বস্ত্র জ্ঞান লাভ করতে চায় । অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইঞ্জিয়ের দ্বারা জ্ঞান জ্ঞানে পারি তবে ফললাভ খুব শীঘ্ৰ হবে । পাটিগণিত শেখাবার সময়ে শুধু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইটপাথরের টুকরা দিয়ে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিষ শিশুরা খুব শীঘ্ৰ শিখতে পারবে ।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই । পুতুল তৈয়ারী করা, মাটি দিয়ে মানচিত্র তৈরী করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই । ইহার দ্বারা শিক্ষাটা মে শুধু সর্বাঙ্গীণ হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উন্নতি হবে । পাঁচরকম জিনিষ শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বুদ্ধি বৃদ্ধে, লেখাপড়ায় মন লাগে—এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে ভৌতিক উদ্দেশ হয়না । পাঁচরকম জিনিষ না শিখে যদি কেবলি মুখস্থ ক'রে লেখা-পড়া শিখতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায়না, লেখা-পড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বুদ্ধি বিকশিত হয়না । শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, নাক যদি উপভোগের এবং জ্ঞানবার বস্ত্র পায়, তবে এই সব ইঞ্জিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর ফলে মনেও বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ায় সে রস পায় । Manual training না হ'লে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায় । নিজের হাতে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া

যায়, সেৱন আনন্দ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। স্মষ্টিৰ মধ্যে গভীৰ আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই Joy of Creation শিশুৱা অল্প বয়সেই উপভোগ কৰে যখন তাৱা নিজেৰ হাতে কোনও বস্তু তৈয়াৱী কৰে। বাগানে বৌজ পুঁতে গাছেৰ স্মষ্টিৰ দ্বাৱাই হোক অথবা নিজেৰ হাতে পুতুল তৈয়াৱী কৰেই হোক, যে কোন বস্তু নৃতন কৰে স্মষ্টি কৰতে পাৱলে শিশুৱা গভীৰ আনন্দ উপভোগ কৰে। যে সব উপায়ে ছাত্ৰেৱা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ কৰতে পাৱলৈ তাৱ ব্যবস্থা কৰা চাই। এৱ দ্বাৱা তাৰে originality বা ব্যক্তিত্বেৰ বিকাশেৰ সুবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না কৰে তাৱা উপভোগ কৱিতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্ৰাথমিক স্কুলে ছাত্ৰেৱা বাগানেৰ কাজ শেখে, ব্যায়াম-চৰ্চা কৰে, drill কৰে, পড়াৰ মাঝখানে খেলাধূলা কৰে, গান-বাজনা শেখে, route march ক'ৰে পথে পথে সজ্ববদ্ধভাৱে ঘুৱে বেড়ায়, Clay-modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্ৰভৃতি তৈয়াৰী কৰা) শেখে, গল্পচলে নানা বিষয় এবং নানা দেশেৰ কথা শেখে। গল্পচলে শেখান সব চেয়ে বেশী দৰকাৰ। ছাত্ৰেৱা যেন না বুৰতে পাৰে যে তাৱা লেখা-পড়া শিখছে, তাৱা যেন অনুভব কৰে যে তাৰা গল্প শুনছে অথবা খেলা কৱচে। প্ৰথমাবস্থায় Text-Book-এৰ আদৌ প্ৰয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল প্ৰভৃতি সমষ্কে যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছ-পালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তাৱা প্ৰভৃতি সমষ্কে যখন শেখাবে তখন মুক্ত আকাশেৰ তলে নিয়ে গিয়ে তাৰে শিক্ষা দিবে। যে জিনিবই শেখাবে তা যেন সকল ইলিয়েৰ সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শিখাবে তখন মানচিত্ৰ, Globe প্ৰভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত museum প্ৰভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গৱৰীৰ চালেও গানশিক্ষা, Painting, Drawing

প্রভৃতি শিক্ষা, Gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখষ্টের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার Principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। Text-Book এর কথা ইচ্ছে করেই বলি নাই। Text-Book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্য পুস্তক যে গুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার fundamental Principles সর্ব প্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নৃতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিষ দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থায় যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা না করতে পারে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty, এবং ভুল-আস্তি বুঝতে পারবে? স্বতরাং Personality of teacher হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটি :—(১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, (২) শিক্ষার প্রণালী (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সন্তুষ্পর নয়। চরিত্রবান ব্যক্তিসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী বির্দ্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যাইতে পারে।

* * *

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

মান্দালয় জেল
ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রাকৃতিকভাবে সকল কর্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—“The mind is its own place and can make a hell of heaven and a heaven of hell,” অবশ্য এ কথা কার্য্যে পরিগত কল, সব সময়ে সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে না দাখিলে ডেবন অগ্রন্ত হওয়া একেবারে অসন্তুষ্ট। জাবনের কোনও অবস্থাটি অশান্তিতান নহে এ কথা ভুলিলে চলিয়ে না।

আমার মুক্তির কথা আমি আব ভাবি না—তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সন্তুষ্ট জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—একপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। শান্তাব শুভ ইচ্ছাব কোনও প্রভাব নাই, কিন্তু বিশ্বজননীৰ শুভ ইচ্ছা ও অশীৰ্বাদ ও মাকে বর্ণের মত সর্বদা আচ্ছাদন কৰিয়া বাধুক—ইহাটি আমাব একান্ত প্রাথনা। আমি কি লিখি—বিশ্বজননাতে বিশ্বাস ও ভবসা রাখিও—তুমি তার কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উভার্গ হট্টে পারিবে। মনের মধ্যে স্মৃথি ও শান্তি না থাকিলে কোনও অবস্থায় (বাহিবের অভাব দূর হইলেও) মানুষ স্মৃথি হট্টে পাবে না। স্মৃতিৰাঃ সাংসারিক সকল কর্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীৰ চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। ইতি—

পৰবৰ্তী দুই^১ নি পত্ৰ বিভাবতী বহুকে লিখিত

শ্ৰীগ্ৰীতৃগ্রা সহায়

মান্দালয় জেল

১২-২-২৬

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। অশোক এত ভালো সূতা কাটতে শিখেছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশৰ্য্য যে হই নাই তা বলতে পারি না। বস্তুতঃ সূতা কাটা এত সহজ যে, আমার মনে হয় অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরাও শিক্ষা পেলে কাটতে পারে। আসাম অঞ্চলে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে বিবাহের সময় কণ্ঠার পক্ষে খুব ভাল সূতা কাটা জানা চাই—আমাদের মধ্যে যেমন এক সময় খুব ভাল রান্না জানার পথ। গোৱা, অৱশ্য প্ৰত্যুত্তি কেন সূতা কাটে না? তারা অবসর নিশ্চয় যথেষ্ট পায়। আমার মনে হয় যে একবাৰ যদি নিজেৰ হাতে কাটা সূতার কাপড় কেহ চোখে দেখে তা হ'লে তার সূতা কাটাৰ উৎসাহ খুব বেড়ে যাবে। নিজেৰ হাতেৰ রান্না যেমন মিষ্টি লাগবেই লাগবে—নিজেৰ হাতে কাটা সূতার জামা কাপড়ও সেৱপ ভাল লাগবেই লাগবে।

ভগবানেৰ ইচ্ছায় আজকাল আমার প্রায় প্ৰত্যেকটি চিঠিৰ কয়েক লাইন কাটা হয়ে তাৰ গন্তব্য স্থানে পৌছায়। তাৰ অৰ্থ বোধ হয় আপনারা বুঝতে পাবেন।

আপনার চিঠি পাবাৰ পূৰ্বেই এখানে পায়ৱাৰ আড়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এৱ মধ্যে একটা পায়ৱা এৱ মধ্যেই একটা ছলো

বেরালের উদ্দৰশ্য হয়েছে। এখানে ক্ষেত্র বসিয়ে বেরালের বিচার করা হ'ল। খাবার দিয়ে, রাত্রে ফাঁদ পেতে; বেরালকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে কথা উঠে যে বেরালের ফাঁসি হওয়া উচিত। কারণ মানুষ হত্যা করলে জেলখানায় মানুষের ফাঁসি হয়ে থাকে। তার পর কথা উঠে যে ফাঁসি দিয়ে যখন কাহারও কোনও লাভের সন্ধাবনা নাই, তখন বেরাল ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশে কতকগুলো লোক অভাবে পড়লে বেরাল খেতে আপত্তি করে না—সেরূপ কয়েদী জেলের মধ্যে আছে। জেলখানায় কয়েদীদের পক্ষে যখন মৎস্য-মাংস ছস্প্রাপ্য, তখন তাহারা একটা বেবাল পেলে রান্না করে খেতে প্রস্তুত হতে পারে—একপ প্রস্তাব একজন ভদ্রলোক করলেন। সর্বশেষে হঠাতে সকলের মধ্যে বৈষণব ভাব জেগে উঠল এবং বেরালকে বৃষ্টায় বন্ধ করে বনবাসে পাঠাবার হৃকুম জারি করা হয়ে গেল।

প্রায় একমাস কাল মুবগী ডিমে তা দিয়ে, ডিম ফুটে ছানা বাহির হ'ল। ইয়াক্ষা ছিলেন সেই সব মুবগী দেখা শোনার কাজে। গোড়া থেকেই ইয়াক্ষা প্রত্যু ডিম সবাতে আবস্ত করলেন। যেখানে ডিম হয় ১৬ টা সেখানে ঘবে উঠে মাত্র ২৩ টা। বাকী কয়লা তাঁর কৃপায় অদৃশ্য হয়। যেদিন ধৰা পড়লেন, সেদিন একেবারে নেকা। তাঁর বয়স মাত্র ৭১ বৎসর কিন্তু পেটটা অতিশয় বড়। অনেকে বলেন যে তিনি ভোলানাথের অবতাব; কাবণ পেটটা একেবারে মহাদেবের মত। ইয়াক্ষার কৃপায় প্রত্যহ মুরগীর ছানা মরতে আরস্ত করল। ১০। ১২ থেকে দাঢ়াল তিনটা সেগুলি এখনও পর্যন্ত জীবিত আছে বোধ হয় মরবার আর আপাততঃ আশা নাই। একদিন তার অয়স্কের দরুণ চিল এসে ছো মেরে একটা মুরগী ছানা নিয়ে গেল। সকাল বেলা যখন ধৰা পড়ল তখন ইয়াক্ষা সাধু সেজে বল্লেন “মুসীতু”

অর্থাৎ “ছিলনা”। অনেক ধম্কা-ধম্কির পর সত্য কথা স্বীকার করলেন।

কিন্তু আসলে ইয়াক্ষা লোক মন্দ নয়। সে বুঝেছে যে জগতে সার সত্য হচ্ছে পেট। “তম্ভিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং” পেট ঠাণ্ডা হলেই জগৎ সন্তুষ্ট হয়। এবং পেটের জগৎ সে কোনও কাজ করতে পশ্চাত্ত-পদ হয় না। বুদ্ধের স্তব বর্ষা ভাষায় সে বেশ বলতে পারে—তার কাছ থেকে আমি সে স্তব শুনে শিখেছি। যখন ফিরব তখন আপনাদের সকলকে সে স্তব শোনাব।

বাঙ্গলা দেশ থেকে চারজন কয়েদাকে এ জেলে বদলী করে আনা হয় আমাদের কাজকর্ম করার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজের লোক মাত্র একজন। তার উপরেই রান্নাঘরের ভার। এখানে এত রকম লোক দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে আনন্দ যেমন পাওয়া যায়—শিক্ষাও সেরূপ হয়।

কবিরাজী গৃষ্ঠ খেয়ে প্রায় দুইমাস বেশ উপকার পেয়েছিলাম। এখন বোধ হয় গৃষ্ঠ বদলাতে হবে কারণ বিশেষ স্মৃতিধা বোধ হয়না। গরমও পড়তে আরম্ভ করেছে—শ্রীসকালেই যত গঙ্গগোল। যাকু দিনগুলি কেটে যাবে তাতে সন্দেহ নাই। আমার চিঠিগুলি আপনি রেখে দেবেন এবং মেজদাদাকে বলবেন রেখে দিতে।

আশা করি ওখানকার সকল খবর ভাল। আমি মেজদাদাকে লিখছি চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের জন্য মাষ্টার ছেলেমেয়েদের জন্য রাখতে। তাঁর মত কি হবে জানি না—তবে আমি এই দুই জিনিষের অভাব নিজের জীবনে বোধ করি। সেইজন্য ছেলেমেয়ের স্বশিক্ষা হ'লে সুন্দী হব।

সরস্বতী পূজা আমরা এখানেও করেছিলুম। পূজার খরচ নিয়ে আমাদের সহিত কর্তৃপক্ষের গঙ্গগোল চলেছে। দুর্গাপূজার টাকা ও

সরস্বতী পূজার টাকা এখনও সরকার দেয় নাই। আমি কয়েকটি কাগজ এর সহিত পাঠাচ্ছি - তার থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সংক্রান্ত খরচ মঙ্গুর করবার ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর—বর্ষা সরকারের উপর নয়। বর্ষা সরকার বলেন যে খরচের ভার বাঙ্গলা সরকারের উপর এবং বাঙ্গলা কাউন্সিলে সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে সব খরচ মঙ্গুর করে বর্ষা সরকার। এই কাগজগুলি হতে বুঝতে পারবেন যে পূজার খরচ নামঙ্গুর করেছে বাঙ্গলা সরকার। এই কাগজগুলিব মধ্যে দুটি দরখাস্তের নকল পাঠাচ্ছি। এই দরখাস্তগুলি আমরা বর্ষা সরকারের নিকট পাঠিয়েছি।

ইতি—

শ্রীসুভাষ ।

৮৫

আত্মিহর্ণ সহায়

মান্দালয় জেল

ইং ১৪। ২৬

পৃজনীয়া বৌদ্ধিদি,

আপনার দুইখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়া ছিলাম—কিন্তু আজ পর্যাপ্ত উত্তর দেওয়া হয় নাট !

মেজদাদার চিরুণী ও দেশলাট পাইয়াছি। বেশ ভালই হইয়াছে। আশা করি ক্রমশঃ আরও ভাল হইবে।

এখনে খুব গরম পড়িয়াছে—দিনের বেলায় আমরা চিংড়ি মাছ ভাজার মত হই। তবে এখনও রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়ে, তাই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

আগামতঃ কবিরাজী শুধু খাইতেছি না। প্রয়োজন হইলে
কিছুদিন পরে খাইব।

অশোক ও অঙ্গীর স্মৃতাতে বোনা ছাইখানি ধূতি পাইয়াছি—
বেশ হইয়াছে। সেই পার্শ্বে এক বাণেল পাঁপড়ও পাইয়াছি।
যাহারা স্মৃতা কাটে তাহাদের জন্য এই স্মৃতা দিয়া কাপড় অথবা
জামা করাইবেন—নিজের স্মৃতায় তৈয়াবী জিনিস পাইলে তাহাদের
উৎসাহ আবও বেশী হইবে।

জীবনটা যখন একঘেয়ে বোধ হয় তখন মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যে
দরকাব হয়। এই নৃতন্ত্বের জন্মেই পাথী ও পায়বা পোরা। কাল
আমবা একটা টিয়া পাথী জোগাড় কবিয়াছি—আগামী মাসে ময়না
পাথী জোগাড় কবিব।

আমার শেষ পত্রের সঙ্গে যে কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলাম—
তাহা কেন পান নাই বুঝিতে পারিতেছি না। এই বকম গোলমাল
মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

গোপালীব পরীক্ষা কেমন হইয়াছে জানাইবেন। অশোক এখন
কোন্ ক্লাসে পড়িতেছে ?

এ সপ্তাহে আমি মেজদাদাকে পত্র দিতেছি না। আজকাল
মনে হয় যে জেলখানা আমাদের কায়েমী স্বত্ত্ব হইয়া গিয়াছে। জেল-
খানা হইতে যে সহজে আমাদের কেউ তাড়াইতে পারিবে তাহা
মনে হয়না।

আশা কবি আপনাবা সকলে ভাল আছেন। বাবা ও মা
কেমন আছেন ? আপনাবা আমাব প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

ত্রীসুভাষ ।

পরবর্তী দ্রষ্টব্যানি পত্র শ্রীমুক্তা বাসন্তী দেবৌকে গ্রহিত

Censored and Passed

স্বাঃ অস্পষ্ট

3/5/26

for D.I.G., I.B., C.I.D.

Bengal.

Mandalay Jail

[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.
(Bengal)

13, Elysium Row. Calcutta.]

ইং ২৬।৪।২৬

শ্রীচরণেন্দ্ৰ—'

মা, আপনার শুই ফেডুয়াৱীৰ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম—
নানা কারণে উন্নত দিতে পারি নাই। আপনার নিকট হইতে পত্র
পাইব—এই ভৱসায় আমি পত্র দিই নাই। তবে বহুকাল পরে
আপনার হাতের লেখা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু
পত্র পড়িতে পড়িতে সে আনন্দ শুকাইয়া গেল। মনে হইল,
হয়তো বাহিরে থাকিলে আমরা কিছু সাম্প্রদায় দিতে পারিতাম।
আজ প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল আমরা সকল রকমে মা-ছাড়া।
কবে যে এই দীর্ঘ প্রবাস রজনীৰ অবসান হইবে তা শুধু ভগবানই
জানেন। আমরা ক্রমশঃ যেন এই অঙ্ককারে অভ্যন্ত হইয়া
পড়িতেছি। বাহিরের আলোক যেন দূৰ হইতে দূৰতর হইয়া
পড়িতেছে। কারাবাসের প্রথমদিকে যে বক্ষনের জালা হৃদয়ে

অঙ্গভৰ করিতাম তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং তার পরিবর্তে
এক নির্বিকার ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতেছে, কোন্ত দিকে
চণ্ডিতেছি তা সব সময় বুঝিয়া উঠতে পাবি না। আমাদিগকে
প্রেৰাসী কবিয়া তাব কোন্ত উদ্দেশ্য সাথক হইতেছে তাহা মন যেন
বুঝিয়াও বুঝিতে পাবে না। তাই সৰ্বদা তাব নিকট এষ প্রার্থনা
কবি—যেন এই সব বিপদ ও বাধা-বিল্লেব মধ্য দিয়া আমাৰ এই
অসার, অপূৰ্ণ ও নীৰস জাবনকে তিনি তাহার পানে টানিয়া
তোলেন।

তিনি যে তাব গৃঢ় উদ্দেশ্য ফুটাইয়া তুলিবাব জন্য আমাদিগকে
সকল বকমে অবলম্বনহীন কবিয়াচেন তা' বুঝিতে পাবি। কিন্তু
এই দীর্ঘ দেড় বৎসৰকাল অসহায় অবস্থায় থাকিয়াও কি তাহাব
দিকে অগ্রসৰ হইতে পাবিয়াছি ?

যাক—কি বলিতে গিয়া কি বলিতেছি। কবে আবাব যে আপনাৰ
শ্রীচৰণেৰ দৰ্শন পাইব তাহা জানিনা। তবে আপনাৰ কথা চিন্তা
না কবিয়া পাবি না, বোধ হয় এমন একদিনও যায় না, যে দিন
আপনাৰ কথা না মনে আসে। নিজেৰ সৰ্বস্ব দিয়া যদি
আপনাদেৱ কিছুমাত্ৰ সাম্ভৰণা বা সেৱা কৰিতে পাবিতাম তাহা
হইলেও ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহা বুঝি হইবাৰ নয়।

আজ যেন কলমে আব কথা আসিতেছে না—তাই আজ এই
পর্যন্ত থাক। এখন তবে আসি মা। আপনি আমাদেৱ সকলেৰ
প্ৰণাম জানিবেন।

ইতি

আপনাদেৱ সেবক
শ্ৰীসুভাষ

Censored and Passed

স্বাঃ অস্পষ্ট

28/7/26

for D.I.G., I.B., C.I.D.

(১) Bengal

Mandalay Jail

[C/o D.I.G., I.B., C.I.D.

13. Elysium Row,

Calcutta]

টং ২১৭১২৬

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন হটেল পাটনাব ঠিকানায় আপনাকে পত্র দিয়াছি—
 আশা করি যথা সময়ে তাহা পাঠ্যাছেন। ১৬ষ্ট জুন তারিখে
 আপনাকে পত্র লিখিতে বসি, কিন্তু কিছু দূর লিখিয়া আর কলম
 চলিল না। সে পত্র আজও পর্যাপ্ত শেষ করিতে পারি নাই, তাই
 নৃতন করিয়া লিখিতে বসিয়াছি। ইতি মধ্যে আপনার মাথা: উপর
 দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলেও বুক কাপিয়া উঠে।
 ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর ? এমনই ভাবে কি মানুষকে পরীক্ষা করিতে
 হয় ? ২৯শে জুন বৈকালের কাগজে যখন ছৰ্ঘটনার সংবাদ পাই,
 তখন সকলের ইচ্ছায় একটা টেলিগ্রাম করি আপনার নিকট, তারপর
 আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হইয়াছে—কিন্তু লিখিতে বসিয়া ভাষা
 খুঁজিয়া পাই নাই। কি লিখিব ? কি বলিব ? কি ক'ব্যাসা সাম্ভূত
 দিব ? কি করিয়া শোকের গুরুভাব লাঘব করিবার চেষ্টা করিব ?

কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবার নয়। জীবনে কখনও হইবে কিনা—তাহা জানিনা। আমরা তো এখানে Permanent Settlement এর জন্য প্রস্তুত। জননী, বঙ্গজননী, বিশ্বজননী—এ সব অত্যন্ত আপনার জিনিষ কারার বক্ষনের মধ্যে আমাদের নিকট সহস্র গুণে পৰিত্ব, সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিবে। মানস জগতে তাহারা নিত্য বিরাজ করিতেছেন ও করিবেন কিন্তু তাহাদের মানস সত্তা বাস্তব জগতের বিচ্ছেদকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবে।

আকাশের তারার ঘায় পুণ্য ও মহিমাপূর্ণ সেই সব মূর্তির দিকে মানস জগতে চাহিয়া চাহিয়া কতদিন, কতমাস, কত বৎসর কাটাইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের আঘাত তার জীবন সত্য এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সমন্বয় সত্য। এ জীবনের শেষ হইলেও জীবনের শেষ নাই—জীবনের সমন্বয়গুলিরও শেষ নাই। পার্থিব শক্তি আমাদিগকে কারাকন্দ করিতে পারে, সর্বস্ব অপহৃত করিতে পারে কিন্তু জীবনের শেষ করিতে পারে না—জীবনের নিত্য পৰিত্ব সমন্বয়গুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আমাদের গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনায় ও ধ্যানে আমরা বর্তমানের সকল তুঃখ ও বক্ষন অগ্রাহ করিতে সমর্থ ও প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ আলোর দর্শনে আমরা বর্তমানের নিবিড় অঙ্কুরার সহ করিতেছি। তাই নিতান্ত অসহায় হইলেও আমরা সুস্থির ভাবে সেই সুপ্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

জগতের মূলে যে শ্লায়ের প্রতিষ্ঠা এ কথা অগ্রাহ করিতে পারি না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরও একদিন আসিবে। তখন আমরা বর্তমান শৃঙ্খলা ও অভাবের শোধ কড়ায় গওয়া তুলিয়া

ଲାଇଁ । ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଛେ ବଲିଯା ଆମରା ବାସ୍ତବେର ଚାପେ ନିଷ୍ପେକିତ
ହୁଇ ନାହିଁ ବା ହିଲିବନା ।

ଯାକ୍ ଅନେକ ବାଜେ ବକିଲାମ, ଆପନାର ଜଣ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ହୟ ।
ଆପନି କେମନ ଆଛେନ ? ମେଜଦାଦା ଓ ବୌଦ୍ଧିଦି ଆପନାର ସହିତ
ଦେଖା କରିତେ ଯାନ ଶୁନିଯା ମୁଖୀ ହିଲାମ । ଏଥାନକାର ନୂତନ ଥବର
କିଛୁ ନାହିଁ ।

ଇତି

ଆପନାଦେର ସେବକ

ମୁଭାୟ

୮୮

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଥାନି ପତ୍ର ବିଭାବତୀ ବଞ୍ଚକେ ଲିଖିତ

ମାନ୍ଦାଳୟ ଜେଲ

୨୭୧୭୧୨୬

ପୂଜନୀୟା ମେଜବୌଦ୍ଧିଦି,

ଆପନାର ୧୪ଇ ଜୁଲାଇର ପତ୍ର ଆଜ ପେଯେଛି, ଅଶୋକେର ପତ୍ର
ଆମି ଇତିପୂର୍ବେ ପେଯେଛି । ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିବ । ନ' ଦାଦା ଏଥିନ କି
ଚାକରୀ କରଛେ ? ତିନି କି ପୁରାଣ ଚାକରୀ ନିୟେ ସିଜୁଘାୟ ଗେହେନ,
ନା ନୂତନ ଚାକରୀ ନିୟେ ? ସେଜଦିଦି ଗୋରକ୍ଷପୁର ଗେଲେ କି ଗୋରାକେ
ରେଖେ ଯାବେନ, ନା ଛେଲେମେଯେଦେର ସକଳକେ ନିୟେ ଯାବେନ ? ମା ଓ
ବାବାର ପତ୍ର ଅନେକଦିନ ହଲ ପାଇ ନାହିଁ । ଗେଜ୍‌ଜଟେ ଦେଖଲୁମ ଗୋପାଳୀ

୨୧୯

পাশ করেছে। সে এখন কি করবে? আপনি মা বাসন্তী
দেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে যান শুনে আমি স্থুর্ধী হয়েছি। তিনি
এখন কোন্ বাড়ীতে থাকেন? তাকে একবার দেখতে আমার
বড় ইচ্ছা হয়—কিন্তু উপায় নাই। সবকারের খোসামুদ্দী আমার
দ্বারা হবেনো। তার উপর্যুপরি এই রকম বিপদের সময়ে
আমি তার কোনও বকম সেবা করতে পারলুম না ইহাই আমার
ছঃখ ও দুর্দাগ্য।

এখানে বৃষ্টি খুব সামান্য হয়। কিন্তু তবুও গরম এমাসটা কম
আছে। এখানকার স্বাস্থ্য এখন ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ জেলখানায়
এবং সহরে খুব হচ্ছে। আমাদের মধ্যে একজনের টেনফ্লুয়েঞ্জার
মত অসুখ হয়—তার নাম Sandfly fever, একরকম মশা
কামড়ালে নাকি হয়। তাবপর আর একজনের এ্যাপিডিসাইটিস
(appendicitis) হয়। তাবপর আর একজনের ডেঙ্গু জ্বর
হয়। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল বুঝি টাইফয়েড হবে কিন্তু ষষ্ঠ
দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। এ সময়টা কারও স্বাস্থ্য ভাল নয়—কাজ
কর্মে মন লাগে না। গুরুতর অসুখ আমার কিছু
হয় নাই।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? পূজার ছুটি কবে আরম্ভ
হবে? আপনাবা ছুটীতে কি কাশিয়াং যাবেন না অন্তর?

এখানে আপাততঃ গুরুতর অসুখ কাহারও নাই। এখানে
আমাদের দলপৃষ্ঠি হবে—এখানকার সব কথাবার্তা ও ব্যবস্থা থেকে
মনে হয়। আমাব প্রণাম জানবেন।

ইতি—

সুভাষ

শ্রীশ্রীতৃর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

১৮-৭-২৬

পুজনীয়া মেজবৌদ্বিদি,

আপনাব ২৬শে এপ্রিলের চিঠিটির উক্তব আজ পর্যাপ্ত দিট নাট।
গোপালীর পৰাক্রম খবৰ বি গো যাইছে ? আশোকের ও অকণার
পত্র আমি দেরোতে পাই—তার ডুবেও দিয়েছি। আশা করি
তারা যথাসময়ে পেয়েছে। ১৮৮৮ খ্রিষ্ণু জানুয়ার যে অরূপা এখন
শঙ্গুর বাড়ীতে। বড়াদাদিরা এন কোথায় ? বিশ্বল কোথায় ও
কেমন পড়ছে ?

এবার এখানে জুন জলাট নামে অপেক্ষাকৃত হাঙ্গা তবে এর-
পর আবার গবন পড়বে কিনা গোনি না। কিঃ এ দশ মাসে
এখানকার স্বাস্থ্য মোটেই শাখি নয়। এখানে এখে একে সকলে
শয্যা গ্রহণ করেছেন। আমি অবশ্য থাঢ়া ভাঁচি তবে শীত না
পড়লে আমার পেচেব অবস্থা যে সাবধে বা ৩, ০, ১ তবে তা ন ব
হয় না। গত বৎসরেব মত এখন আব কোন কাজে মন লাগে
না—কোন রকমে দিন কাটান হচ্ছে। শাতাটা যখন আমবে তখন
আবার পড়াশুনায় কোক দিল মনে কৰছি। কাগজে দেখলুম যে
এবার ওখানে খুব গরম, এবং গবমেব দুরুণ লোক মারাও গেছে।
এখন গরমটা কি রকম ?

আমি মেজদাদাকে লিখেছিলুন যাতে ছেলেমেয়েদের গান বাজনা
ও চিত্রাঙ্কন শেখান হয়—বাড়ীতে মাষ্টার রেং। অথবে তারা
হয় তো স্বেচ্ছায় শিখতে চাইবে না এবং জোর করে শেখাতে হবে।

কিন্তু এর ভাল ফল তারা সারাজীবন ভোগ করবে। আমি যদি গানবাজনা বা চিরাঙ্গন জানতুম তাহলে এখানকার দিনগুলি আরও আনন্দে কাটাতুম।

টিয়াপাখী খেয়ে খেয়ে বড় হচ্ছে—কিন্তু কথা কইতে যে শিখবে তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। পায়রার বংশ বেড়েই চলেছে—এখন ছয় জোড়ায় দাঢ়িয়েছে। তুই জোড়া সাদা কালো মেশান এক জোড়া লাল, এক জোড়া সাদা এবং তুই জোড়া ময়ুরপঙ্খী। ময়ুরপঙ্খী পায়বা দেখতে বেশ সুন্দর। ময়ুরের মত প্যাখ্য ধরে সর্বদা ঘুবে বেড়ায়। ডিম তুইজোড়া হয়েছে—তা দেওয়া হচ্ছে। এগুলি ফুটলে বংশ আরও বাড়বে। আমাদের এখানে যে ছোট্ট পুরুর বা চৌবাচ্চা আছে তার ধারে যখন সকালবেলা পায়রার পাল সারি দিয়ে বসে তখন বড় সুন্দর বোধ হয়।

মা ও বাবা কোথায় ও কেমন আছেন? আমি অনেকদিন হল তাদের কোন পত্র পাই নাই। ছোট মামাৰ পুৰীক্ষার ফল কি বেরিয়েছে? তিনি ও ছোট দাদা কবে ফিরবেন? মীরার টায়ফয়েনের কথা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই—দিদিব পত্রে জানলাম। মীরা এখন কেমন আছে? ন' দাদা এখন কি চাকৱী করছেন? চাকৱী কি পাকা না অস্থায়ী? লালমামাবাবুৰ প্র্যাক্টিশ কেমন হচ্ছে? অন্যান্য মামাবাবুৱা কোথায় ও কেমন আছেন? লাল-মামাবাবুৰ শরীৰ কেমন? গোপালী কোথায় আছে এখন? সে আমায় পত্র লিখলে পারে। দিদি কি ওখানেই থাকবেন, না কটকে থাবেন? পলিৱ শরীৰ এখন কি রকম? সেজদাদার কাৰখনার জিনিসপত্র কি বাজারে বেবিয়েছে?

*

*

*

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୃପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାସ୍କରକେ ଲିଖିତ

ମାନ୍ଦାଲୟ ଜେଳ (୧୯୨୬)

ପ୍ରିୟବରେଣ୍ୟ,—

ଆପନାର ୨୧୫୨୬ ତାରିଖେର ପତ୍ର ପାଇୟା ଆମି ଆନନ୍ଦିତ ହଇୟାଛି । ଉତ୍ତର ଦିତେ ବିଲନ୍ଧ ହଇଲ ବଲିଯା କ୍ଷମା କରିବେନ—ଆମି ଏଥିନ ଅନେକ ବିଷୟେ ନିଜେର ମାଲିକ ନହି—ତା ତ ବୁଝିତେହି ପାରିତେଛେନ । ଆପନାର ପତ୍ରେ ଭବାନୀପୁରେର ସକଳ ସମାଚାର ଅବଗତ ହଇୟା ଏକସଙ୍ଗେ ଶୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖିତ ନା ହଇୟା ପାରି ନାହି । ଆଜ ବାଙ୍ଗଲାର ସର୍ବତ୍ରହି କେବଳ ଦଲାଦଲି ଓ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ସେମାନ କାଜକର୍ମ ମତ କମ, ସେଥାନେ ଝଗଡ଼ା ତତ ବେଶୀ । ଭବାନୀପୁରେର କାଜକର୍ମ କିଛୁ ହଇତେହେ, ତାଇ ଝଗଡ଼ା ବିବାଦ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ—ତବୁ ଯା ଆଛେ ତାହାତେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ତ୍ରିୟମାଣ ନା ହଇୟା ପାରେ ନାହି । ଆମି ଶୁଣୁ ଏହି କଥା ଭାବି—ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଜଣ୍ଠ ଏତ ଲୋକ ପାଓୟା ଯାଏ—କିନ୍ତୁ ମିଳାଇତେ ପାରେ, ମୀମାଂସା କରିଯା ଦିତେ ପାରେ—ଏ ରକମ ଏକଜନ ଲୋକଓ କି ଆଜ ସାରା ବାଙ୍ଗଲାର ମଧ୍ୟେ ପାଓୟା ଯାଯନା ? ଏହି ଦଲାଦଲିର ଜଣ୍ଠ ବାଙ୍ଗଲା ଆଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲବରଣ ରାୟର ମତ ସ୍ଵଦେଶମେବକ ହାରାଇୟାଛେ—ଆରା କଯଜନକେ ହାରାଇବେ ତା କେ ବଲିତେ ପାରେ ? ବାଙ୍ଗଲୀ ଆଜ ଅଞ୍ଚ, କଳହ ବିବାଦେ ନିମନ୍ତ୍ତ୍ର, ତାଇ ଏକଥା ବୁଝିଯାଓ ବୁଝିତେଛେ ନା । ନିଃସାର୍ଥ ଆସ୍ତାନାମେର କଥା ଆର ତୋ କୋଥାଓ ଶୁଣିତେ ପାଇ ନା । ଅତ ବଡ଼ ଏକଟା ପ୍ରାଣ ନିଜେକେ ନିଃଶୈଖେ ବିଲାଇୟା ମହାଶୂନ୍ୟେ ମିଶିଯା ଗେଲ ; ଆଗ୍ନେର ଝଲକାର ମତ ତ୍ୟାଗ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରିଯା ବାଙ୍ଗଲୀର ସମୁଖେ ଆଘରକାଶ କରିଲ ; ମେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକେର ପ୍ରଭାବେ ବାଙ୍ଗଲୀ କ୍ଷଣେକେର ଜଣ୍ଠ ସ୍ଵର୍ଗେର ପରିଚୟ ପାଇଲ ; କିନ୍ତୁ ଆଲୋକଓ ନିବିଲ, ବାଙ୍ଗଲୀଓ ପୁରାତନ ସ୍ଵାର୍ଥେର ଗଣ୍ଠିତେ ଆଶ୍ୟ ଲାଇଲ । ଆଜ ବାଙ୍ଗଲାର ସର୍ବତ୍ର କେବଳ କ୍ଷମତାର ଜଣ୍ଠ କାଡ଼ାକାଡ଼ି

চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় বাধিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাডিবাব জন্য বদ্ধপরিকব। উভয় পক্ষই বলিতেছে, “দেশোদ্ধাব যদি হয়, তবে আমাব দ্বাবাক্ষ হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।” এই ক্ষমতালোলুপ বাজনীতিকবন্দেব বাগড়া বিবাদ ছাডিয়া, নীৰবে আঞ্চোৎসর্গ কবিয়া যাইতে পাবে, এমন কষ্টী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদেব intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা কবিয়া যাহারা জনসেবায় আস্থানিয়োগ কবিয়াছে তাহাবা যে এই সব শুদ্ধাতি-শুদ্ধ কলহবিবাদে সকলকে মন্ত দেখিয়া নিতান্ত নিবাশ হইয়া বাজনীতি ক্ষেত্ৰ হইতে সবিয়া পড়িবে, ইচ্ছাতে আব আশ্চয় কি? নিজেদেব মানসিক ও পাবমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ কবিয়া যাহাবা জনহিত ব্রতে অতী হইয়াছে তাহাবা কি শেয়ে এই শুদ্ধ বাগড়া বিবাদেব মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবাব আশায় নিবাশ হইলে তাহাবা যদি পুনৰায় নিজেদেব পাবমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশকৰে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজেব বৰ্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলাব বহু নিঃস্বার্থ কষ্টী ক্রমে ক্রমে অনিলববণেব পন্থা অবলম্বন কবিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলাব অনেক কষ্টীব মধ্যে ব্যবসাদাবী ও পাটৌয়াবী বুদ্ধি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তাহাবা এখন বলিতে আবস্ত কবিয়াছে, “আমাকে ক্ষমতা দাও—নতুবা আমি কাজ কবিব না।” আমি জিজ্ঞাসা কবি—নবনাবায়ণেব সেবা ব্যবসাদাবীতে, Contract-এ কৰে পৰিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবাব আদৰ্শ এই—

* “দাও দাও ফিৰে নাহি চাও”

থাকে যদি হৃদয়ে সম্ভল।”

যে বাঙ্গলী এত শীত্র দেশবন্ধুব ত্যাগেৰ কথা ভুলিয়াছে—সে যে

卷之三

卷之三

त्रिभवीभावस्तुत्यनी

३८५

କୁଳାଳରେ ଉପରେ ଦୁଇମଧ୍ୟରେ ଏହା
ଏ ପରାମର୍ଶେ, ମୋଜନିମାତ୍ର ନିଯିତ ଉପରେ
ଥିଲେ । ଅଛି କୁଳାଳରେ ସମ୍ମାନରେ କୁଳାଳରେ
ପରାମର୍ଶେ, ପରିଚ୍ୟା ଲଭିପାରିବ ଏହା ପରାମର୍ଶେ
କମିଟି କମିଟି ମର୍ଗେ - ମର୍ଗେ ମର୍ଗେ - ମର୍ଗେ ମର୍ଗେ
କୁଳାଳରେ ନିଯିତ । କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ
କୁଳାଳରେ ନିଯିତ ଏହାରେ କାହାରେ ଏହାରେ କାହାରେ
କାହାରେ । ଏ କୁଳାଳରେ କିମ୍ବା ୫୫ ଟଙ୍କା - ତିନି କାହାରେ
କାହାରେ କାହାରେ ଏହା - କାହାରେ କାହାରେ । ଏହାରେ
କାହାରେ - କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ । କାହାରେ
ଏ କାହାରେ - କାହାରେ । କାହାରେ, କାହାରେ, କାହାରେ କାହାରେ
କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ - କାହାରେ କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ
କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ -
କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ -
କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ - କାହାରେ -

কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের ‘বীরবাণী’ তুলিবে—ইহা
আর বিচি কি ?

ঢঃখের কথা, কলক্ষের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়।
প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময়
ভাবি—চিঠি পত্র লেখা বক্ষ করিয়া বাহু জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ
শেষ করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা
লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শিত্ত করিয়া
যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি
সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন
না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এতবড় একটা প্রহসনের
অভিনয় দেখিব—বিশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে ‘Nero is
fiddling while Rome is burning’ কথার একটা নৃত্য দৃষ্টান্ত
চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে
পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই
এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে
ব্যাপ্ত—আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পক্ষিল আঢ়ার্ত
আকৃষ্ট হইবেন না।

বিঢালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ীর
কথা শুনিয়া অবশ্য ঢঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ কথা
আমি পূর্ব হইতে জানি এবং চগুবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েক
বৎসর পূর্বেই বাড়ীটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার
সর্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা unbusinesslike ভাবে
জমির “লিজ” লইয়া বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার
ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক, এখন ত “গতক্ষণ

শোচনা নাস্তি।” আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া ‘গৃহ নির্মাণ’ ভাগুর সংগ্রহ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ

“নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিং দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি।”

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত পরামর্শ করিবেন—আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্ত একে-বারে ভিন্ন নাম দিয়া ন্তুন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা Constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গঙ্গোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেক সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্ত্যক্ত হইয়া ওঠে, স্বতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।। জন কশ্চী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার

বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা কয়েকটী নৃতন জিনিষ শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ, Clay modelling পুতুল নির্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating-এর জন্য machinery-র আমদানি হইতেছে। আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির Constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা দুঃখের বিষয়। এর কারণ এই যে জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য-বিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয়তো জানেন না যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের ক্ষেত্রে জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই। তারপর হঠাতে আমার গ্রেপ্তাব। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী ভাড়া ও সহক ঐ সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণ পোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া টানা হইতে নির্বাহিত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার Clear Conscience আছে, কারণ Public-এর দেওয়া টাকার একটী পয়সারও আমি অসম্ভবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্পত্তি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন

অনেক বক্সু বলিয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয় সাতটি বালকের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছি। এ টাকার সম্মতিহার অঙ্গ ভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দফ্ক করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। “দরিদ্র নারায়ণের” সেবার এমন প্রকৃষ্ট শুয়োগ আমি কোথায় পাইব। এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুকায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্মরাজ্যে প্রবেশ করি—সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম, এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব ? রবিবাবুর একটী কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে ? কবির এত আদর এইজন্য যে আমাদের অন্তরের কথা কবিতা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও শুরুটর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

“এখনো বিহার কল্প জগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী ।

ମାନୁଷ ହତେଛି ପାଦାଣେର କୋଳେ

* * *

ଗଡ଼ିତେଛି ମନ ଆପନାର ମନେ
ଯୋଗ୍ୟ ହତେଛି କାଜେ ।

* * *

କବେ ପ୍ରାଣ ଖୁଲି ବଲିତେ ପାରିବ
'ପେଯେଛି ଆମାର ଶେଷ !'
ତୋମରା ସକଳେ ଏସ ମୋର ପିଛେ
ଗୁରୁ ତୋମାଦେର ସବାରେ ଡାକିଛେ,
ଶାମାର ଜୀବନେ ଲଭିଯା ଜୀବନ
ଜାଗରେ ସକଳ ଦେଶ !"

ଶରୀର ,ତତ ଭାଲ ନାହି, ତବେ ତାର ଜନ୍ମ ଚିନ୍ତାଓ ନାହି । ଆମାର
ଭାଲବାସା ଓ ପ୍ରୀତି ସନ୍ତୋଷଗ ଜାନିବେନ । ଅଯୁତ ପ୍ରତ୍ତି ଭାଇରା କେମନ
ଆଛେନ ? ଆପନାଦେର କୁଶଳ ସଂବାଦ ପାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ହଇବ ।
ତବେ କାଜେର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଯା ପତ୍ର ଲିଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହି । ଆମାର
ଶ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେନ । ଇତି—

ଶ୍ରୀଆମାଧ୍ୟବନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରକେ ଲିଖିତ

ମାନ୍ଦାଳୟ ଜେଲ
ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୨୬

সବିନ୍ୟ ନିବେଦନ,

ଆପନାର ୨୬ ନଭେମ୍ବରର ପତ୍ର ଯଥାମସଯେ ପେଯେଛି । ଉତ୍ତର ଦିତେ ବିଲସି ହଲ ବ'ଲେ ମନେ କିଛୁ କରବେନ ନା । ନିଜେର ଇଚ୍ଛା ଅମୁସରଣ କ'ରିଲେ ହୟତୋ ପତ୍ର ଦିତୁମ ନା, କାରଣ ରାଜବନ୍ଦୀର ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଖା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନହେ, ତବେ ଆପନି ବୋଧହ୍ୟ ଉତ୍ତରର ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରଛେନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପେଯେ ସୁଖୀ ହବେନ—ଏହି ମନେ କ'ରେ ଉତ୍ତର ଦିତେ ବସେଛି ।

ଆପନାରା ଯେ ସମବେତଭାବେ ଆମାର କଥା ଶ୍ଵରଣ କରେ ଆମାର ଶାନ୍ତ୍ୟ ଓ ମୁକ୍ତିର କାମନା କରରେହେନ ଏବଂ ହଦ୍ୟେର ସନ୍ତ୍ତାନଣ ଆମାକେ ଜାନିଯେହେନ, ତାର ଜୟ ଆମାର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜାନବେନ । ଏର ଚେଯେ ବଡ଼ ପାରିତୋଷିକ କୋନ ସ୍ଵଦେଶସେବୀ କାମନା କରନ୍ତେ ପାରେନା । ତାଇ ଆପନାର ପତ୍ର ପେଯେ ଏବଂ ଖବରେର କାଗଜେ ଆପନାଦେର ସଭାର ବିବରଣ ପାଠ କରେ ଆମି ଯେ ଆନନ୍ଦ ପେଯେଛି ତା ବଲା ବାହ୍ୟ । ତବେ ଆମି ବୁଝି ଯେ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ପାଓଯାଟା ଖ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରେର ମନେର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ନଯ । କି କରି । ସ୍ଵଦେଶସେବୀ ହବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରାଖିଲେଓ ଆମି ମାହୁସ । ଭାଲବାସା ପ୍ରିତି ଓ କରଣାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ପେଲେ କେ ନା ଶୁଖୀ ନଯ ? ପାଓଯାର ଆକାଙ୍କ୍ଷାଟି ଜୟ ଅଥବା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତେ ପାରଲେଇ ଭାଲ ହୟ । ଉଚ୍ଚସ୍ତରେର କର୍ଷୀର ପକ୍ଷେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦାନେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଜୟ କରା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମେଟା ଏଥନ୍ତି ଆମାର କାହେ ଆଦର୍ଶ ମାତ୍ର । ବୁକେ ହାତ ଦିଯେ ବଲାତେ ଗେଲେ ଆମାକେ ବଲାତେ ହୟ ଯେ, Alexander Selkirk-ଏର ଭାଷାଯ ଆମାର ଓ ସମୟ ମନେ ହୟ—

“My friends do they now and then
Send a wish or a thought after me....”

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুন্দর ব্ৰহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীৰ্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল ; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমাৰ ঘৰ-বাড়ী, কাৱাগারেৰ বাহিৱেৰ কথা যেন স্বপ্নেৰ মত প্ৰহেলিকাৰ মত বোধ হয় ; যেন ইহজগতে একমাত্ৰ সত্য হচ্ছে লৌহেৰ গাৰদ ও প্ৰস্তৱেৰ প্ৰাচীৰ। বাস্তবিক এ একটা নৃতন বিচিত্ৰ রাজ্য ! আমাৰ সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতেৰ কিছুই দেখে নাই। তাৰ কাছে জগতেৰ অনেক সত্য, প্ৰত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজেৰ মনকে বিশ্লেষণ কৰে দেখেছি যে, এই রকম চিন্তা দীৰ্ঘ-প্ৰস্তুত নয়। আমি প্ৰকৃত পক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি ; অনেক সত্য যাহা এক সময় ছায়াৰ মত ছিল, এখন আমাৰ নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নৃতন অহুত্তিৰ আমাৰ জীবনকে সবল ও গভীৰ ক'ৰে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাৰা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবাৰ আকাঙ্ক্ষা ও স্পৰ্দ্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে ছঃখ নাই। মায়েৰ জন্মে ছঃখভোগ কৱা সে ত' গৌৰবেৰ কথা ! Suffering-এৰ মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস কৱন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টেৰ মধ্যে লোক হৃদয়েৰ আনন্দে ভৱপূৰ হয়ে হাসে কি কৱে ? যে বস্তু বাহিৰ থেকে suffering ব'লে বোধ হয়—তাৰ তিতৰ থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসৱেৰ মধ্যে ৩৬৫ দিন এবং দিনেৰ মধ্যে ২৪ ঘণ্টা এ ভাৰ আমাৰ থাকেনা, কাৱণ—এখনও শৃঙ্খলেৰ দাগ গায়েৰ উপৰ রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে কোনও সদেহ নাই যে, এই অঙ্গভূতি অল্লাধিক ভাবে যার নাই সে না পারে Suffering-এর দ্বারা। জীবনকে পরিপুষ্ট করতে না পারে Suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিষ্ঠ থাকতে।

আমার শুধু দৃঃখ এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হ'বার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, “তোমার পতাকা যারে দাও তাবে বহিবারে দাও শক্তি।” যখন খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তাব চেয়ে বেশী হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌছায়। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত যেন খালাসের কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিবে প্রস্তুত নই, তাই কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আঁট্কে রাখতে পারবে না। এসব ভাবের কথা; এব মধ্যে objective truth আছে কিনা জানি না! জেলখনায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য; কারণ একস্বরোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, “দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।” কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারিনা। ৩দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার শীতি কবিতায় বলেছেন “বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরস্তন সত্য নিহিত আছে।” এ উক্তির সত্যতা

কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর মা
থাকতুম ? “বাঙ্গলার টেটো খেলানো শ্যামল শস্তি ক্ষেত্র, মধু গঙ্গ-বহ
মুকুলিত আত্মকানন, মন্দিরে ধূপ-ধূনা জালা সন্ধ্যার আরতি,
গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ”—এসব দৃশ্য কল্পনার মধ্য
দিয়াও কত সুন্দর !

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ মেষ যখন চোখের সামনে
ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদৃতের
বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটা বঙ্গ-জননীর
চরণ প্রাণ্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের
ভাষায়—

“তামারই লাগিয়া কলক্ষের বোঝা,
বহিতে আমার স্থখ ।”

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয়
ছর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অঙ্গমনোন্মুখ দিনমণির
কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুবঙ্গিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম
রাগে অসংখ্য মেষখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক স্থষ্টি করে—
তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্য্যান্তের দৃশ্য।
এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে
জানত !

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণিটা যখন দিঙ্গমগুল আলোকিত ক'রে
এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দায় আঘাত ক'রে বলে, “অঙ্গ জাগো”—
তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্য্যাদয়ের কথা, যে সূর্য্যাদয়ের
মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল ।

থাকু—আমি বোধ হয় Pedantic হয়ে পড়েছি। তবে এটা
Pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান প্ৰদান বহুদিন বক্ষ

খাকলে বা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা Steam ছেড়ে দিয়ে আশুরক্ষা করে—আমার অবস্থাও তজ্জপ।

সেবক সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে শুধী ইলুম। Lansdowne branch-এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি, তাঁরা কাজকর্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের orphanage-এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছেনা বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতি সন্তানগ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করবেন। ইতি—

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀକେ ଲିଖିତ

Censored and Passed.

ସ୍ଵାଃ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

11/1/27

for. D. I. G., I. B., C. I. D.

Bengal

ରେଙ୍ଗୁନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ ।

ଇଂ ୨୦୧୨୧୨୬

ଆଚରଣେୟ

ମା, ଅନେବଦିନ ପରେ ଆପନାର ଚିଠି ପେଯେ ଶାନ୍ତି ପେଲାମ । ଆମି ୧୩ଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରେ ଆପନାକେ ପତ୍ର ଦିଯେଛି—ତାର ପର ୧୭ଇ ନଭେମ୍ବରେ ଆବାର ଦିଯେଛି । ଶେଷ ପତ୍ର ବୋଧ ହୟ ଏତଦିନେ ଆପନି ପେଯେଛେନ । ଆପନାର ଓରା ଡିସେମ୍ବରର ପତ୍ର ଆଜ ପେଲାମ । ଆଜ ୫୬ ଦିନ ହ'ଲ ଆମି ମ୍ୟାଣ୍ଡୁଲେ ଥେକେ ଏଥାନେ ଏସେଛି—ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଜଣ୍ଠ । ବୋଧ ହୟ ୨୧୦ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଆବାର ମ୍ୟାଣ୍ଡୁଲେ ଫିରେ ଯାବ ।

ଆମି ପ୍ରାୟଇ ଚିଠି ଲିଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ କଲମ ନିଯେ ବସି—କିନ୍ତୁ କଲମ ଚଲେ ନା; ତାଇ ଅଗତ୍ୟା କିଛୁ ଦୂର ଲିଖେ ଲେଖା ବନ୍ଧ ରି । ଆମାକେ ଚିଠି ଲିଖେ ଆମାର କାରାକ୍ରେଶ ତୁର୍କିବିସହ କବାର କୋନଓ ଆଶକ୍ତା ନାଇ । ଏଥାନେ ଆମାର କଷ୍ଟ ନାଇ—ଏ କଥା ବଲଲେ ସତ୍ୟ ବଲା ହବେନା । କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଯା ଆଛେ—ପତ୍ର ନା ଲିଖିଲେ ତା କି କମବେ ?—ଏବଂ ପତ୍ର ଲିଖିଲେ ତା କି ବାଢ଼ିବେ ? ପତ୍ର ପଡ଼େ ଯେ କଷ୍ଟ ହୟନା—ତା ନଯ । କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ କି କଷ୍ଟଟି ପାଇ ? ଆର ଏହି ସବ ସ୍ଵର୍ଗ-ତୁଳନାମୟ ଶୁଣି, ଯାର ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟଥାର ଅଂଶ ଏଥିନ ବେଶୀ ହୟେ ପଡ଼େଛେ—ତା ଛେଡ଼େ ଆମି ବାଁଚବ କି କରେ ? ସମ୍ଭାସେର ମାର୍ଗ ସଥନ ନିହି

নাই—তখন বাহিরের স্থিতি—ছঃখদায়ক হলেও—কি করে ভুলব ?
শত যন্ত্রণা পেলেও সে সব স্থিতি আকড়ে ধরে থাকতে হবে ।

আপনি নির্জন বাস করতে চান—কিন্তু নির্জন বাসেই কি
শাস্তি পাবেন ? কে বলতে পারে ? প্রাণটা যদি আরও ছোট
হইত—তা হলে হয়তো বা পেতেন ? আপনার শরীরের সংবাদ
২১০ দিন হইল আমি প্রথমে সংবাদপত্রে পাই—তখন ইচ্ছা হল
একবার টেলিগ্রাম করে খবর লই । তারপর ভাবলাম যে ২১১
দিনের মধ্যে যখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি তখন ম্যাণ্ডেলে ফিরে
খবর পাবার চেষ্টা করব । তারপর আপনার চিঠি আমার হাতে এল ।

বন্দী অবস্থায় আর কতদিন থাকতে হবে তা শুধু ভগবান
জানেন । তবে যতদিন থাকতে হউক না কেন—আমাকে যে সহ
করবার ক্ষমতা দিয়েছেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট । এক এক সময়ে
শুধু এক এক সময়ে কেন, প্রায়ই মনে হয় আমি এখন বাহিরে
যাবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত নই । যে উদ্দেশ্যে ভগবান আমাকে
এখানে পাঠিয়েছেন তা এখনও সফল হয় নাই এবং আমার কারা-
বাসকালীন শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে । স্থিরভাবে যখনই
ভেবে দেখি তখনই মনে হয় যে আমার পক্ষে এখন কারাবাসই
প্রশংসন । তবে প্রাণ সব সময়ে মানতে চায়না । শুধু আপন জন
নয়, আজ বাঙ্গলাদেশ, সমগ্র ভারতবর্ষ আমার কাছে যেন অশেষ
মাধুরী মাথা উজ্জল স্বপ্ন । বাস্তব দূরে সরে রয়েছে—আমি এই
স্বপ্নকে আকড়ে ধরে রয়েছি । এই স্বপ্নের পেছনে যে বাস্তব সত্য
তার জন্য মধ্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠে । আমার মত কঠিন
হৃদয় লোকের পক্ষে এই সাময়িক উদ্বেল ভাব চেপে রাখা সন্তুষ-
পূর—কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে সঞ্জ্যাস মানিনা—তাই ছঃখকে
অস্বীকার করবার আমার অধিকার নাই ।

ম্যাণ্ডেলে জেল

৩০।১২।২৬

যে সব পুরাণ শৃতি মনের মধ্যে ভেসে আসে এবং আমার এই সুদীর্ঘ অবসর কাটাবার সম্মতকৃত হয়ে দাঢ়ায় সেগুলির মধ্যে ব্যথার অংশ যে বেশী তা মনে হয় না। তার মধ্যে সুখের ও শাস্তির উপাদানই বেশী—তবে বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করলেই ব্যথার উদ্রেক হয়। সে ব্যথাব মধ্যেও যে কোন সুখ নাই এ কথা আমি বলতে পারিনা।

আমার একজন বক্ষু কিছুকাল পূর্বে আমাকে লিখেছিলেন—
দেশবাসীর মিলত অঙ্গরাশির মধ্যে নিজের অঙ্গ মিশিয়ে আমরা
ব্যথার গুরুত্বাব লাঘব করছি কিন্তু সে সাম্ভান ভগবান আপনাদের
দেন নাই। *এ কথা সত্য। নীববে ও নির্জনে অঙ্গমালা রচনা
করা খুব কষ্টদায়ক; কিন্তু এ বিপদের সময়েও যে আমরা কোনও
কাজে লাগলাম না, এ ভাবনা কম কষ্টদায়ক নয়।

নিজেকে কর্ম কোলাহল হতে দূবে বাখলেই যে “নিজের
ব্যক্তিগত দুঃখ লইয়া কাহাকেও ব্যস্ত কবা” হইবে না এ কথা মনে
করবার কোনও কারণ নাই—বরং উন্টাটাই ঘটিতে পাবে। আপনি
লিখেছেন— জানিনা তোমাদেব সাথে এ জীবনে দেখা হউবে কি না।
আমি মোটেই নিরাশ নই যদিও আমি সকল ব্যথার জন্য সর্বদা
প্রস্তুত আছি। আমার মনে হয় যে দেশমাতৃকাব কল্যাণের জন্য
যদি আমাকে সারাজীবন কাবাগাবে যাপন করতে হয় আমি তাতে
মোটেই পশ্চাত্পদ হবন।

আমি আমার জীবনটাকে একটা adventure বলেই গ্রহণ
করছি—জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা ভগবানের হাতে। আমার দুঃখ

শুধু এই যে এখানে থাকতে যতটা উন্নতি সাধন করা উচিত ছিল তা করতে পারি নাই ; তথাপি আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই । আপনি সত্যই বলেছেন — তোমাদের নিষ্যাতিত জীবনের প্রতিঘাত ভগবান নিজেই বহন করিতেছেন....একদিন এ দিনের শেষ আছেই । এ কথা আমরাও বিশ্বাস করি । আপনার ভাষায় “একদিন সফলতার গৌরবে জীবন গৌরবাত্মিত” হইবেই । আপনার সাম্মানামাখা অমূল্য কথাগুলি আমাদের অন্তরের বাণী এবং সর্বাবস্থায় আমাদের পরম অবলম্বন স্বরূপ । আমার শুধু আরও একটু মনে হয়—সারাজীবন কাটাতে হলেও আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে না—কারণ জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তো অন্তরের বিকাশ, বাহিরের ক্রিয়াকলাপ নয় । আপনার স্নেহশীর্বাদ আমাদের সর্বদা বর্ষের গ্রায় রক্ষা করুক—এই প্রার্থনা করি—এবং প্রার্থনা করি যেন সর্বদা সত্য-পথে চলিয়া আপনার ঐ অমূল্য স্নেহশীর্বাদের কতকটা যোগ্য হতে পারি ।

তাঁর জীবনী লিখবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে আছে—কিন্তু ভরসা হয় না । যে ২১১ বার ২১১ লাইন লিখবার চেষ্টা করেছি তাতে আরও নির্ভরসা হয়ে পড়েছি । তবু মনে হয় যে তাঁর গভীর ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের যতটা আভাস আমি পেয়েছি—ততটা অনেকেই পান নাই । তাই আমার অভিজ্ঞতার ভাগ যে অপরকে দিতে ইচ্ছা হয় না—তা নয় । সত্যেন বাবু বলেন যে তিনি বলতেন যে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর ঠিক ঠিক জীবনী লিখতে পারবেন । তবে আপনি যদি কিছু উপাদান দিতে পারেন—তবে অসমর্থ হলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি । এই কাজের জন্য যে সময়ের অভাব হবে না—একথা আমি বলতে পারি । প্রকৃত অন্তরায় সময়ের অভাব নয়, সামর্থ্যের

অভাব এবং অস্তন্তির অভাব। আর একটা কাজ আমার মনের সামনে রয়েছে—তাঁর কারাবাসের সময়ে তিনি যে সব notes লিখেছিলেন সেগুলি থেকে একটা পূর্বপৰ সম্বন্ধযুক্ত প্রবন্ধ বা পুস্তিকা প্রণয়ন করা।

কয়েকদিন হ'ল মেজদাদার পত্রে আপনার স্বাস্থ্যের সংবাদ পেয়ে চিন্তিত রয়েছি। আপনার নিজের মনের অবস্থা যাহা হউক না কেন—চিকিৎসা সম্পর্কে অপর সকলের, এবং ডাক্তারদের কথায় আপনার আপত্তি তোলা উচিত নয়। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আপনি গ্রাহ করেন না—এবং আপনার মনের কথা যে আমরা একেবারে বুঝি না—তা নয়। তবুও আমাদের সকলের—এবং সমগ্র দেশবাসীর নিকট আপনার স্বাস্থ্যের মূল্য যে কতবেশী তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না।

প্রায় ৩ দিন হ'ল রেঙ্গুন থেকে ফিরেছি—এখন এখানেই থাকব। আমাদের সকলের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। আমার শরীরের জন্য কোনও চিন্তার কারণ নাই—একথা রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছেন। এখন তবে আসি মা।

ইতি

আপনাদের সেবক

শ্রীশুভাষ

বিভাবতী বহুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল

৭। ২। ২। ৭

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার ১৬ই জানুয়ারীর পত্র ২২শে তাবিখে হস্তগত হয়েছে—
সঙ্গে অশোকের পত্রও পেয়েছি। অনেকদিন পরে আপনার পত্র
পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এখানে এখনও শীত কিছু আছে—তবে
এই মাসের মধ্যে বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। মার্চ মাসটা বসন্তের
হাওয়া বইবে, তাবপৰ এপ্রিল মাসে বীতিমত গবম পড়ে যাবে। গত
বৎসর এপ্রিল মাসেই সব চেয়ে বেশী গবম পড়েছিল।

আমাদের ফুলের বাগানে এবাব নানা বঙের ফুল ফুটে বেশ শোভা
ধরেছে। তবে এগুলি অধিকাংশই Season Flower। সুতবাং
শীতের শেষে গবমের প্রতাপ আবস্থা হ'লে অদৃশ্য হয়ে যাবে।
আপাততঃ বাগানের দিকে তাকালে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়।

গতকাল আমবা এখানে শ্রীসবস্তী পূজা করেছি। মূর্তি
এখানেই গড়ান হয়েছিল এবং বেশ ভালই হয়েছে। এ দেশে
যাহারা সবস্তী পূজা কবে তাহাবা গঙ্গায় (অর্থাৎ ইরাবতীতে)
ভাসায় না ।

আমার শরীবেব অবস্থা মেজদাদাকে যে পত্র দিই তার থেকে
পেয়ে থাকবেন। আগেব থেকে খারাপ বই ভাল বোধ হয় না।
ওজন কিছু কমেছে এখন ১৩৮ পাউণ্ড। ছোটদাদা আগামী বুধবার
অথবা বৃহস্পতিবার এখানে এসে বোধহয় পৌছাবেন।

নতুন মামাৰাবু পুৰ্বেৱ থেকে কিছু ভাল আছেন জেনে খুব সুখী
হয়েছি। তিনি এখন কোথায় আছেন—ঠিকানা লিখিবেন।

বাবা বৌধ হয় সরস্বতী পূজাৰ ছুটীতে কলকাতায় এসেছিলেন।

আমাদেৱ পায়ৱাৰ খুব বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ৱাৰ
খোপও বাড়াতে হচ্ছে। মুৰগী মোৱগেৰ পালও খুব বেড়ে গেছে।
(এতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হবে না তো ?) ২১৩ জোড়া বিলিতি মোৱগ ও
মুৰগীৰ সাহায্যে কি কবে অল্প দিনেৰ মধ্যে এক পাল ভাল জাতেৱ
মোৱগ ও মুৰগী হতে পাবে—তা আমৰা হাতে হাতে দেখছি। পায়ৱাৰ
সম্বন্ধেও ঐ এক কথা খাটে। তবে মযুবপঞ্জীদেৱ বাঁচান গেল না—
তাৰা ক্ৰমাগত মবে যায়। টিয়াপাখী বেচে আছে—মনেৰ সুখে কি
হংখে তা বলতে পাবি না। নানাপ্ৰকাৰ আওয়াজ কবে এক শীৰ
দেৱঁ। কথা এখনও বলতে শিখে নাই তবে শিখতে পাবে।

অভয় আঞ্চলিক দোকানে আপনাৰ সূতা ঢাবিয়ে গেছে শুনে খুব
হংখিত হয়েছি। আশা কৰি আপনি তাৰ জন্ম নিৰ্ভৰসা হবেন না।
অশোকেৰ তো অল্প দিনেৰ মধ্যে লম্বা ছুটী হবে—সেও তখন অবসৱ
মত সূতা কাটতে পাবে। অশোকেৰ চিঠিৰ জবাৰ আমি পৰে
দিব।

সৱকাৰ বাহাদুৰ আমাদেৱ জানিয়েছেন যে জাহুয়াৱী ১৯২৫ খ্রিকে
দ্বাই বৎসৱ অতীত হলেও অডিনেন্স আটকেৰ হকুম এখনও দলবে।
চাকুৱী বজায় থাকা উপলক্ষে এখানে ছোটখাট ভোজ হয়ে গেছে।

আশা কৰি আপনাৱা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমাৰ
প্ৰণাম জানিবেন এবং গুৰুজনদেৱ জানাবেন।

ইতি—

পুনঃ—ছোটদাদাৰ সহিত সাক্ষাৎ এবং ডাঙুৱী পৱীক্ষা এখানে
হবে কি রেঙ্গুনে হবে—তাহা এখন স্থির হয় নাই। রেঙ্গুনে হয় তো
যেতে হবে।

৯৪

শব্দচন্দ্ৰ বসুকে লিখিত

ইনসিন সেন্ট্ৰাল জেল
৪ষ্ঠা এপ্ৰিল, ১৯২৭

পৰম পূজনীয় মেজদাদা,

মিঃ মোবালীৰ প্ৰদত্ত প্ৰস্তাৱ সম্বন্ধে আমাৰ কি মত তাহা
জানিবাৰ জন্য আপনাবা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টিত হইয়াছেন—এবং আমাৰ
মনে হয় এ সম্বন্ধে আমাৰ মতামত প্ৰকাশ কৱিবাৰও সময়
আসিয়াছে। আমাৰ মতেৰ সহিত আপনাদেৱ মত মিলিবে কিনা
জানি না ; তবু আমাৰ মতেৰ মূল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে
তাহা প্ৰকাশ কৱিতেছি।

আমি মিঃ মোবালীৰ প্ৰস্তাৱ বাব বাব অতি স্বত্ৰে পাঠ
কৱিয়াছি। তাহাৰ উচ্চাবিত প্ৰতি শব্দ প্ৰতি কথা বাব বাব কৱিয়া
ভাৰিয়া দেখিয়াছি। একথা স্বীকাৰ কৱিতেই হইবে যে, তিনি
অতি সাৰধানতাৰ সহিত তাহাৰ বক্তব্যে বাক্য সংযোজনা কৱিয়া
তাহা প্ৰকাশ *কৱিয়াছেন। তাহাৰ প্ৰস্তাৱেৰ সকল দিক অতি
ধীৱৰভাৱে চিন্তা কৱিবাৰ পৱ আজ আমাৰ নিজস্ব মত জ্ঞাপন

করিতেছি, ক্ষণিক ঝোকের বশে হঠাতে কোনও নির্দ্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বারবার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু ঘোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মি: মোবালীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাহার আয় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্ত্যায় হইবে, আমার কর্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না ! স্পষ্টবাদিতায় আম সর্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্বাপেক্ষা উপকার দর্শনয়।

মি: মোবালীর কয়েকটী কথায় আমি তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পাবিতেছি না। যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমার অতীত কার্য-কাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না— যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিক্রিয়া করিয়া বলি শহা হইলে তাহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার মিকট উত্থাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠকরিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে আত্মসম্মানবিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যরূপে

আমি মাননীয় সভ্যের একপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমার মনে হয় কাউলিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থা-স্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নির্দেশ বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোটদাদাৰ (ডাঃ সুনীলচন্দ্ৰ বসুৰ) রিপোর্ট প্রকাশেৰ সঙ্গে আমার মতভেদেৰ কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূৰ্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূৰ্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইটজারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনেৰ বিপক্ষে মত দিতাম।

একপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবাব পৱ যখন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে আমার এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পৰীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকেৰ মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার অনুমোদনেৰ কিৱাপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সৱকারই বা এ অনুমোদনকে কিৱাপ রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্ৰয়োজন তাহার ছিল না; তজ্জ্য আমিও তাহার এ কাৰ্য্যেৰ নিম্না করিতে পারি না। তাহার কয়েকজন রোগী সুইস স্বাস্থ্য-শ্ৰমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও

অমুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অস্থান্ত যঙ্গারোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান् রোগী স্মৃষ্টিজ্ঞারল্যাণ্ডের বাস ও শুক্রবার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনোরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগ বিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, “স্মৃতায়চন্দ্ৰ যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কৰ্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।” আমাৰ জানিতে কৌতুহল হয়, সরকার কবে আমাকে “অত্যধিক পীড়িত” বা “একেবারে কৰ্মশক্তিহীন” মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক বোঝপা করিবেন আমাৰ রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্ৰ কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পাবে, সেই দিন কি? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগ-বিবরণ যদি তাহাবা স্বীকাৰ করিতে বাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্ৰ বাহ্যতঃ তাহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না। বা বিদেশে যাইবার পূৰ্বে আমি আমাৰ আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভাৱতীয় বন্দৰে নোঙৰ করিতে পারিব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমাৰ নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্বার হয় তাহা হইলে যতদিন অডিনাল আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমাৰ সন্দেহ হয়, সরকাৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আমাৰ নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্বারেৰ ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃত পক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে। তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জনের চেষ্টা ও অনিদিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুয়েব মধ্যে অন্য কোন মধ্যপদ্ধা অবশিষ্ট নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরেও পুনরায় নৃতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি, আই, ডি, পুলিশের কর্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়, এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইনে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ কবিয়া রাখিবাব আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যাপ্নিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ী ভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্বাসনের জন্য নির্জেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিবিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। স্বাইটজারল্যাণ্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল সি, আই, ডি, বিচরণ করে, ভারত সরকার কি আমাকে ঢাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্তন করিয়া পুলিশ গোয়েন্দা হইতেছি

ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সন্তুষ্য যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পাদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন ছৰ্বিসহ করিয়া তুলিবে।

সুইটজারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থাইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা, আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার স্বিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি ? আমি গত বৎসর মিষ্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিনান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে একপ করা আরও সংজ্ঞ। বিদেশে ধাহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাহাদের ভারতে ফিরিতে কিরূপ অস্ববিধি ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেন্টের ও মন্ত্রী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে জালা লাজপৎ রায়ের আয় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন ..। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিসের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানভাবে সহিত বাস করি না কেন, তাহারা ভারত সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাহারা আমাকে

ভৌৰণ ষড়যন্ত্ৰেৰ কৰ্ত্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন, তাহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পাৰিব না। কাজেই কোন সময়েই সে সম্বন্ধে সত্য অকাশেৰ বা আমাৰ বিবৰণ প্ৰদানেৰ সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবাৰ পূৰ্বেই তাহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা জাহিৰ কৰিয়া দিবেন এবং তাহাৰ ফলে হয় ত আমাৰ ভাৱতে প্ৰত্যাগমনেৰ পথ চিবতবে কন্দ হইয়া যাইবে, কাৰণ ইউৱোপেৰ লোক বৰ্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় কৰে। এই জন্মই আমি স্বেচ্ছায় আমাৰ জন্মভূমি হইতে নিৰ্বাসিত হইতে ইচ্ছা কৰি না। সৱকাৰ পক্ষও যদি আমাৰ দিক হইতে একবাৰ এ বিষয়ে আলোচনা কৰেন, তাহা হইলে আমাৰ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম কৰিতে পাৰিবেন।

যদি আমাৰ বলশেভিক এজেন্ট হইবাৰ ইচ্ছা 'থাকিত, তবে আমি সবকাৰ বলিবামাত্ৰ প্ৰথম জাহাজেই ইউৱোপ যাবু কৰিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃ প্ৰাপ্তিৰ পৰ বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্ৰ জগতে এক বিবাট 'বিদ্রোহ ঘোষণা কৰিবাৰ উদ্দেশ্যে প্যাবিস হইতে লেনিনগ্রাড পৰ্যন্ত ছুটাছুটি কৰিতাম, কিন্তু আমাৰ সেৱকপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে, আমাকে ভাৱত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহল ফিৰিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বাৰ বাৰ মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি ভাৱতে ব্ৰিটিশ শাসন রক্ষাৰ পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙ্গলা দেশ হইতে নিৰ্বাসিত কৰিয়াও সবকাৰ সন্তুষ্ট হইতে পাৰেন না, অথবা - সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিৱাট ধাপ্পাৰাজি ?

যদি প্ৰথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে বুৰোক্ৰেশীৰ নিকট সেৱকপ ভয়েৰ কাৰণ হওয়া আমাৰ পক্ষে ঝাঘাৰ কথা। কিন্তু পৱন্ত্ৰণাই

যখন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থাঙ্ক হিংসাপ্রায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইরূপ নহি। আমি বাঙ্গলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য্য করি নাই, এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, 'কারণ বাঙ্গলাকেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; হয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বাঙ্গলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে ? সিংহল ত খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত সরকারের নিষেধ-অঙ্গ। আইনানুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গলা-সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল ? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গোয়া-ছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা কন্ফাবেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্বাচনে একজন সভ্যপদ প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাটীরে যাই নাই। আমাকে সিবাজগঞ্জ কন্ফাবেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কন্ফাবেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিস' কাপে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফাবেন্সের সময় কলিকাতায়

আড়ু দারদিগের ধর্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্মও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিষ্টার মোবার্লি একটি বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসর কাল আমি নির্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার সহিত সাক্ষাত করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিনি বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা আমাকে ভালবাসেন, তাহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের সহিত কিরণ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অভিতার জন্মই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসা ও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইয়াছি— তাহারা নহেন। বিনা কারণে তাহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক

বাধিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিক্ষেরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উক্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত স্তর এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্তর জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উক্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর তইতে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতৃ প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই।

ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া বাধিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিনি বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে ঘোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ড' মার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অস্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান কারয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না? ইউরোপে যতদিন হত স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার স্তৱ ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগ মুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে

দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহস্রতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মি: মোবালী বলিয়াছেন, সরকার ও স্বভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার স্বভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মি: মোবালীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈবাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈবাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাট বড় করিয়া দেখি। বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহা ও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরঙ্গমাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি :—

গৌরবের পথ শুধু ঘৃত্যর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সন্তান স্মদ্বৰপরাহত বলিয়া

কেহ যেন দৃঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কষ্ট সর্বাপেক্ষা অধিক। সে জন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সজ্ঞবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্তবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শিত্ব করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি হইতে কথনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদেব প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ কবিয়। লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তব শীঘ্ৰ দিবেন।

ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

ଶ୍ରୀଗୋପାଲଙ୍କାଳ ସାନ୍ୟାଳକେ ଲିଖିତ

ଇମସିନ ଜେଲ
୫େ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୨୭

ପରମ ଶ୍ରୀତିଭାଜଣେୟ—

ଆପନାର ୫େ ଚିତ୍ରେ ପତ୍ର ପାଇୟା ଆନନ୍ଦିତ ହଇଯାଛି । ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଯାଇଛେ—କି ଉତ୍ତର ଦିବ ଜାନି ନା । ଅନେକ କଥାହି ତ ଲିଖିତେ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଯ କି ?

ଶରୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ନୂତନ କିଛୁ ବଲିବାର ନାହି—“ଯଥା ପୂର୍ବଃ ତଥା ପରଃ” । ପରିଣାମେ କି ଦାଡ଼ାଇବେ ଜାନି ନା—ଏଥନ ଆର ଶରୀରେ କଥା ଭାବି ନା । ଗତ କରେକ ମାସେର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ମନେର ଗତି କୋନେ କୋନେ ଦିକେ ଝରିବେଗେ ଚଲିଯାଇଛେ । ଆମାର, ଏହି ଧାରଣା ବନ୍ଦମୂଳ ହିତେହେ ଯେ, ଜୀବନେ ଯୋଳ ଆନା ଦେଓୟାର ଜୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ହିଲେ ମେବନ୍ଦଣ ଠିକ ବାଖା ମୁକ୍ଷିଲ ହଇୟା ପଡ଼େ । ଜୀବନ ପ୍ରଭାତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୁକେ ଲାଇୟା କରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଇୟାଇଲାମ—“ତୋମାର ପତାକା ଯାବେ ଦାଓ ତାରେ ବହିବାବେ ଦାଓ ଶକତି ।” ଭବିଷ୍ୟତେବ କଥା ଜାନି ନା । ତବେ ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ କରିଯା ଆସିତେହେ । ତାଇ ଆମି ବଡ଼ ସୁଖୀ—ସମୟେ ସମୟେ ମନେ ହୟ, ଆମାର ମତ ସୁଖୀ ଜଗତେ ଆବ କଯଜନ ଆଛେ ? ଏଥନ ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଚୀରେ ବାହିରେ ଯାଇବାର ଆଶା ଯେ ପରିମାଣେ ସୁଦୂରପବାହତ ହିତେହେ, ସେଇ ପରିମାଣେ ଆମାର ଚିତ୍ର ଶାନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ବେଗଶୂନ୍ୟ ହଇୟା ଆସିତେହେ । ଅନ୍ତରେର ମଧ୍ୟେ ବାସ କରା ଓ ଅନ୍ତରେର ଆୟୋଜନିକାଶେର ଶ୍ରୋତେ ଜୀବନତରୀ “ଭାସାଇୟା ଦେଓୟାର ମଧ୍ୟେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଆଛେ ଏବଂ ବେଶୀଦିନ କୁନ୍କ ଅବଶ୍ୟ ବାସ କରିତେ ହିଲେ ଅନ୍ତରେର ଶାନ୍ତିହି ଏକମାତ୍ର

সম্ম—তাই শুদ্ধীর্ঘ কারাবাসের সন্তানায় আমি এক অপূর্ব'শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within." একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত যাহাদের অবস্থা তাহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্দ্ধারণ করেন তবে—'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ'। যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে হয় তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকতেও পারে। কিন্তু জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতব দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান् আদর্শ' যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান্ আদর্শের সুরে বাধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্যবিধাতাব) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব মিহুই ক্ষণভঙ্গুর—গুরু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু,—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে ?

ঘোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ঘোল আনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ঘোল আনা পাইতে হইলে নিজের ঘোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলক্ষ—renunciation

and realisation একই বস্তুর এপিট আর ওপিট। এখনই ঘোল আনা পাওয়া ও ঘোল আনা দেওয়ার জন্য আমাৰ মনপ্ৰাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুবৰ্লতাব মধ্য দিয়া আমাকে শক্তিৰ উচ্চ শিখবে সহিয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া কৰিবেন না? উপনিষদে বলে,
“যৰ্মেবেষবৃগুতে তেন লভ্যঃ”—এখন দেখা যাক।

Systematic Study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তাৰ ভিত্তিস্বৰূপ কয়েকটী মূল সমস্তাৰ সমাধানেৰ জন্য লেখা পড়া ও গবেষণা আৱস্থ কৰিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কৰে আবাৰ আবস্থ কৰিতে পাৰিব জানি না। বাহিবে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখনে থাকিতে থাকিতেই কাজ শেষ কৰিবাৰ ইচ্ছা ছিল। আমাৰ কাৰাবাসেৰ কাজ বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাই বোধ হয় যাইবাৰও বিলম্ব আছে।

ভগবান আপনাদেৰ সকলকে কুশলে বাখুন এবং আপনাদেৰ ক্ৰিয়া কলাপেৰ উপৰ তাহাৰ আশীৰ নিবন্ধন বৰ্ষিত ইউক—ইহাই আমাৰ একান্ত প্ৰাৰ্থনা।

ইতি-

ଶବ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦକେ ଲିଖିତ

ଇନ୍‌ସିନ ଜେଲ
୬୬, ମେ ୧୯୨୭

ପରମ ପୂଜନୀୟ ମେଜଦାଦା,

ଦୀର୍ଘ ପତ୍ର ଲିଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମାବ ନାହିଁ; ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିତେ ନା ପାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାକେ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ହିଁବେ । ଗର୍ବ-ମେଣ୍ଟେର ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ବଡ଼ଦାଦାବ ସହିତ ଆମାର ଅନେକ ଆଲାପ ହିଁଯାଛେ । ଆମାବ ଏହି ଆଲାପେବ ସୁଯୋଗ ଦେଓୟାଯ ଆମି ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦିତ ହିଁଯାଛି । ମାତ୍ରବବ ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର-ମଚିବ ମହୋଦୟ ସେ ସୌଜନ୍ୟ ଦେଖାଇଯାଛେ ତଜ୍ଜନ୍ତ ଆମି ତାହାକେ ଦୟାବାଦ ଜାନାଇତେଛି । ଆମାବ ସହିତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକପ ବ୍ୟବହାବ କବା ହିଁତେଛିଲ ଏହି ବ୍ୟବହାର ତାହାଙ୍କ ହିଁତେ ପୃଥକ ।*

ଗର୍ବମେଣ୍ଟେର ଉତ୍ତବ, ବଡ଼ଦାଦା ୨୭ଶେ ଏପ୍ରିଲ ତାବିଥେ ଆମାକେ ଜାନାଇଯାଇଲେନ । ଏହି ଉତ୍ତବେ ବିଷୟଟି ଉଭୟେବ ପକ୍ଷେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହିଁଯାଛେ । ୧୧ଇ ଏପ୍ରିଲ ତାବିଥେ ଗର୍ବମେଣ୍ଟେବ ସର୍ତ୍ତର ଆମି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଯାଇଲାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କବିଯା ଆମି ପୁନରାୟ ଏହି ଉତ୍ତରର ଠିକ ବଲିଯା ମନେ କବିତେଛି ।

ଆମାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ—ସହଜ ବିଚାବେବ ଫଳ । ଭାଲ କବିଯା ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦେଖିଲେ ଏହି ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଆବୋ ଦୃଢ଼ତବ ହୟ । ଜୀବନକେ ସହଜ ଭାବେ ବିଚାର କରିଯା ଆମି ଏହି ସିନ୍ଧାନ୍ତେ ଉପନୀତ ହିଁଯାଛି । ଭାଲଭାବେ ବିଚାର କବିବାର ପର ଏହି ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଆବୋ ଦୃଢ଼ ହିଁଯାଛେ । କାରାଗାରେ ଆମାର ଯତଇ ଦିନ ଯାଇତେଛେ ତତଇ ଆମାର ମନେ ଏହି ଧାରଣା ଦୃଢ଼ମୂଳ ହିଁତେଛେ ଯେ, ଜୀବନ-ସଂଗ୍ରାମେର ମୂଳେ ରହିଯାଛେ ମତବାଦେର ସଂଘର୍ଷ—ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାର ସଂଘର୍ଷ । କେହ କେହ ଇହାକେ ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷର ବଲିଯା

থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল ও সংবর্ধাত্মক।

হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরী বার্গসর Lean Vital-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা স্থাপ্তি করিয়া লইবে। আমরা তো মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি ক্ষুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবন্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আঝোংসর্গ করিতে হইবে।

এছিক এবং জড় দেহের সুখচৃঃথকে অগ্রাহ করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যস্তাবী। আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গবর্নমেন্টের সর্বের উভয়ে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্টতর সর্ব পাইরার জন্য পাটোয়াবী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদেব নির্দিয়তায় আমি ছঃথিত। আমি দোকানদার নহি, দুব কষাকষি আমি করি না। কৃট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি, আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করিনা যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষম্যিক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করিনা। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষম্যিক শান্তি ও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেগুলি পল বলিয়াছেন—

“আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম উচ্চ পদাধিষ্ঠিত অন্ত্যায়ের বিরুদ্ধে।” স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য—সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু আটল বিশ্বাস এবং দুর্জয় সকলের বলে আমাদের জয় অবশ্যস্থাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধান কর্তা। আমার সম্মতে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি স্বাইটজারল্যাণ্ডে যাইব কিনা বর্তমানে তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই। বর্তমানে শরীরের অবস্থার দিক হইতেই স্বাইটজারল্যাণ্ড যাইবার ক্লেশ ‘সহ করিতে আমি অক্ষম। বর্তমানে প্রথমতঃ ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়া আমাকে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইবে। কতদিনে আমি স্বাইটজারল্যাণ্ড যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, ‘চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, আমি অস্তুতঃ আরও অনেক স্বস্থ হইবার পূর্বে’ স্বাইটজারল্যাণ্ড যাওয়ার কথা উঠিতেই পারেনা। আবার আমি যদি ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াই আশানুরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি তাহা হইলে এবং স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিয়া না লইলে স্বাইটজারল্যাণ্ড যাইবার আবশ্যকতাই বা কি?

অতঃপর স্বাইটজারল্যাণ্ড যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাকে আমার আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের সহিত, বিশেষভাবে, তামাতার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙ্গলার রাজ-

নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধারণাও পরিবর্তিত হইতে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতার মধ্যে না যাইয়া আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাই, যদি সরকার আমার স্বাইটজারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতামূলক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্তা চালান বক্ষ করুন। সৈর মহান—অস্ততঃ তাহার সৃষ্টি পদার্থ অপেক্ষা মহান—আমরা তাহাতে যখন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তখন আমাদের ছাঁখ করিবার কারণ থাকিতে পারেন।

আমার প্রতি অশুরঙ্গ ও সহায়ভূতিসম্পন্ন অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই ছঃখিত, কিন্তু এই মনে করিয়া আমি সাম্ভন্না লাভ করিতেছি যে, যাহারা একই মাতৃভূমির 'প্রতি আস্থা-সম্পন্ন তাহারা পরম্পরের স্মৃথের ও ছঃখের অংশ সমানভাবে গ্রহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଥାନି ପତ୍ର ଶ୍ରୀଜୁଣା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀକେ ଲିଖିତ

Kelsall Lodge

Shillong

୧୯୧୬୨୭

ଶ୍ରୀଚରଣେଶ୍ୱର

ମା,

ପରଶୁଦିନ ଏଥାନେ ପୌଛେଛି—ପଥେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ବା କଷ୍ଟ ହୁଯିଥାଏନି । ଏଥାନେ ଏସେ ପ୍ରାୟ ଏକଟି ରକମ ଆଛି—ତବେ ଗରମେର ଉଂପାତ ମେଟି ବଲେ ସେ ରକମ କ୍ଲାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଯାଇଥାଏନା । ବୃଷ୍ଟି ଥେକେ ଥେକେ ହଚ୍ଛେ—ବୃଷ୍ଟିର ସମୟଟୀ Depressing ବୋଧ ହୁଯା । ବୃଷ୍ଟି ନା ହଲେ ଖୁବଇ ମୁନ୍ଦର ବୋଧ ହ'ତ । ଏଥାନକାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମୁନ୍ଦର—ତବେ ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ଗେର Snowy range ଏର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଥାନେ ନେଇ । ଠାଣ୍ଡାର ଦରଳଣ ଯେ ଉପକାର ହବାର କଥା—ତା ହବେ କିନ୍ତୁ ହଜମେର ଉପକାର ହବେ କିନା ତା ବୁଝାତେ ପାରାଛି ନା ।

ଭାକ୍ଷରବାବୁ ଛେନେ ଏସେଛିଲେନ ଏବଂ ବ୍ୟାରାକଧୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବ ଟ୍ରିନେ ଏଲେନ । ଜାଟିସ୍ ଦାସ କେମନ ଆଛେନ ? ତାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିସ୍ତୃତ ସଂବାଦ ଚାଇ । ଓଥାନକାର ସକଳେର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂବାଦ ଦିବେନ ଏବଂ ଆପନାରେ । ଏଥାନକାର ସବ କୁଶଳ । ଏଥିନ ଆସି ।

ଟତି

ଆପନାଦେର ସେବକ
ଶ୍ରୀମୁଖାଷ ।

Kelsall Lodge

Shillong

১৭১৭১২৭

পরম পূজনীয়া

মা, আপনার ১০ই জুলাইর পত্র ১৩ই তারিখে আমি পেয়েছি। আমার কথা মত আপনাকে পত্র দিই নাই—আমারই দোষ—সুতরাং আমি ক্ষমার পাত্র। মানুষ কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলে তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্তব্য তার ঘাড়ে এসে পড়ে—এবং সেগুলি সম্পাদন না করলে তার পক্ষে অশ্রায় হয়। অতএব আমার যে ক্রটি হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আপনি যে প্রায়ই বলে থাকেন এবং লিখেও থাকেন—“এ সংসারে আমার সাহচর্য আর কাহাকেও আনন্দ দান করিতে পারিবে না”—এ কথা মোটেই সত্য নয়। আপনি কি জানেন না—বাঙ্গলার তরুণ যুবকেরা (আর সকলের কথা না হয় তর্কের খাত্তিরে বাদ দিলাম) আজও আপনাকে কি চোখে দেখে? আপনি যদি তাদের একেবারে “পর” বলে ভাবেন—তবে কি তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয় না? তারা কি তাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য আপনার চরণে ঢেলে দেয়নি? তারা কত আশা করেছিল যে দেশবন্ধু যখন ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তখন আপনি এগিয়ে এসে তাদের নেতৃত্বভাব গ্রহণ করবেন। সে আশা যখন পূর্ণ হ'ল না তখন তাহাদের হৃদয়ের অপরিসীম ব্যথা ও হতাশা রাখবার কি আরু স্থান ছিল? দেশবন্ধু জীবন্দশায় বলতেন যে আপনি তাহার জীবন্দশায় জনহিতকর কাজে প্রকাশ্যভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও তাহার অনুপস্থিতিতে আপনি তাঁর পরিত্যক্ত স্থান পূরণ করবেন।

আপনি হয়তো বলবেন যে হিন্দু মহিলার কাজ পরিবারের মধ্যে, পর্দার আড়ালে—public platform এ নয়। আমি মা’র কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা রাখিনা; কিন্তু আমার মনে হয় যে আজ আমাদের দেশের ও সমাজের সহজ অবস্থা নয়। আজ যে আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে—মা। ঘরে আগুন লাগে যখন—তখন যিনি পর্দানশীল তাকেও সাহস করে রাস্তায় এসে দাঢ়াতে হয়। সন্তানকে বাঁচাবাব জন্য—আগুনের হাত থেকে মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য—তাকেও পুরুষ-বিক্রমে পরিশ্রম করতে হয়। তাতে কি তাঁর মর্যাদার বা glace এব হানি হয়?

‘বাঙ্গলার সাধনা প্রধানতঃ মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়ে প্রকট হয়েছে। কি ভগবান কি স্বদেশ—আমাদের আরাধ্য যা’ কিছু—আমরা তাহা মাতৃমূর্তিরপে কল্পনা করেছি। কিন্তু হায়! বাঙ্গলার পুরুষেরা আজ এত নিরবীর্য ও কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায় স্ত্রীলোকদের উপর যে অত্যাচার চলেছে তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। সে দিন (কয়েক মাস হ’ল) “সঞ্জীবনীতে” লিখেছিল—“আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাগ ধর গো।” কথাগুলি আমার প্রাণে বড় লাগল। আজ বাস্তবিক দেশেও অবস্থা দাঁড়ি যচ্ছে তাই; শুধু তাহা নয়—বোধ হয় সন্তানের মান রাখতেও জননাকে অগ্রসর হতে হবে—দেশ এমনই হতঙ্গী ও হীনবীর্য তয়ে পড়েছে।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে আপনি যদি বাহিরের পাঁচ-রকম জনহিতকর কাজে মন দিতে পারতেন—তা’ হ’লে বোধ হয় ভিতরের জ্বালাটা কিয়ৎপরিমাণেও কমত। পারিবারিক জীবনের স্থুল দ্রুংখের দ্বারা কি আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত? আপনি ছিলেন রাজরাজেশ্বরী—তাঁজ আপনি পার্থিব দৃষ্টিতে রিক্তহস্ত। এ কথা যে ভাবে—তারই হাদয়ে তীব্র জ্বালা

না হয়ে পারে না। কিন্তু আমাদের সাম্ভব্য এই যে ভারতের নরনারী অনাদিকাল হ'তে রাজার ঐশ্বর্য অপেক্ষা সম্যাসের গৌরবকে অধিকতর খ্লায়, শ্রেয় ও পূজ্য বলে মনে করে আসছে। সম্যাসের গৌরবময় প্রভাবে আপনার দেশবাসীর হৃদয়ে আপনার স্থান যে কত উচুতে উঠেছে তা বোধ হয় আপনি জানেনও না। জানি না এ সব কথা বলা আমার পক্ষে চাপল্য হ'ল কি না কিন্তু আমার justification শুধু এই যে, যে তৌর আলা আপনাকে নিরস্ত্র দক্ষ করছে তাহা অতি সামান্যভাবেও আমাকে সময়ে সময়ে পীড়া দেয়— এবং একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে বঙ্গলার অসংখ্য যুবককেও পীড়া দেয়।

পূর্ব পত্রে আপনি লিখেছিলেন “অভিশপ্ত জীবনের সব কাজই শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু শেষ প্রতীক্ষায় নীরবে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পাইনা। জানি না কত যুগ যুগান্তবে আমার অভীষ্ট মিলিবে।”

আমার আশঙ্কা হয় যে অত্যধিক brooding এর ফলে আপনি সময়ে সময়ে ভুলে যান যে দেশের বুকে—এবং আমাদের বুকে আপনার আসন কোথায়। তা যদি বিস্মৃত না হতেন তবে নিজের জীবনকে ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও “অভিশপ্ত” বলতে পারতেন না। তগবানের নিকট যিনি প্রিয় ঠার উপরেই বাবে বাবে দুঃখ ও বিপদ বর্ণিত হয়—এ কথা কি একেবারে মিথ্যা? আর, মানুষের হৃদয় যত বড় হয় তার দুঃখও তত বেশী জোটে— একথাও কি একেবারে মিথ্যা? আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনি পূরণ করন—আপনার আসন চিরকাল দেশের বুকে অটুট থাকবে। যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা আপনার চরণে দেশের লোক দেলে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দিবে—তার দশমাংশও কি কোনও

তথাকথিত ভাগ্যবান লোক পেতে পারেন? কত আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে করে নিয়ে দেশবন্ধু আমাদের ফেলে চলে গেলেন। তাঁর সেই সব স্মপ্তি তাঁর সর্বাশ্রেষ্ঠ Legacy। যে Legacy আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পেয়েছেন। সুতরাং আপনি কি বাস্তবিকই অন্তরের সহিত বলিতে পারেন—আপনার কাজ শেষ হয়েছে এবং যাবার সময় হয়েছে? বললে ধৃষ্টতা হয় কিন্তু তবুও বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনার যিনি ইষ্ট তিনি কখনও এ বিষয়ে আপনার কথা সমর্থন করবেন না—ববং আমার কথাই সমর্থন করবেন।

আপনি লিখেছেন—“জড় প্রকৃতির সাথে এখানেই আমার অন্তর-প্রকৃতির যথার্থ মিলন। এই ঘন ঘোব অঙ্ককার আমার বেশ লাগে।” আপনার হয়তো সব সময়েই অঙ্ককার আজকাল ভাল লাগতে পারে—কিন্তু সকলেরই অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে অঙ্ককার ভাল লাগে। অঙ্ককারকে ভালবাসলে তার বুকে যে আলো লুকান আছে—তাকে কি ভালবাসতে নাই? সে বেচারীর অপরাধ কি? সে তো সকলকে সুন্ধী করতে চায়, আলো ও আনন্দ দিতে চায়।

আপনি হয় তো কোনও বন্ধনের মধ্যে আসতে চান না—সে বন্ধন কাজেরই হটক বা মানুষেরই হটক। কিন্তু আমাদের তো কোন টিপায় নাই। যে দিন “মা” বলেছি সে দিনই সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছি। এ সম্পূর্ণ তো অন্ততঃ ইহজীবনে ছিন্ন হবার নয়। সংসারের প্রাচীর আছে—বাধা আছে—লোকাচার আছে—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অন্তরের সম্পূর্ণ তো মিথ্যা হতে পারে না।

মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না—বিচার থাকবে না—বুদ্ধি বিবেচনা থাকবে না—থাকবে শুধু Blind Worship। তাই বুঝি “মা”র সৃষ্টি। তগান করুন যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাত্পূজা করে যেতে পারি।

ଆମାର ଶରୀର ପୁର୍ବାପେକ୍ଷା ଭାଲ । କତକଟା ଜୋର ପେଯେଛି—ଘୂମ ଭାଲ ହଚ୍ଛେ—(ବୋଧ ହ୍ୟ ଏକଟୁ ବେଶୀଇ ହଚ୍ଛେ) ଏବଂ ହଜମେର ଗୋଲମାଳ ଘୋଟେର ଉପର କମେଛେ । ଓଜନ ବୋଧ କବି ବେଡ଼େଛେ ତବେ ଓଜନ ମେଓୟା ହଚ୍ଛେ ନା ବଲେ ସଠିକ ବଲତେ ପାବଛି ନା । ହଜମେବ ଆରା ଏକଟୁ ଉଲ୍ଲତି ହଲେ ତାଡାତାଡ଼ି ଶରୀର ସାବବେ । ବୃଷ୍ଟି ବେଶ ହଚ୍ଛେ—ସବ ସମୟେ ବୃଷ୍ଟି ଭାଲ ଲାଗେ ନା । ସଂସାବେ ଅବିବାମ କ୍ରମନଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହାସିଟାଓ ବୋଧ ହ୍ୟ ସତ୍ୟ । ତାଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାବ ଆଲୋକ ପେଲେ ଯେ ଶୁଖୀ ହଇ ନା ତା ନୟ ।

ଅନେକଟା ଚପଲତା ପ୍ରକାଶ କବେଛି—କ୍ଷମା ପାବ ତା ଜାନି—ଏହି ଭବସାୟ । ଓଖାନକାବ କୁଶଳ ସଂବାଦ ଚାଇ । ଆମାବ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କବବେନ ।

ଇତି—

ଆପନାଦେବ ସେବକ

ସୁଭାସ

ପୁନଃ—“ସେବା ସଦନେବ List of
donors ଆମାବ ସଙ୍ଗେ
ଚଲେ ଏମେଛେ । ଆମି ୨୧
ଦିନେବ ମଧ୍ୟe Register କବେ
ପାଠିଯେ ଦିବ ।
ସୁଭାସ ।

Kelsall Lodge.

Shillong.

୩୦୧୭୧୨୭

ପରମ ପୂଜନୀୟା ମା,

ଶ୍ରୀଚବଗେଷୁ—

ପୂର୍ବେ ପତ୍ରେ ଆମି ଧୃଷ୍ଟତାବଶତଃ ଆପନାବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆପନାକେ ବୁଝାଇବାବ ଚେଷ୍ଟା କବିଯାଇଲାମ । ଆପନି ଆମାବ ମେ ଚାପଲ୍ୟ ସ୍ନେହଶ୍ରୀଗେ କ୍ଷମା କବିଯାଇଛେ । ଧୃଷ୍ଟତା ଆମାବ ଅନେକ ଆହେ—ତାହା ନା ହଟିଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନେବ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଆମବା କୋଥା ହଟିତେ ପାଇବ ? ଆମବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛାଡ଼ାର ଦଳ ।

ଆମବା ଯେ ମାବ ମୁଖପାନେ ଏଥନେ ତାକାଇୟା ଆଛି, ଏଠା ଆମାଦେର ଆଉସିଥାମେଥ ଅଭାବେବ ଦରଗ ନୟ । ଆଉସିଥାମ ଆମାଦେବ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହେ—ବୋଧ ହୟ ଏକଟୁ ବୈଶିଷ୍ଟ ଆହେ । ତବୁ ଓ ଆମବା ମା-କେ ଚାଟି କେନ ? ତାର କାବଣ ଏହି ଯେ ମା-କେ ବାଦ ଦିଯା କୋନେ ପୂଜାଇ ହୟ ନା । ଆମାଦେବ ସମାଜେବ ଟିତିହାସେ ଯଥନଟି ବିପଦ-ଆପଦ ଜୁଟିଯାଇଁ ତଥନଟି ମା-ର ଆବାହନ ଆମବା କବିଯାଇଛି । ଆମାଦେବ ଅଥବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହା କିଛୁ ପାଇୟାଇଁ ତାହା ଲଇୟାଇ ମାତ୍ରମୁକ୍ତି ବଚନା କବିଯାଇଛି । ‘ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍’ ଗାନ ଲଇୟା ଆମାଦେର ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ଶୁକ ହଟିଯାଇଁ । ତାଇ ଆଜ ଏମନଭାବେ ମା-କେ ଡାକିତେଛି—କିନ୍ତୁ ପାଶୀବୀ ହୃଦୟ କି ଗଲିବେ ନା ?

ସନ୍ତାନ ବଲିଯା ଯଥନ ନିଜେବ କାହେ ନିଜେବ ପରିଚୟ ଦିତେଛି ତଥନ ଯେନ ଆମାବ ଦ୍ୱାରା ମା-ଏବ ନାମ କଲକ୍ଷିତ ନା ହୟ ମେହି ଆଶୀର୍ବାଦିଦିଇ କରନ । ମା-ଏବ ଉପ୍ୟକ୍ତ ସନ୍ତାନ ହଇବ—ଏତ ବଡ଼ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଆମାର ନାହିଁ ।

ଯେ କଟକମୟ ପଥେ ଚଲିଯାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ‘ଏମନାଇ ଭାବେ ଚଲିଯା ଯାଇତେ ପାରି—ମେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ । ସନ୍ତ୍ୟାସେର ଶୃଙ୍ଖତାର ମଧ୍ୟେ ଯେନ

জীবন শুকাইয়া না যায় ; এই শূন্যতার মধ্যে যে অমৃত লুকায়িত আছে তার সংস্পর্শে যেন জীবনটা মঙ্গলের দিকে ফুটিয়া উঠে—সেই আশীর্বাদ চাই । আপনার আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে কত—তাহা কি বলিতে হইবে ?

একদিকে আমার ধৃষ্টতার যেমন অবধি নাই, অপরদিকে নিজের অযোগ্যতার চিন্তা আমাকে নিরস্তর দঞ্চ করে । এই Conflict টা কাল্পনিক নয়—বাস্তব সত্য । ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি “তোমার পতাকা যাবে দাও তাবে বহিবাবে দাও শকতি !” তবুও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়, তব হয়—বুঝি, দেশ যা চায় তাহা দিতে পারিব না । বুঝি, বামন হইয়া চন্দ্রমা স্পর্শের চেষ্টায় মাঝ গঙ্গায় ভরাডুবি হইয়া মরিব । মা, তুমি কি আমায় অভয় বাণী শুনাবে ?

• আর একটা কথা বলিব—অনেকদিন বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই । সন্তানের একটা কর্তব্য আছে—একটা অধিকার আছে । সেবা-ব অধিকাবে কি চিরকাল বঞ্চিত হইব ? চিরকাল কি ‘পৰ’ হইয়া থাকিব ? এই অসীম বিশ্বের মধ্যে মানুষের গড়া ক্ষুদ্র সংসারটাই কি সবচেয়ে বড় সত্য’ ?

আপনার দিবাব অনেক কিছু আছে—দেশ এখনও তাব জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে । এটা আমাব মনগড়া কথা নয়—দেশের প্রাণের কথা । তবে আপনাব দেয় আপনি দিবেন কি না—তার মীমাংসা আপনার হাতে । দেশ যাহা আশা করিতেছে তাহা যদি না পায় তবে দেশেরই ছর্তাগ্য—এ ছাড়া আব কি বলিব ।

আপনি লিখেছেন—“নবীনের প্রবীণের চিন্তাস্মৃত—কর্মধারা এক নয় ।” এ কথা সত্য কিন্তু তথাকথিত নবীনদের মধ্যে অনেক বৃক্ষ পাওয়া যায়—এবং তথাকথিত বৃক্ষদের মধ্যে অনেক তরুণ পাওয়া যায় । তরুণেরা যদি আপনাকে তাদেরই একজন মনে করে—যদি

তাদের নেতৃত্বের ভার আপনাকে দেয়, তবে তাতে আপনার আপত্তির কারণ কি আছে ?

আমি কলিকাতায় আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—তার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তার মীমাংসা এই যে আপনি যদি আমাদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ না করেন তবে বাঙ্গলাদেশে এমন কেহ এখন নাই যাকে আমরা অন্তর্বের সহিত নেতা বা নেতৃ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোনও সভায় সভাপতির কাজ চালাইবার জন্য কাহাকেও বরণ করিলে তাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করা হয়ন। তেমন নেতা বাঙ্গলাদেশে অনেক আছেন—কিন্তু প্রকৃত নেতা—যার কাছে, হৃদয় সহজেই ভক্ষিতে আনত হইয়া পড়ে—আজ বাঙ্গলাদেশে বিরল। যদি আপনাকে আমরা না পাই তবে এই লক্ষ্মীচাড়াব দলকেই আঞ্চ-প্রতিষ্ঠার রাস্তায় চলতে হবে। আপনাব আশীর্বাদ আমাদের নিকট অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা তদপেক্ষা বেশী কিছু চাই।

আমরা এখানে এক প্রকার ভাল আছি। আমাৰ বোনেৱ শৱীৰ পূৰ্বাপেক্ষা ভাল। মা একবকম ভালই আছেন। আমাৰ শৱীৰ ক্রমশঃ স্বস্থ হইতেছে—তবে weight তেমন বাঢ়িতেছে না। অবশ্য আমি ওজন বাঢ়াটা চাই না—কিন্তু ডাক্তারদেৱ তাৰ উপ খুব বোক। প্রত্যহ বৈকালেৱ দিকে বেড়াতে যাই—এবং ইঁটাও হয়।

শ্রীযুক্ত অপর্ণা দেবীৰ শৱীৰ খুব খারাপ দেখেছিলাম। তিনি এখন কেমন আছেন ? মিন্ত-বা ভাল আছে তো ? অন্যান্য সকলেৱ কুশল সংবাদ দিবেন। জষ্ঠিস্ম দাস কেমন আছেন ?

আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম জানিবেন।

ইতি—

আশ. পদেৱ সেবক
সুভাষ

পুনঃ—সেদিন মার কাছে শুনিলাম আপনি স্বপ্নে একটা ঔষধ
পেয়েছিলেন—আমার অস্থখের জন্য—অথচ আপনি আমাকে সে
ঔষধ দেন নাই বা সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুনে আমার
খুব রাগ হয়েছে। চিরকাল কি পর করে রাখবেন ? আপনি
জানেন যে, যে কোনও ঔষধ আপনি দিলে আমি সাগ্রহে এবং
ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতাম।

১০০

প্রবর্তী তিনখানি পত্র বিভাবতৌ বন্ধুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কেলসল লজ,

শিলং

৩৮।২।৭

পূজনীয় মেজবৌদিদি,

আপনার ২৮শে জুলাইর পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে
কয়েকদিন যাবৎ দিনরাত বৃষ্টি হয়েছে—আজ একটু পরিষ্কার আকাশ
পেয়ে আমরা সকলেই বেড়াতে গিছলুম। আপনার শরীর এখন কি
রকম আছে ? মেজদার শরীর এখন কি রকম ? আমার অনুরোধ
জানাবেন, যেন বেশী রাত্রে খাওয়াটা বন্ধ করেন। আমি যে কয়দিন
কলকাতায় ছিলুম খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে অনিয়ম দেখতুম। আমি
নিজে বোধ হয় এত অনিয়ম কখনও করিনি। আর একটা অনুরোধ
জানাবেন যেন সেপ্টেম্বর মাসটা বিশ্রাম করেন। টাকার চেয়ে স্বাস্থ্য
বড়—যদিও এখন টাকার খুব বেশী দরকার। তাঁর অবস্থা হচ্ছে যাকে

ইংরাজীতে বলে—he cannot afford to get ill—আমার মত
তো আর vagabond নন, যে বাঁচলুম কি মরলুম তাতে কিছু এসে
যায় না।

পলি ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে—তবে বড় ধীরে উপকার হচ্ছে।
মিস্ হার্মেন আজ অনেক দিন পরে তাকে দেখে বলেন যে বেশ
উপকার হয়েছে। এক মাইল আন্দাজ হাঁটা ও হয় ঘেদিন বেড়াতে
যাওয়া সন্তুষ্ট হয়। তার মনটা ও আজকাল ততটা বিমর্শ নয়—শিশুকে
পড়ান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। পলির জন্যে আপনার সমবেদনা দেখে
আমি বড় খুশী হয়েছি।

মার হাতের আঙ্গুলটা কষ্ট দিচ্ছে—fomentation দিয়ে বিশেষ
উপকার হয়নি। বোধ হয় শেষ পর্যন্ত পাকবে।

বীর আজকাল বিশেষ গোলমাল করে না। ড্রাইভার বরাবরই
ঠিক মত কাজ করছে। ছেটখাটো মেরামত গাড়ীতে করতে হয়েছে।
তাতে জুন ও জুলাই মাসের বিল ৩০ টাকা দাঢ়িয়েছে। গাড়ী
আজকাল ভালই চলছে।

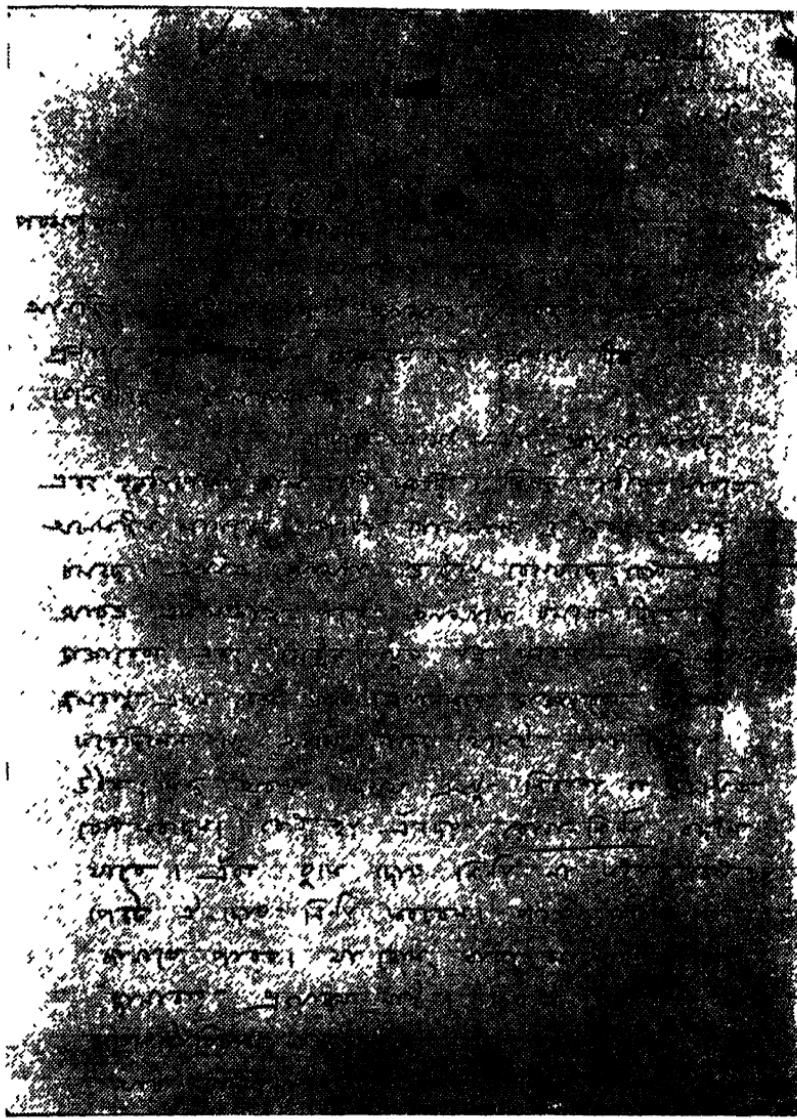
ফলের পার্শ্বে আমরা কাল পেয়েছি—গোটের উপর ফলের
অবস্থা ভালই। ললিত (ননীর স্বামী) আবার ফলের পার্শ্বে টাঁর
একজন বন্ধু মারফৎ পাঠিয়েছেন—কাল আমরা পেয়েছি।

আপনি যে কর্তব্যবোধে কলিকাতায় গেছেন—তাতে আমি স্বীকৃত
হয়েছি। আমি গোড়া থেকেই মনে করেছিলুম যে আপনার এখানে
থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আপনাকে বার বার বলেছি এবং
মেজদাদাকে লিখেছি—যাতে কোনও প্রকার সঙ্কোচ না বোধ করেন।
আমার সুবিধার জন্য আপনি যদি কর্তব্যহানি করে বা নিজের
কষ্ট করে এখানে থাকতেন তাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হতুম। আমি
যে রাস্তায় চলেছি তাতে নিজের সুবিধা বা সুখের জন্য কাহাকেও কষ্ট

বা অস্তুবিধায় ফেলা আমার পক্ষে মহাপাপ। আদর্শটা বড় কঠিন তা আমি জানি এবং আমার জন্য অপরের যে অস্তুবিধা ও কষ্ট হয়, তাহা সব সময়ে নিবারণ করা যায় না—তবুও সাধ্যমত আমাকে এই আদর্শটা সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে।

টাকা সম্পর্কে যা লিখেছেন—সে কথা ঠিক কিন্তু আমি যা লিখে-ছিলুম সে কথাও ঠিক। টাকা যে রোজগার করবে তার পক্ষে “টাকা মাটী ; মাটী টাকা” এই ভাব হৃদয়ে রাখা ভাল। তা’ হ’লে মাঝুষ স্বার্থপর বা কৃপণ কথনও হবেনা। কিন্তু আমার দিক থেকে এ কথা বলা খাটে না। আমার কাছে প্রত্যেক টাকাটীর মূল্য খুব বেশী। যে টাকাটী আমার নিজের জন্য ব্যয় করি, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে এ টাকা অপরের জন্য ব্যয় করতে পারলে আমি বেশী স্বীকৃত হতুম। এ ভাব যেতে পারে না—এবং বোধ হয় যাওয়া উচিত নয় (অবশ্য আমি এখানে আমার দিক থেকেই বলছি—আপনার দিক থেকে নয়)। নিজের টাকাটা নিঃশেষে জনহিতের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে—এইটা যখন আদর্শ করেছি তখন কোনও প্রকার স্বার্থপরতাকে যদি মনের মধ্যে স্থান দিই তা হলে তো আমি ভরাডুবি হব। এ সব কথা বলা বা লেখা সম্মেও আমি যথেষ্ট স্বার্থপর এবং নিজের জন্য আমি অনেক কিছু করি। তার কারণ একদিনে আদর্শে পৌঁছান যায় না এবং স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে অনেকদিন ধরে সাধনা করা চাই।

মর্বোনিদি যদি নিজের অস্তুবিধা করে বা নদাদার অস্তুবিধা করে আমাদের জন্য এখানে আসতেন, তাতে আমি মোটেই স্বীকৃত হতুম না। তবে যদি ছায়ার বা রাধুর জন্য বা নিজের একটু হাওয়া পরিবর্তনের জন্য আসতেন তাতে স্বীকৃত হতুম—সে কথা বলা বাল্লজ। আমাকে সর্বদা সকল রকম অবস্থার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং এর জন্য বহুদিনের অভ্যাস চাই। তা না হ’লে হঠাৎ একদিন বিপদ



বিভাবতী বন্ধুকে লিখিত পত্রের অনুলিপি

যখন আসবে তখন তো মন ঠিক রাখতে পারব না । আমি অতি অধম, অতি দুর্বল ছিলুম ; গত ১৬১৭ বৎসর নিজের মনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে যা কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছি । এ সংগ্রামের বোধ হয় শেষ নাই কারণ মনের উন্নতিবও কোনও শেষ নাই—যত উচুতে গঠা যায়, আরও বেশী উচুতে উঠতে ইচ্ছা হয় । ফলে যুদ্ধ চলতেই থাকে ।

যাক অনেক বাজে বকলুম, কিছু মনে করবেন না । পাগল আমি নই তবে যদি মনে কবেন তাতে আমার কোন আপত্তি নাই । একটু আধটু ছিট না থাকলে চলবে কেন ? একেবাবে স্থিবমস্তিষ্ক হওয়াটা কি ভাল !

আমার জন্য কোনও চিন্তা নাই বেশ আছি । পলি বোধ হয় একটু একলা পড়ে গেছে । সমবয়সী কেহ নাই ।

রাঙ্গা মামুবাবুর আসা সম্বন্ধে কিছু স্থির হলে আমাকে জানাবেন এবং অশোককে বলবেন বইগুলি পাঠিয়ে দিতে ।

ওজনের কলেব ভাঙ্গা অংশটা মেরামত হয়ে এসেছে । কিন্তু আগেকাব মত ঠিক record হয় না । ২১৪ পাউণ্ড এদিক ওদিক হয় । মেজদাদাকে বলবেন যে আমার এখনকার ওজন ১৪৪-১৫ । কলিকাতা থেকে যখন আমি তখন ছিল ১৩৪ পাউণ্ড ।

“Mother” বইটা আমার আর একবার পড়ার ইচ্ছা আছে । যদি লোক মারফৎ পাঠাবার সুবিধা হয় তো পাঠিয়ে দিবেন । ঐ বইর একটা সমালোচনা লিখবার ইচ্ছা আছে ।

যে প্রশ্ন নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছিলুম—তার মীমাংসা হয়ে গেছে ।

আপনারা যখন কলিকাতায় যান তখন শান্ত শার ষ্টেশনে সাহা মহাশয় কি বাবার দুধ এনেছিলেন ? এ বিষয়ে আপনারা কেহ

লেখেন নাই। তাঁকে ধ্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। এখানে থাকার সমস্কে আমার মত এই।

(১) যদি প্রয়োজন হয় তবে এই মাসের ২০।।।। তারিখ নাগাদ কলিকাতা যাব—কাউন্সিলের জন্য। কাউন্সিল শেষ হয়ে গেলে কলিকাতা ছেড়ে কোথাও যাব।

(২) আপনারা সকলে যদি সেপ্টেম্বর মাসে শিলং আসেন তবে আমি শিলং ফিরে আসব। তারপর সেপ্টেম্বরের শেষে (অথবা স্থবিধা হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি) আমরা সকলে এক-সঙ্গে কলিকাতায় নেমে যাব।

(৩) আপনি ও ছেলেরা না এলে মেজদাদা বোধ হয় একলা এখানে আসবেন না। উনি বলবেন—আমার change দরকার নেই—শরীর বেশ ভালই আছে—সুতরাং কলিকাতায় থেকে কিছু টাকা রোজগার করি। আপনি যদি বলেন যে ছেলেমেয়েদের Change দরকার, তখন উনি সহজে কথা কাটিতে পারবেন না। যদি Vacation এর মধ্যে টাকা রোজগার করা বিশেষ দরকার হয়, তবে সেপ্টেম্বর মাস এখানে কাটিয়ে উনি অক্টোবর মাসটা কলিকাতায় থাকতে পারেন। কিন্তু একমাস বিশ্রাম অন্ততঃপক্ষে—, তাঁর নেওয়া একান্ত দরকার।

(৪) আপনারা এলে বড়দাদা বৌদিদি প্রভৃতিও আসতে পারেন। আপনাদের ঘর তো খালি পড়ে আছে—আপনারা এসে দখল করলেই পারেন। বড়দাদা বৌদিদি আমার ঘরে থাকবেন। আমি বড় ছেলেদের (যেমন অশোক, অমি) নিয়ে Cottage-এ থাকতে পারি—তাতে আমার Cottage দখল করবার স্বয়েগ হবে।

(৫) যদি কলিকাতা থেকে সেপ্টেম্বর মাসে কেহ না আসেন

তা হলে Council এর শেষে আমার এখানে ফিরবার ইচ্ছা নাই।
তা হলে আমি বরং কটক পুরীর দিকে যাব।

(৬) যদি কাউন্সিলে যাওয়া না হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে
কেহ না আসেন তা হলে আমরা সকলে (এখন ধোরা এখানে
আছেন) এই মাসের শেষে নেমে যেতে পারি।

অনেক কথা লিখলুম। আমার শরীর ক্রমশঃ ভালই হচ্ছে।
পেটের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। রাত্রে এখন লঘু আহার
করি—যেমন Benjers food, toast ইত্যাদি।

আশা করি ওখানকার সব কুশল। আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

আপনাদের সেবক

শ্রীসুভাষ।

১০১

শ্রীশ্রীগুরী সহায়

শিলং

১১-৮-২৭

পরম পূজনীয়া মেজবৌদ্দিনি,

আপনার ৫ই তারিখের পত্র চই তারিখে পেয়েছি। খামের
উপর “1 P. M.” ছাপ রয়েছে তবুও সেইদিনকার মেল-গাড়ী ধরতে
পারে নাই। আপনি কাহাকেও দিয়ে খবর নেবেন—আসাম মেল
ধরবার জন্য কয়টাৰ মধ্যে এলগিন রোড পোষ্ট অফিসে চিঠি ছাড়তে
হয়। G. P. O. তে ২টাৰ মধ্যে চিঠি ছাড়লে সেইদিনকার মেল
ধরতে পারে।

‘~~বাসে~~’ খুব বৃষ্টি হয়েছে—মধ্যে মধ্যে আমাদের বেড়ান বাদ
গোছে। তা সঙ্গেও পুরো যেকোপ খারাপ বোধ হ'ত, ঘরে বক্ষ
থাকলে—এখন সেরাপ মনে হয় না।

আপনি নিজের সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করেন নি দেখছি। মনে
হ'চ্ছে যে আপনার কলিকাতা ছাড়বার তত ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমি
বলি—বাড়ী তো আর পালিয়ে যাবে না। বাড়ী যখন একবার খাড়া
হয়েছে তখন সেখানেই দাঢ়িয়ে থাকবে। বাড়ী গোছ করবাব অনেক
সময় পাবেন—তার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

মার হাতেব আঙ্গুল এখনও কষ্ট দিচ্ছে। মা বলছিলেন যে পলি
যতদিন থাকবে ততদিন তাকে বোধ হয় থাকতে হবে।

Benjers food খেয়ে আমাব পৈটিক অবস্থা কিছু ভাল আছে।
ওজনেব কলটা ঠিক হয়েছে—তবে আগেকাব মত একেবাবে সঠিক
record হয় না। এখানে আসাব পবে ওজন কিছু বেড়েছে।
পলিব শবীব আজকাল একটু ভাল বোধ হচ্ছে এবং মুখে হাসি দেখা
দিয়েছে। বিশ্ব ভাল আছে।

আপনাদের সকলেব শাবীবিক কুশল জানাবেন। আমরা ভাল
আছি। আমাব প্রণাম জানবেন।

ইতি
সেবক
সুভাব।

ଶ୍ରୀକ୍ରିତୁର୍ଗୀ ସହାୟ

ଶିଳେ

(୧୯୨୭)

* * *

ଛେଲେରା ଏଥାନେ ଥାକଲେ ବୋଧ ହୟ ଶରୀରଟା ଆର ଏକଟୁ ମାରତୋ । ତବେ ଗିଯେ ଭାଲୋଇ ହୟେଛେ—ପଡ଼ା ଶୁନାର କ୍ଷତି ହବେନା । ଆମାର ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ହୟ ଯେ ଏହି ଯେ ଏତଟାକା ବୟ ହଚ୍ଛେ ଏଥାନକାର ଜଣେ ଏଇ ଆରଓ ଏକଟୁ ସମ୍ବ୍ୟବହାର ହ'ଲେ ଭାଲ ହ'ତ—ଅନ୍ତଃ ତାତେ ଆମି ଏକଟୁ ଶୁଖୀ ହତୁମ । ନିମ୍ନେର ଜଞ୍ଚ ଏହି ଟାକା ବାୟ ହବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମାକେ କାଟାର ମତ ବିଂଧେ—ହୟ ତୋ ଏଟା ଆମାର ଦୁର୍ବଲତା । କିନ୍ତୁ ସଭାବ ତୋ ସହଜେ ବଦଳାନ ଯାଯ ନା ।

ସାରାଭାଇଁରା (ଅମ୍ବାଲାଲ ସାରାଭାଇ) ୧୭ ତାରିଖେ ରଙ୍ଗନା ହୟେଛେନ ଷ୍ଟୀମାରେ । ବୋଧ ହୟ ପୁଣିଶେ ନାଗାଦ ପୌଛାବେନ । ସନ୍ଦ ତାଦେର ଏକବାର ଚା-ଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ କରତେ ପାରେନ ତା' ହଲେ ଭାଲ ହୟ । ତାରା ବୋଧ ହୟ ୨୧ ଦିନେର ବେଶୀ ଥାକବେନ ନା । ଆମି ବିଧାନବାସୁକେ ବଲେଚି ଯେନ ଏକବାର ସେବାସଦନଟା ତାଦେର ଦେଖାନ ।

ଛେଲେଦେର ସକଳକେ କାଶୀରାମଦାସେର ମହାଭାରତ ଓ କୃତ୍ତିବାସେର ରାମାୟଣ ପଡ଼ିତେ ଦିବେନ । ଯୋଗୀନ ବାବୁର ସଂକ୍ଷରଣଗୁଲି ବୋଧ ହୟ ସବଚେଯେ ଭାଲ । ତିନି ଆଧୁନିକ ବାଙ୍ଗଲା ଭାଷାଯ କାଶୀରାମ ଦାସ ଓ କୃତ୍ତିବାସେର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ତର୍ଜୁମା କରେଛେନ ଏବଂ କବିତାର ଆକାରେ ଲିଖେ ଗେଛେନ—
ଶୁତରାଂ ଛେଲେଦେର ପକ୍ଷେ ପଡ଼ା ଖୁବ ସହଜ । ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ଆମାଦେର ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ଏକଥା ଆମି ଯତ ବଡ଼ ହଞ୍ଚି ତତ ବୁଝିବେ ଆରନ୍ତ କରେଛି । ଦୁଃଖେର ବିଷୟ ଯେ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ଆଗାଗୋଡ଼ା ଭାଲ କରେ କୋନାଓ ଦିନ ପଡ଼ିଲାମ ନା ।

অশোককে আমি বলেছি যে কতকগুলি বই যাহা আমার দরকার—যেন আলাদা করে রাখে। কোনও লোক মারফৎ পাঠ্যান যদি সুবিধা কখনও হয় যেন পাঠিয়ে দেয়। সেই বইগুলির মধ্যে বঙ্গলা অভিধান (যা আমি রেঙ্গুন থেকে এনেছি) ও Shakespeare's Works যেন রেখে দেয়। ছোট Type এর একটা বইতে Shakespeare এর Complete Works আছে—আমি সেই বইটা চাই। বোধ হয় বইটা বড় বাড়ীতে আছে।

আপনার “Mother” কি পড়া শেষ হ’ল ? কেমন লাগল ?

আপনারা সকলে হঠাতে চলে যাওয়াতে একটু মুস্কিলে পড়েছিলুম। খালি বাড়ীটা খাঁ খাঁ করতে লাগল—মনটা কেমন কবে উঠল—দৈনন্দিন জীবনের খেইগুলো যেন কিছুক্ষণে জন্ম হাবিয়ে গেল—একটু কষ হয়েছিল বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। বছকাল একপ ভাব আমার মনে স্থান পায় নাট। আমি মনে করতুম যে আমি মায়া মমতাব বাহিরে। তাই একটু ঘা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনও একেবাবে মমতাহীন হতে পাব নি। এটা দুঃখের কথা কি সুখের কথা তার বিচার এখন করব না।

গ্রথম আঘাতটার পর আমি চিন্তা করতে লাগলুম কেন আমার একপ মনের অবস্থা হ’ল। সে চিন্তা এখনও চলছে। আমার মত অবস্থা যাদের—তাবা যদি একেবাবে মমতাহীন হতে না পারে তবে তাদের ভাগ্যে কষ্টই বেশী জুটিবে। তিনি বৎসর পূর্বে কারার আহ্বান যখন আসে এবং আমি শয়া ত্যাগ করে আলীপুর জেলের দিকে রওনা হই—তখন তো একবারের তরে মন কেমন করেনি—বেশ নির্বিকার ভাবে চলে গেলুম এবং আড়াই বৎসরও বেশ নির্বিকার ভাবে কাটিয়ে দিলুম। এই সময়ে জীবনের প্রতি মমতা একরকম ত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু তার জন্মও তো কেন কষ্ট হয়

নি। তবে এ অবস্থা আমার কেন হল? এটা কি মনের ছুর্বর্লতা, না বয়সের প্রভাব না বহুকাল বাড়ী ছাড়া হওয়ার পরিণাম?

এখন আবার মনটা বসতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য Company-র অভাব বোধ করি। কিন্তু তাতে আমার বিশেষ অস্মুবিধি হয় না। নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, বন জঙ্গলের মধ্যে আলোচায়ার লুকোচুরি—ঝরনার অবিরাম কলকল নাদ—এ সব নিয়ে বেশ আছি। তাতে শরীর ও মন বেশ স্নিফ্ফ হয় আকাশ যখন একটু পরিষ্কাব হয় তখন বাহিরে বেরিয়ে পড়ি এবং প্রকৃতির নীরব ভাষা আমার অন্তরে প্রবেশ করে—আর মনে পড়ে সেই কবির কথা—

And this our life exempt from public haunt
Finds tongues in trees in running brooks,
Sorrows in stones and in every thing.

বহুলোকের মাঝে থাকলে এ অহভূতিটা হয় তো পেতুম না। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে নিজের প্রাণকে মিশিয়ে দেওয়া মনটাকে সংঘৰ্ষ করে প্রকৃতির ভাষা বুবাবাব চেষ্টা করা—এটা অবশ্য কষ্টসাধ্য ব্যাপাব। তথাপি সামান্য ভাবেও তাহা ক্ষেতে পারলে নণ্টা আনন্দে ভরে যায়।

যাক অনেক বাজে কথা বক্লুম—কিছু মনে করবেন না। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ও একত্র ঘর করে আমার মত মুখ-চোরা লোকও বাধ্য হয়ে বাচাল হয়েছে।

কাউন্সিলের সময়ে কি করব এখনও স্থির করি নাই। আপনাদের পূজার ছুটির Programme যখন স্থির হবে তখন আমাকে জানাবেন।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? র-ত্র ঘূর্ম ভাল হয়—না আগেকার মতই অনিদ্রা? যদ্রুণা গেছে তো?

আৱ অধিক কি লিখব। আপনাৱা আমাৱ ভঙ্গিপূৰ্ণ প্ৰশাম
জানবেন। ছেলেদেৱ ভালবাসা দিবেন।

ইতি—

সেবক

সুভাষ।

চিঠিটা (খামটা নয়) সুভাষ বেঁধে Seal কৰে দিছি। Seal
কি অবস্থায় পান জানাবেন।

সুভাষ।

১০৩

প্ৰবন্ধী নয়খানি শ্ৰীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে লিখিত।

Kelsall Lodge
Shillong

১২১৯১২৭

পৰম পূজনীয়া মা,

শ্ৰীচৰণগ্ৰহু—

আপনাৰ ২ৱা তাৰিখেৱ চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে
পৌছবাৰ পৱ আপনাকে পত্ৰ দিয়েছি—আশা কৱি তাৰা যথা সময়ে
পেয়েছেন। এখানে আসাৰ পৱ এক সপ্তাহ ক্ৰমাগত বৃষ্টি হয়েছে—
ঠিক ভৱা বাদৱ। যা হৌক কাল থেকে রোদ পাওয়া যাচ্ছে। এখনও
আকাশে মেঘ জমা রয়েছে—সুতৰাং এ মাসটাৰ বোধ হয় অল্প
বিস্তৱ বৃষ্টি হবে। হজমেৰ দোষ এখনও আছে—তা ছাড়া শৱীৱ
ভালই আছে।

সেপ্টেম্বর মাসটা এখানে আছি। অক্টোবর মাসটাও থাকতে পারি যদি বাড়ীটা এক মাসের জন্য পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায়, তবে অক্টোবরের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরব। তার পর হয় পুরুলিয়া না হয় সিজুয়া যাবার ইচ্ছা আছে। আপনি কবে পুরুলিয়া যাবেন এবং কতদিন থাকবেন—আমাকে জানাবেন। পুরুলিয়াতে আপনার সঙ্গে আর কে থাকবেন? সুধীরবাবুরা কোথায় যাওয়া শুরু করলেন?

আপনার শরীর কেমন আছে? Heart এর কষ্ট কি আজকাল হয়? আপনার শরীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত লিখবেন কি?

ইতি

আপনাদের সেবক

সুভাষ

১০৪

Kelall Lodge

Shillong

১১০১২৭

পরম পুজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনার ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। এখানে এসে সব শুন্দি তিনখানি পত্র দিয়েছি—শেষ ছই পত্র ২৮ং বেলতলা রোডের ঠিকানায় পাঠিয়েছি। আশা করি সব ঠিকগুলি যথা সময়ে পেয়েছেন।

আমাৰ শবীৰ মোটেৱ উপৰ ভালই আছে—যদিও এখানে খুব
বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। ছেলেদেৱ মধ্যে ২১১ জনেৱ অসুখ হয়েছে—
তবে বেশী কিছু নয়। মেজদা এখানে ফিৰে এসেছেন। ডাঃ বায়ও
এসেছেন—গোস্বামীৰ আসবাৰ কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেন নাই।
গোস্বামীকে আপনি বেনাবসেৱ বাড়ীৰ জন্য লিখেছেন—এ কথা ডাঃ
রায়েৱ কাছে শুনলাম। হালদাৰ সাহেৱ সপৰিবাৰে ২১৩ দিন হল
এখানে এসেছেন।

অকটোবৰেৱ মাঝামাঝি আমাৰ নেমে যাব—তাৰপৰ কোথায়
থাকবো স্থিৰ কবি নাই। বোধ হয় বাকী মাসটা কলিকাতায় থাকব।
আপনাৰ কাছে যাবাৰ ইচ্ছা আছে—সে কথা বলা বাহ্য্য। তবে
ভিড়েৱ জন্যট চিন্তা। এত ভিড়েৱ মধ্যে আমাৰ ভাল লাগবে কি
না'জনি না। এখানেও ভিড়েৱ জন্য আমি আপনাকে এখানে আসতে
অনুৰোধ কবি নাই—যদিও প্ৰথমটা আমি সেকপ টুচ্ছা প্ৰকাশ
কৰেছিলাম। যাহা হউক কলিকাতায় গিয়ে স্থিৰ কৰা যুৱে।

বেহাৰেৱ খন্দবেৱ সম্বন্ধে যা লিখেছেন—তা সত্য। কিন্তু শুধু
সমালোচনা কৰলেই 'কি হবে?' কাজে না নামলে চলবে না।

আমাৰ নিজেৰ কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু ভেবে বাখবেন। দেখা
হলেই প্ৰথম প্ৰশ্ন এই বিষয়ে কৰব। আপনাৰ মতেৰ যে আমাৰ
কাছে কত মূল্য তাৰা বোধ হয় আপনি জানেন। আপনাৰ মত না
নিয়ে আমি এখন কোনও কাজে হাত দিতে চাই না।

আশা কৰি ওখানকাৰ সব কুশল। আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম
জানবেন।

ইতি
আপনাৰ সেবক
মুভাষ

Kelsall Lodge,
Shillong

১৫১০।২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আপনাব ৬ই তারিখের চিঠি ২ই তারিখে পেয়েছি। আমি ২নং
বেলতলা রোডের স্টিকানায় ইতিপূর্বে যে ২১৩ খানা চিঠি দিয়েছি
আশা করি তাহা পেয়েছেন।

আমাব বিজ্ঞায় ভঙ্গিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

আপনি লিখেছেন—“কোনও বিষয়ে আমাব সাহায্য তোমরা
আশা করো না।” এ কথাগুলি পঁড়ে বড় ব্যাখ্যিত হয়েছি; ব্যাখ্যিত হয়েছি
নিজেব জ্ঞ্য নয়, দেশের কথা ভেবে। আজ বাঙ্গলার বড় ছদ্মবীৰ্য। Wholetime
কণ্ঠীব বড় অভাব। মিঃ সেনগুপ্ত কংগ্রেসেৰ কাজ
এক রকম ছেড়ে দিয়েছেন বল লে অত্যুক্তি হয় না। কিৱণবাবু আমাকে
নোটিশ দিয়েছেন যে অক্টোবৰ মাস থেকে তিনি আমাৰ উগ্ৰ বোৰা
চাপিয়ে অবসৱ গ্ৰহণ কৰবেন। তুলসী বাবুৰ দেশেৰ কাজে আৱ
বিশেষ উৎসাহ বা আগ্ৰহ আমি দেখিনা। Big five দেৱ আপনি
জানেন; তুলসী বাবু বাদে তাহারা professional লোক স্বতুৰাং
কংগ্রেসেৰ কাজে তাহাবা বেশী সময় দিতে পাৱেন না। আপাততঃ
এক বিধান বাবুটি B. P. C. C. ব কাজে interest রাখেন; কিন্তু
তাহারও সময় অল্প। কংগ্রেসেৰ ভাণ্ডার একেবাৰে শূণ্য। দেশবন্ধুৰ
আত্মীয় স্বজনেৰ মধ্যে একজনকেও দেশেৰ কাজে পাওয়া যায় না।
আমাদেৱ একমাত্ৰ ভৱসা আপনি—কিন্তু আপনিও সব দায়িত্ব খেড়ে
ফেলতে চান। এই সব দেখে শুনে কয়েকদিন ঘাৰৎ আমি ভাৰছি—

আমারই বা এত মাথা কেন যে নিজের আত্মিক অকল্যাণ
সাধন করে আমাকে এই ভৃত্তের বোৰা বইতে হবে। বাজনীতিৰ
আমার উপযুক্ত কৰ্মক্ষেত্ৰ নয় ; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতিৰ
শূণ্যবর্ত্তেৰ মধ্যে এসে পড়েছি। এখন এই অবসরে আমিও আমাৰ
উপযুক্ত কৰ্মক্ষেত্ৰে ফিৰে যেতে পাৰি। সংসাৰে আমাৰ আসন্নি
নাই, তাই আমি সংসাৰ ধৰ্মে প্ৰবেশ কৰলাম না। দেশেৰ বৰ্তমান
অবস্থায় আমি কেন শাস্তিৰ পথ ছেড়ে নৃতন সংসাৰ-জাল বচনা
কৰে তাৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৰব, তাৰ কোনও কাৰণ খুঁজে পাই না।

দেশ আপনাকে চায়—বাজবন্দীবা আপনাকে চায়। সকলে
আমাকে বাৰ ২ অছুরোধ কৰেছে যেন আমি আপনাকে তাহাদেৰ
কথা নিবেদন কৰি। আমিও অহঙ্কাৰ পৰবশ হ'য়ে মনে কৰেছি
যে আমি তাহাদেৱ বাৰ্তাৰহ হ'য়ে গেলে আপনি সে কথা ঠিলতে
পাৰবেন না। ভগবান আমাৰ সে অহঙ্কাৰ চূৰ্ণ কৰেছেন। বড়
আশা নিয়ে আমি জেল থেকে বাহিৰ হয়েছিলাম, এখন কৰ্মখন্দি সে
আশা অমূলক। যাহাদেৱ উপৰ খুব বেশী ভবসা ছিল তাহাদেৱ
মধ্যে অনেকেষ্ট দেশেৰ কাজ কৱা দুবে থাকুক, দেশেৰ সমস্তা বিষয়ে
চিন্তা কৰতে চান না। কংগ্ৰেসেৰ বৰ্তমান অবস্থাৰ কথা ভাবলে
চোখ ফেটে জল আসে। কংগ্ৰেসেৰ যে কঞ্চাল আজ আমাদেৱ সামনে
পড়ে আছে—এই কঞ্চালেৰ জন্মই কি দেশবন্ধু তাহাৰ অমূল্য জীবন
দিয়ে গেলেন ? দেশবন্ধুৰ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সহকাৰী অনুচৰ—
ঝাঁহারা তাহাকে খুব ভাল বকম চিনবাৰ ও বুৰবাৰ অবসৰ
পেয়েছিলেন—তাহাদেৱই আজ দেশেৰ কাজে সব চেয়ে বেশী
অনাঙ্গ। ইহাৰই বা কাৰণ কি ?

দেশবন্ধুৰ দেহত্যাগেৰ পৰ ঝাঁহারা কৰ্তব্য অবহেলা কৱেছেন
তাহাদেৱ মধ্যে আপনি সৰুৰ প্ৰধান—কাৰণ তাহাৰ দেহ চলে গেলেও

আপনার মধ্যে তাহাব আঘা—তাহাব অত্থপু আশা আকাঙ্ক্ষা—বিবাজ কবছে। সেই আঘাব প্রতীক স্বকপ হ'য়েও, এবং আপনার এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, আপনি কিছু কবতে চান না। বড় দুঃখে এ কথা আমি বলছি—আমাব ধৃষ্টতা মার্জনা কববেন। আমি শেষ বাবেব মত হৃদয়েব বেদনা ও দুঃখ প্রকাশ কবছি। আব আপনাকে বিবক্ত কবব না।

আমি মনে কবেছিলাম এই মাসেব শেষে অথবা নভেম্বরেব গোড়ায় আপনাব কাছে একবাব যাব। এখন দেখছি যে গিয়ে কোনও লাভ নাই। নিজেব পথ নিজেকেই খুজে নিতে হবে। যাহা নিজেব ক্ষমতাব বাইবে তাব জন্য চেষ্টা কবে লাভ নাই। বাঞ্ছলা দেশেব বড় দুঃগ্রহণ—তাহা না হ'লে এত অল্প সময়েব মধ্যে কংগ্রেসেব এই দুববস্থা ঘটত না।

আব এবটী কথা বলে আমি ক্ষান্ত হ'ব। জীবনে কাহাবও কখনও খোসামুদ্দা কবি নাই—অপবেব মন ঝুঁগিয়ে কথা বলাৰ বৌতি আমাব জানা নাই। আমাদেব Leader এব জীবদ্ধশায় যখন সকলেষ্ট তাহাকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য তাহাব মনেব মত কথা বলেছেন, আমি তখন অপ্রিয় সত্য বলে তাহাব সহিত বাগড়া কঠি। আপনাকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য কোনও কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসী আপনাকে চায—আপনাব উপব তাহাদেব অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। সকল দল আপনাকে মানবে আপনাকে খাতিৰ কববে, আপনাব কথা বাখবে। এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস কবি ব'লে আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে সন্তুষ্ট কববাব জন্য অথবা আপনাব খোসামুদ্দি কববাব জন্য এ কথা বলি নাই বা বলব না। দেশবাসীৰ হৃদয়ে আপনাব স্থান কোথায়—দেশেব মধ্যে আপনাব position কি, তাহা জানি বলেই আপনাকে জানিয়েছি।

দেশের মধ্যে কোনও দল আপনাকে exploit করবে আমি তাহা চাই না। আমার যদি আশঙ্কা থাকত যে কোনও দল আপনাকে exploit ক'রে স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপন করতে চায়, আমি তাহা হইলে আপনাকে সে কথা জানাতাম। আপনাকে শুধু কোনও দল বিশেষ চায় না—সমগ্র দেশ আপনাকে চায়। আপনি দেশের কাজে বড় asset—সুতরাং আপনাকে আমরা সর্বদা দলাদলির বাহিরে রাখতে চাই। দেশ আপনাকে চায়—exploit করবার জন্য নয়, follow করবার জন্য।

আপনার একটা individuality আছে—দেশবন্ধুর জীবন্দশায়ও আপনার individuality ছিল—সেইজন্য আপনার শক্তির উপর জনসাধারণের এত বিশ্বাস ! দেশের মধ্যে যেটা better mind—সেটা একেবাবে unreasonable নয়। Better minds রা আপনার কাছ থেকে অন্যায় কিছু দার্বী করে না। তাহারা চায় না যে আপনাকে পথে, ঘাটে, মাঠে ঘোরাঘুরি করে বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তাহারা চায় দেশের কাজে আপনার আস্থা ও উৎসাহ—তাহারা চায় আপনার উপদেশ ও পরামর্শ—তাহারা চায় জগতে ঘোষণা করতে যে দেশবন্ধুর আবক্ষ কাজ-সমূহ আপনি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছেন—তাহারা শুধু চায় দেখতে যে দেশবন্ধুর অত্যন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আপনার জীবনে সফল ও সার্থক হয়ে উঠছে।

যাহারা দেশবন্ধুকে স্থখে দুঃখে অনুসরণ করেছে—আজও তাহারা সেই devotion এর সহিত আপনাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার কথায় বঙ্গলা দেশ ওঠে বসে কিনা তা আপনি ইচ্ছা করলেই পরীক্ষা করতে পারেন।

যাক অনেক কথা লিখে ফেললাম—অন্যায় বলে থাকলে ক্ষমা

করবেন। আমি ভাড়াটিয়া সৈনিক নহি। সহজে কোথাও আত্মসমর্পণ করি না—কিন্তু যেখানে করি, সেখান থেকে সহজে ফিরি না। আমার loyalty and devotion এর উপর আপনার পূর্ণ দাবী সর্বদাই থাকবে—আপনি তাহা us করুন বা না করুন। আপাততঃ আমাকে নিজের পথ নিজেই স্থির করতে হবে। সে পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা এখনও স্থির করতে পারি নাই।

এখানে বোধ হয় শেশৌদিন থাকব না—স্মৃতরাং পত্র দিলে কলকাতার ঠিকানায় দেওয়া ভাল। November এর Programme স্থির করি নাই—কলকাতার বাহিরে (কাশিয়াংএ অথবা পশ্চিমে) কাটাতে পাবি। আপনাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হ'ব।

ইতি—

আপনার সেবক

সুলাব

পুনঃ—খবর কাগজে দেখলাম যে Madame Zaghlul তাহার পরলোকগত স্বামী জগলুল পাশার কর্মভার নিজে গ্রহণ করেছেন। Madame Sun-yat-Sen বহুকাল যাবৎ তাহার মৃত স্বামীর কাজ করে আসছেন। সমগ্র Egyptian জাতি Madame Zaghlul কে “মা” বলে গ্রহণ করেছে—তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষট হতভাগ্য !

38/1, Elgin Road
Calcutta.

২০।১০।২৭

বহুস্পতিবার

পূরম পূজনীয়া মা,

আচরণেষু—

পূর্বশুদ্ধিন শিলং থেকে বগুনা হৰাৰ সময়ে আপনাৰ চিঠি পেলাম।
কাল এখানে এসে পৌছেছি। মেজদাদা, বৌদিদি প্ৰভৃতি এখনও
আসেন নাই—আগামী বৰিবাৰ অথবা সোমবাৰ এখানে আসবেন।
নেড়ুৰ জৰ হওয়াতে তাৰা আটকে পড়েছেন। অমি ও মীৰা সঙ্গে
এসেছে। মা, বাবা এখানে আছেন—বোধ হয় ১লা নভেম্বৰ নাগাদ
কটক যাবেন।

বিধান বাবু আগামী বৰিবাৰ বা সোমবাৰ এখানে আসবেন।
আপনি ওখানে আব কতদিন থাকবেন? এখানকাৱ ও শিলং এব
খবব এক বকম ভাল। যেদিন শিলং থেকে বগুনা হই তাৰ পূৰ্বেই
নেড়ুৰ জৰ ছেড়ে গিছল। আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰবেন।

ইতি—

আপনাৰ সেবক

মুভায

38/1, Elgin Road
Calcutta.

২৪১১০১২৭

পরম পূজনীয়া মা,

শ্রীচরণেষু—

আজ সকালে নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখানে সকলে
ভাল আছেন।

মেজদাদা, মেজবোদিদি, ও বাকী ছেলেমেয়েরা আজ আসিয়া
পৌছিয়াছেন। নেড়ার আর জর হয় নাই। মে ভাল আছে কিন্তু
বড় তুর্বল। ডাঃ রায়ও আজ আসিয়া পৌছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত
আনিবাস আয়েঙ্গার কাল আসিবেন—একথা শুনিতেছি।

বৈকালে সত্যেন বাবু, কিরণ বাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইবে।
আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আগার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম
জানিবেন।

ইতি

আপনার সেবক
সুভাষ

C/o S. K. Basu Esq.

E. Road,

Jamshedpur:

3-10-28

শ্রীচরণেশু

মা, এখানে কাল এসে পৌছেছি।—একরকম ভাল আছি। আজ
রাত্রে নাগপুর রওনা হচ্ছি—৯ই তারিখে ফিরব। কলিকাতায়' বোধ
হয় ১২ তারিখ নাগাদ পৌছিব। আপনারা কেমন আছেন? পথে
কোন কষ্ট হয় নি তো?

“আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি—

সেবক

শুভাষ

C/o S. K. Basu Esq.
 E. Road.
 Jamshedpur,
 ১৫১১০২৮
 সোমবার

শ্রীচরণেশু—

মা, শুনলুম যে কাগজে বেরিয়েছে যে আমি ১৬ তারিখে পুরুলিয়া
 যাচ্ছি। খবব কোথা থেকে বেরিয়েছে আমি জানি না—কারণ যাওয়ার
 স্থিরতা এখনও নাই। এ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা যাবার ইচ্ছা
 আছে এবং যাওয়ার পথে পুরুলিয়া যাবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু
 বেশীদিন থাকা সন্তুষ্ট নয় কারণ কলিকাতা থেকে যে চিঠি পেয়েছি—
 তাতে শীঘ্ৰই ওখানে যাওয়া দৰকাৰ। এখন ভয় হচ্ছে যে পুরুলিয়ায়
 গেলে সেখানে আটকে যাব এবং বেশী দেৱী হয়ে যাবে। তাই এখন
 ভাবছি যে সোজা কলিকাতায় চলে যাব কি না। যা হোক পুরুলিয়ায়
 যাওয়া যদি স্থির কৰি তবে টেলিগ্রাম করে জানাব।

আশা কৰি ওখানকাৰ সব কুশল। আমি একঙ্গ 'র ভাল
 আছি। আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম জানবেন।

ইতি—
 সেবক
 শ্রীমুভাষ

1, Woodburn Park.

7.11.28

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, আজ দিল্লী থেকে ফিরেছি। ভালই আছি। রাত্রে রওনা হচ্ছি—জামসেদপুরে। সেখানে এক সপ্তাহ থাকব। ওখানকার খবর কি? শুধীর বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে—শরীর বেশ ভাল হয়েছে। আমার ঠিকানা 27 E Road, Jamshedpur। ওখানে কতদিন থাকবেন?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

ঠিক—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

C/o Dr. Bidhan C. Roy

Shillong

১৬১৬২৯

মাগো, আজ আমি এখানে। এখানে আসার পর শারীরিক বিশ্রাম পেয়েছি কতকটা। কিন্তু চিন্তার অবসর পাই নাই। চিন্তার অবসর পাওয়া খুব দরকার। ঘড়ের মত চলেছি—কোথায় চলেছি, শুভের দিকে না অশুভের পশ্চাতে—তা বোঝা দরকার। তা ছাড়া আত্মপরীক্ষাও করা দরকার এবং বেশী অবসর না পেলে আত্মপরীক্ষা করা যায় না।

মা, তুমি আজ আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিও। জানি আমি, তোমার আশীর্বাদ দিবানিশি অযাচিত ভাবে আমার উপর বর্ষিত হইতেছে; তথাপি আমি বলিতেছি, আজিকার দিনটা আশীর্বাদ করিও; এ আশীর্বাদের আর একটা অর্থ আছে।

মা, আমি নিতান্ত অযোগ্য ও অপদার্থ সন্তান। তোমার ভাল-বাসা আমাকে মহুষ্যত্বের দিকে টানিয়া লইতেছে। মা, আশীর্বাদ করিও জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত মাকে পেয়ে আবার জীবন আমি যেন ধন্য করিতে পারি।

আমার সেবা-জীবনে যিনি একাধারে আমার বন্ধু, সখা ও গুরু ছিলেন—তিনি আজ নাই। আজ আমি যে একেবারে কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের একমাত্র আশয় আজ তুমি। অবস্থা-বিপর্যায়ের মধ্যে, নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে—সব হারাইলেও যেন কোনও দিন তোমার স্নেহ আমি না হারাই।

আর, চিন্তা করিয়া বলিও—কোন পথে চলিব।

ইতি—

নিতান্ত অপদার্থ অথচ অশেষ
স্নেহভাজন মেংক
সুভাষ

শ্রীযুক্ত কল্যাণী দেৱীকে লিখিত

1, Woodburn Park.

Calcutta.

কলিকাতাব পথে

২৬।১০।২৯

ভগিনী সমানাসু,

আপনাব পত্ৰ অনেকদিন হটেল পাইয়াছি—পাঠ কৰিয়া এক সঙ্গে
আনন্দ ও ব্যথা পাইয়াছি। উভব টতিপূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল
কিন্তু আজ প্ৰায় ১০ দিন হটেল চক্ৰেৰ মত ঘুৰিতেছি। আজ দিনো
হইতে কলিকাতা যাওয়াৰ পথে উভব দিবাৰ চেষ্টা কৰিতেছি—কাৰণ
কলিকাতায় নামিলে কি অবস্থা হইবে জানি না—খুব সন্তুষ্ট পত্ৰ দিবাৰ
অবসৰ পাওয়া সহজ হইবে না। আপনি যখন আমাকে পত্ৰ দেন
তখন মা পুৰুলিয়ায়—অথচ আপনি সে খবৰ পান নাই।

আমি শৈশব হইতে স্বত্বাবতঃ বড় লাজুক—এখনও তাই—সভা
সঞ্চালিতে বক্তৃতা কৰা সত্ত্বেও। লোকে মনে কৰে আমি অহঙ্কাৰী।
আমি আব যাহা হই না কেন—অহঙ্কাৰী নহি—কাৰণ আমি জানি যে
অহঙ্কাৰ কৰিবাৰ মত আমাৰ কিছু নাই। আমি যেখানে নিজেকে
ধৰা দিই—সেখানে ভাল কৰেই ধৰা দিই। আপনাদেৱ সকলকে
আমি কি চক্ষে দেখি তা আপনাবা জানেন।

পাঞ্জাবেৰ লোকেৰা এবাৰ আমাৰ প্ৰতি যথেষ্ট ভালবাসা, কৃপা ও
সম্মান সৰ্বত্র দেখাইয়াছেন। যতীন দাসেৰ আৱৰণিদানই ইহাৰ
জন্ম দায়ী। বাস্তবিক এখন যেন পাঞ্জাবেৰ আবহাওয়া একেবাৰে
বদলিয়া গিয়াছে।

আমার কার্যসূচী এখন এতটা অনিশ্চিত যে পুরুলিয়া যাওয়া
সম্ভব হইবে কি না জানি না—আশা তো খুবই কম।

আমার ভালবাসা ও বিজয়ার সম্ভাষণ জানিবেন—ভাস্কর বাবুকে
জানাইবেন—এবং শঙ্গুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তি-
পূর্ণ প্রণাম দিবেন। ছেলেদেবও আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি—

আপনাদের

স্বাভাব

পুনঃ—কলিকাতায় ফিরেছি। গ্রেপ্তার কেহ কবে নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট
bail এ খালাস করেছে।

স্বাভাব

২৭।১০।২৯

১৯৩

পরবর্তী ছয়খানি পত্র শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবৌকে লিখিত

BENGAL PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE

TELEGRAPHIC ADDRESS

“BIPISFEESEE”

CALCUTTA.....14

PHONE NO. 2952, BARABAZAR

৫১১।২৯

NO.

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, কাল আমি দিল্লী থেকে ফিরেছি—সেগানকাল খবর সংবাদ
পত্রে সব পেয়েছেন—নিশ্চয়ই। জহরলাল এবাব মহাআর পাল্লায়
পড়ে Independence ত্যাগ করলে।

আপনারা সকলে কেমন আছেন ? ওখানে এখন কে কে
আছেন ?

এদিকে বেশ যুদ্ধের আয়োজন চলছে—১৬ই এবং ১৭ই নভেম্বরে
নির্বাচন। সেনগুপ্ত সাহেব ও তাঁর দল প্রাণপণ করে চেষ্টা করছেন
আমাদের বি. পি. সি. সি থেকে তাড়াতে। দেখা যাক কি হয়।
আমরা বোধ হয় হারবনা। একবক্তুর ভালই আছি। আমার ভক্তি-
পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন এবং সকলকে আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি—

আপনাদের সেবক

সুভাষ

১১৪

1, Woodburn Park,
Calcutta

১১২১২৯

শ্রীচরণকমলেষু—

মাগো, অনেকদিন আপনাকে পত্র দিতে পাবি নি। কিছুকাল
যাবৎ খুব বেশী বকম ঝঝাটেব ভিতব দিয়ে যাচ্ছি। বোধ হয় কাবা-
মুক্তিৰ পৰ এত ঝঝাট কোনও দিন আসেনি। সর্বদা আপনার
স্নেহাশীর্বাদ আমাকে ঘিবে বেখেছে—এই অমৃতত্ত্ব আমার অশেষ
সান্ত্বনা ও শক্তিৰ আকৰ। আমার এই বিপদেৰ সময়ে আপনি না
থাকলে আমার কি অবস্থা হ'ত জানি না। কিঞ্চ যদিও আপনার
Presence এৱ অগ্রসূতি সর্বদা পাই, তবু কাছে যেতে খুবই ইচ্ছা
করে—এ কথা বলা বাহ্যিক। কবে যেতে পারব জানি না।

এবার Central Provinces-এ গিয়ে তরঙ্গদের মধ্যে বেশ Propaganda করে এসেছি। মাঝখানে আমার অনুপস্থিতির সময়ে আমাকে Trade Union Congress এর President করে দিয়েছে।

সেনগুপ্তের দল আমাদের অপদস্থ ও বিধিস্ত করবার জন্য বার বার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—এখনও কৃতকার্য্য হতে পারেনি। এখন আমাদের dispute পণ্ডিত মতিলালের হাতে। যদিও আমরা election এ অন্তায় কিছু করি নি। তবুও কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যে পণ্ডিতজী সেনগুপ্তকে সমর্থন ক'রে, Sylhet এর, B. P. C. C. র এবং A. I. C. C. র নিবৰ্ত্তন নাকচ করবেন।

জেলখানায় কখন্ যাওয়া উচিত তাই ভাবছি—বড় দিনের আগে না পরে? আশা করি Conviction হবেই। উপর থেকে যদি অন্তরূপ Policy চলে তা' হ'লে কি হবে বলতে পারি না—তবে General amnesty র বিশেষ আশা আমি রাখি না।

যাক শুকনো রাজনীতির কথা লিখে আর কি হবে? দেখা হ'লে বড় ভাল হ'ত—অনেক কথা ছিল কিন্তু উপায় দেখছি না যাবার।

আপনার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে মানুষ করে তুলুক ই আমার একান্ত প্রার্থনা। মানুষ হতে বুঝি আর পারলুম না।

আমাদের এই বিপদের সময়ে ডাঃ রায়ের কাছে আশানুকরণ সহায়তা পাচ্ছিন। নির্মলবাবু অনেকটা করেছেন।

আপনার শরীর কেমন? ওখানে সকলে কেমন আছেন?

ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ।

শ্রীচরণেষু—

মাগো, কিছুকাল যাবৎ—আপনি কলিকাতা ছেড়ে যাবাব পৰ নানা প্ৰকাৰ অশান্তি ও সংগ্ৰামেৰ ভিতৰ দিয়া চলিতেছি। প্ৰত্যহ ইচ্ছা হয় একবাৰ আপনাৰ কাছে যাই—এবং আপনাৰ স্নেহাশীৰ্বদ্ধ লইয়া আসি। কিন্তু তাহা বুঝি হইবাৰ নথ। কৰ্ম্মেৰ বন্ধন ছিপ কৰা কৃত কঠিন। তবে আপনাৰ স্নেহাশীৰ্য আমাকে ঘিৰিয়া আছে—এই অন্তভূতি আমাকে বঁচাইয়া বাখিয়াছে। যখন মনটা খুবই ক্লান্ত হইয়া পৰে, তখন আপনাৰ স্নেহাশীৰ্য আবাৰ আমায় সংজীবিত কৰিয়া তোলে। সত্যি সত্যি, আগাৰ জীবনে আব অন্ত কোনও সম্পদ বা ভবসা নাই। যাহা কৰিতেছি—তাহা ঠিক কৰিতেছি কি না জানিনা—আপনি আমায় পথ দেখাইয়া সত্যেৰ পথে বাখিবেন। আমাৰ শত দোষ কৃটী ও অযোগ্যতা যেন আপনাৰ আশৌকৰ্বদ্ধেৰ বলে আমি ত্যাগ কৰিতে পাৰি। আব কি লিখিব—লাহোবেৰ পথে চলিতেছি। সেখানে কি হইবে জানি না।

বাৰ বাৰ আমায় পৰাত্ত কৰিবাৰ জন্য শক্রপক্ষেৰা দল বাধিয়াছে—প্ৰাণপণ চেষ্টা কৰিয়াছে। অদৃশ্য শক্তিৰ বলে আমিও বাৰ বাৰ তাদেৰ ব্যৰ্থ কৰিতে পাৰিয়াছি। শেষ পৰ্যন্ত কি হইবে তাহা অবশ্য বলিতে পাৰি না। তবে মনে বাখিবেন সন্তানেৰ জয় মানে মায়েৰ জয় ; সন্তানেৰ পৰাজয় মানে মায়েৰ পৰাজয়।

আপনাৰ অযোগ্য সন্তান

সুভাষ

1, Woodburn Park,
Calcutta

6/1/30

শ্রীচরণেষু—

মা,

আমি আজ সকালে এখানে ফিরেছি। আজই আবার মোকদ্দিমা
আরম্ভ হয়েছে।

. অনেকদিন আপনার ও অন্যান্য সকলের কোনও খবর পাই নি।
আপনারা সকলে কেমন আছেন?

আমি ড্রলট আছি। এ দিকে আসবার কি কোনও সন্তান
আছে?

ইতি---

আপনাদের সেবক
সুভাষ

Alipore Court

২৩।১।৩০

শ্রীচরণেষু

মা, আপনার সব চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালের জন্য সময়
মত উত্তর দিতে পারি নাই। আজ এক বৎসরের কারাদণ্ড আদেশ
হয়েছে। আমরা সকলে ভাল আছি—বেশ আনন্দের সঙ্গে জয়যাত্রা।

করব—রাজমন্দিরের দিকে। আপনার স্নেহশীর্বাদ আমাকে সর্বদা
ঘিরে রাখবে—এ আমার অস্তরের বিশ্বাস। আপনার শরীর খারাপ
গুনে বড় চিন্তিত হয়েছি। আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় এসে
ডাঃ রায়কে চিকিৎসা করতে দিবেন। এ আমার একান্ত অস্তরোধ—
এ কথা রাখবেন।

ইতি

আপনার সেবক
সুভাষ

১১৮

1, Woodburn Park
Calcutta.
7.11.30

ঞ্চারণ কমলেষু

মা, আপনাব পৃত্রগুলি পেয়েছি কিন্তু উন্তর দিতে পারি নাই।
আপনি বোধ হয় রাগ কবেছেন অথবা ছঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি
ক্ষমা প্রার্থনা করব না—কারণ আমার স্বত্বাব আপনি জানেন।
উন্তর তাড়াতাড়ি সব সময় দিতে পারি না।

আপনারা কেমন আছেন। আমি এক রকম ভাল আছি—যদিও
মূহূর্তকাল বিশ্রাম করতে পারি না। ইচ্ছা সত্ত্বেও কলিকাতার
বাহিরে যেতে পারি নাই। আপনি কবে আসছেন?

ইতি

আপনাদের সেবক
সুভাষ

পরবর্তী দুইখানি পত্র বিভাবতী বস্তুকে লিখিত

শ্রীশ্রীচূর্ণী সহায়

C/o D.I.G.I.B.C.I.D.

13, Lord Sinha Road, Calcutta

The Penitentiary

Madras.

সোমবাৰ, ২৯শে আগস্ট । (১৯৩২)

পুজনীয়া মেজবৌদিদি,

আপনার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছি। ১১ তারিখে পত্র পাই—উগুণ লিতে বিলু হটল। সঙ্গেকাব সব চিঠিও পাইয়াছি—তবে অমিব চিঠিৰ অনেকাংশ কাটা—এটি অবস্থায় পাই। অন্য কোনও চিঠিৰ কোনও অংশ কাটা হয় নাই।

নীলরতন গাবু ও বিধানবাবু এখানে পৱীক্ষা কৱিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তাদেব কাছে বিস্তৃত সংবাদ পাইবেন। হাসপাতালে পৱীক্ষা হইয়াছিল। তাদেব সঙ্গে আৱও ডেক্জন সৱকাৱী ডাক্তাৰ ছিলেন—ডাঃ ক্ষিনাৱ এবং কেশৰ পাট। সকলে একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। সংক্ষেপে তাদেব মত এই—

- (১) যন্ত্ৰাব লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে।
- (২) পেটেৰ মধ্যে একটা গোলমাল আছে—হয়তো এপিৎসু-সাইটিস্।
- (৩) অবিলম্বে স্বাস্থ্যকৰ স্থানে পাঠান উচিত।
- (৪) স্লাইটজারল্যাণ্ডে—অথবা ভাৰতবৰ্দে ভাৰতলিতে স্থানি-টোৱিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসাৰ ব্যবস্থা কৰা উচিত। জেলে থাকিলে রোগেৰ প্ৰকোপ আৱও বৃদ্ধি পাইবে।

বিস্তৃত সংবাদ ডাক্তারদের কাছেই পাইবেন—তবে আমি কেবল সারমর্শ দিলাম। এখন আবার সবকার বাহাতুরের আদেশের অপেক্ষায় কিছুকাল বসিয়া থাকিতে হইবে।

এখানে এখনও গবম আছে। খাওয়া দাওয়ার অবস্থা পূর্বেকাব মত। পেটের অবস্থা ভাল না হইলে আহাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এখানকাব পানীয়জল মোটেই ভাল নয়।

৩পূর্বীধাম থেকে বাবাব চিঠি পাইয়াছি—১২ তাবিখেব পত্র। আমি ১৬ই আগষ্টে বাবাকে পত্র দিয়াছি—আশা কবি তাহা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে।

আমির ২২শে তাবিখেব পত্র সি. আর্ট. ডি. আফিসে আটক হইয়াছে। সঙ্গে গীতাব যে পত্র ছিল তাহা কিন্তু পাইয়াছি। অমির পূর্বেকাব পত্র (ওবা তাবিখেব) অনেকাংশ কাটা এই অবস্থায় পাই।

মেহেব অমি, মীবা, নেডু ও গীতা—তোমাদেব সকলেব পত্র আমি পাইয়াছি। বেধ হয় মীবা ও নেডু একখানি পত্র লিখিবাব পৱ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকাব জেল জবলপুবেব চেয়ে আকাবে ছোট—কিন্তু ঘৰ-বাড়ীগুলি তদপেক্ষা ভাল। আমি দোতালায় থাকি। ঘৰগুলি খুব ছোট—একজনেব থাকাব মত—ইংবাজীতে যাকে বলে “সেল”। তবে আমি সমস্ত দিনরাত বাবান্দায় পড়িয়া থাকি। জন্ত জানোয়াব এখানে আনিতে পাৰি নাই এবং স্থানাভাবেব জন্য এখানে জোগাড় কৰি নাই। জবলপুবে যেমন একেবাবে আলাদা *yaid* পাইয়াছিলাম এখানে সেবকম নয়। কাজেই স্থানাভাব। এখানে রান্নার হাঙ্গামা নাই—কাৰণ আমি যা খাই তাৰ জন্য বান্না কৰিতে হয় না। *stove-* এৰ সাহায্যে খাওয়াৰ ব্যবস্থা হইয়া যায়। এখানে অধিকাংশ সময় লেখাপড়া কৰিয়া কাটে—তাৰ জন্য কিছু বইও কিনিতে হইয়াছে।

এখানে আসবাৰ পৱ মেজদাদাকে যে চিঠি দিই—অনেকদিন পৱে
তাৰ উত্তৰ পাইয়াছি। কয়েকদিন পূৰ্বে তাৰ প্ৰত্যুষ্টিৰও দিয়াছি।

এক জায়গায় বেশীদিন থাকিলে শেষটা বড় একঘেয়ে লাগে।
তখন অন্ত জায়গায় গেলে প্ৰথমটা একটু ভাল লাগে। তাৰপৱ
আবাৰ একঘেয়ে ভাব ফিরিয়া আসে। জেলখানায় সময় কাটাইবাৰ
একমাত্ৰ প্ৰকৃষ্ট উপায় অবিৱাম পড়াশুনা কৱা।

গীতাৰ বহু প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দিতে চিঠিটা খুব বড় হয়ে গেল। দেখছি
নেড়ানেড়িদেৱ ভয়ানক চিন্তা হয়েছে—ভায়েৱ নাম কি রাখা হবে।
যখন সকলে একমত হতে পাৰছে না—তখন এক কাজ কৱলে মন্দ
হয় না। সবকটা নাম রেখে দেওয়া হোক—সে নিজে বড় হয়ে একটা
বেছে নে— পঞ্চমত।

আশা কৱি আপনাৱা সকলে ভাল আছেন। অক্ষয় লিখেছে, যে
সে এখানে আসতে চায়—দেখা কৱতে। তাকে বাৱণ কৱবেন
আসতে। মিছিমিছি এতদূৱ আসাৰ দৱকাম কি ?

বাৰামার্বি শৱৌৱ কেমন আছে? এখানে আৱ কতদিন থাকতে
হবে জানি না। যদি মধ্যে মধ্যে কেহ জবলপুৱে যেতে পাৱেন, তা
হ'লে ভাল হয়। মেজদাদা সেখানে বড় একলা বোধ কৱন। অক্ষয়
এখানে না এসে বৱং জবলপুৱে যাক।

হতি
সুভাষ।

ଆଶ୍ରିତ୍ରଗୀ ସହାୟ

ମାଲ୍ଲାଜ

୧୯୩୨ ଅକ୍ଟୋବର । (୧୯୩୨)

ଶନିବାର

ପରମ ପୂଜନୀୟ ମେଜବୌଦ୍ଧିଦି,

ଆପନାର ୨ରା ସେପ୍ଟେମ୍ବରେ ପତ୍ର ଆମି ୧୦ ତାରିଖେ ପାଇ ଏବଂ
୨୪ଶେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରେ ପତ୍ର ଆମି ୩୦ଶେ ତାରିଖେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକଲ୍ୟ) ପାଇ ।

ଆମାର ସହିତ କେହ ଦେଖା କରିତେ ଆସିବେ ଶୁଣିଲେ ମନଟା ଯେନ
ଚଞ୍ଚଳ ହଇଯା ଉଠେ । ମୋଟକଥା କାହାବେ ଆସାଟା ଆମି ପଛନ୍ତି କରି ନା ।
ତାହି ଅକ୍ଷୟ ଯଥନ ଲିଖିଲ ମେଜବୌଦ୍ଧିଦିଙ୍କୁ ପାଇଲାମ । ମାରଖାନ ଥେକେ ପୁଲିଶ ମହୋଦୟଗଣ ଅନ୍ତମତି ନା ଦେଓଯାତେ
ସବ ମୀମାଂସା ହଇଯା ଗେଲ । ସେଦିନ ଖବର ପାଇଲାମ ଯେ ବଡ଼ଦାଦା ଆସିତେ
ଚାନ ତାହି ଆମି ଆସିତେ ବାରଣ କରିଯାଛି । ଏଥାନେ କତଦିନ ଆଛି
ତା ଜାନି ନା ହ୍ୟତୋ ଶ୍ରୀଘ୍ରଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତବିତ ହଇବ । ସୁତରାଂ ମିଛାମିଛି,
ଏତଦୂର ଆସିବାବ କୋନେ ହେତୁ ଦେଖି ନା । କୋନେ ସ୍ଥାନେ ପାକାପାକି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଇଲେ ତଥନ ବରଂ ଆସିତେ ପାରେନ । ଏଇକପ ଲିଖିଯାଛି ।

ଏଥାନେ କୋନେ ଚିକିଂସା ଆରଣ୍ୟ ହୟ ନାହିଁ—ତା ହଇତେ ପାରେ ନା ।
ଥାଓୟା ଦାଓୟା ପୂର୍ବେର ମତଇ । ଆହାରେର ପରିମାଣ ବାଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା
କରିଲେ ଆବାର ଯଦ୍ରଗୀ ଆରଣ୍ୟ ହୟ । ଓଜନ କ୍ରମଶଃ ଆରା କମିତେଛେ ।

ସୁପାରିଟେଣ୍ଡେଟ ସାହେବ ଏକରକମ ନିର୍ମପାୟ ; ଆମାର ସମସ୍ତେ
ଯାହାତେ ତାଡାତାଡ଼ି ଏକଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୟ ତାର ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କରିତେଛେ ।
କିନ୍ତୁ ଏଥନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ କିଛି ହୟ ନାହିଁ । କିଛୁକାଳ ପୂର୍ବେ

কাগজে লিখিয়াছিল যে ভাওয়ালীতে পাঠাইবে। আজ পর্যন্ত
সরকারী ছকুম কিন্তু আসিল না।

এখানে আসিবার পর দিদিকে পত্র দিতে পারি নাই বা দিদির
কোনও পত্র পাই নাই। মা লিখিয়াছেন যে হয়তো দিদিরা কটকে
যাইবেন কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে আপাততঃ গোরক্ষপুরেই
থাকিবেন।

গত সোমবার মাকে পত্র দিয়াছি কটকের ঠিকানায়। গত ৮ই
তারিখে বাবাকে পত্র দিয়াছি। বাবার পত্র পাইয়াছি—১৭ই
তারিখের। মেজদাদার ২রা তারিখের পত্র বাবা পাঠাইয়া দিয়াছেন
তার পত্রের সঙ্গে।

নতুন মামাবাবুকে খবর দিবেন যে তিনি যে ঔষধ পাঠাইয়াছেন
তাহা আজ এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। বড়দাদার ১৭ই সেপ্টেম্বরের
পত্রও কাল পাইয়াছি।

জ্বর পূর্বের মতই প্রত্যহ হইতেছে। এখানে এখনও বেশ গরম।
বর্ষা এখনও নামে নাই।

আপনার জবলপুর যাওয়ার খবর আমি এখানকার কাগজে পাই।
তারপর আপনার ছেটমেন্টও এখানকার কাগজে উৎপন্ন হইয়া-
ছিল। যাহাতে প্রত্যেক মাসে কেহ জবলপুরে দেখা করিতে যান
তার বাবস্থা করবেন।

গোপালী কতদিনের ছুটি পাইয়াছে? সেহের মীরা, নেড়ু ও
গীতার পত্র পাইয়াছি। নেড়ুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি কিন্তু এবার
নেড়ু ছাড়া আর কেহ লিখে নাই কেন? গীতা জানিতে চায়?
এখানকার জেল কয়তলা! সে বুঝি এখানে আসিয়া থাকিতে চায়?
এখানকার বাড়ীগুলি দুইতলা এবং নেয়েদের আলাদা ব্যবস্থাও এ
জেলে আছে। এখানকার জেলে জায়গা খুব কম—বেড়াইবার তেমন

স্মৰিধা মোটেই নাই । ঘরগুলি ছোট তবে হাওয়া খেলে এবং একটা
সুস্থ লম্বা বারান্দা আছে । আমি অধিকাংশ সময় বারান্দায় থাকি ।
নেড়ুর পরীক্ষার ফল শুনিয়া অনন্দিত হইলাম কিন্তু তাহাকে প্রথম
স্থান অধিকার করিতে হইবে ।

সেজ বৌদ্ধিদ্বাৰা কেমন আছেন ও আছে ? ছোট দাদাৰা ভাল
আছেন আশা কৰি । নদাদার খবৰ অনেকদিন পাই নাই ।

আশা কৰি ওখানকার সব কুশল । আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম
জানিবেন । কনিষ্ঠদেৱ ভালবাসা দিবেন ।

ইতি

শ্রীসুভাষ ।

ବ୍ୟକ୍ତି-ପରିଚୟ

ନାମ	ପତ୍ର-ସଂଖ୍ୟା	ପରିଚୟ
ଅପରୀ ଦେବୀ—	୧୧ ;	ଦେଶବକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଫଳନ ଥାମେର ଜୋଡ଼ା କଷା
ଅର୍ପଣା—	୮୪, ୮୯ ;	ଶୁଭାସନ୍ଦେଶ ଭାଗିନୀଯୀ
ଅଶୋକ—	୮୪, ୮୮, ୮୯, ୧୦୦ ;	ଶର୍ଵତ୍ର ବନ୍ଦର ଜୋଡ଼ ପୁତ୍ର
କନକ—	୭୨ ;	ଆନକୀନାଥ ବନ୍ଦର କନିଷ୍ଠା କଷା
କିରଣ୍ୟାବୁ—	୧୦୭ ;	କିରଣ୍ୟକର ରାଯ়
ଗିରିଜାପ୍ରସନ୍ନ—	୨୨ ;	ଗିରିଜାପ୍ରସନ୍ନ ମାନ୍ଦାଳ
ଗୀତା—	୧୧୨ ;	ଶର୍ଵତ୍ର ବନ୍ଦର କନିଷ୍ଠା
ଗୋପାଲୀ—	୩, ୮୫ ;	ଆନକୀନାଥ ବନ୍ଦର କନିଷ୍ଠା ପୁତ୍ର
ଗୋରା—	୮୪ ;	ଶୁଭାସନ୍ଦେଶ ଭାଗିନୀଯୀ
ଗୋଷ୍ଠାମୀ, ତୁଳସୀବାବୁ—	୧୦୪, ୧୪୫ ;	ତୁଳସୀବାବୁ ଗୋଷ୍ଠାମୀ
ଚାର—	୪୯, ୬୩ ;	ଚାରତ୍ତଳ ଗାୟନୀ, ନେତାଜୀର ମହାପାଠୀ
ଛାତ୍ର—	୧୦୦ ;	ଶୁଧିରଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର କଷା
ଛୋଟପାଦା—	୩, ୫ ;	ଡା: ଶୁନୀଲଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର
ଅଟିମ ଦାସ—	୨୭, ୨୯ ;	ଅମୃତରଫଳ ଦାସ
ଡା: ରାଯ়, ବିଧାନବାବୁ—	୧୦୪, ୧୦୭, ୧୧୩, ୧୧୯ ;	ଡା: ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାଯ়
ମନୁଷ୍ୟ—	୫୧, ୯୦ ;	ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ
ଦାନା—	୧୪ ;	ମନୀଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର
ନରାବା—	୧୨ ;	ଶୁଧିରଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର
ନରୋଦି—	୧୦୦ ,	ଶୁଧିରଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ପତ୍ନୀ
ନିର୍ମଳବାବୁ—	୧୧୦ ;	ନିର୍ମଳଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର
ବୀଳରତ୍ନବାବୁ—	୩, ୧୧୯ ;	ଡା: ବୀଳରତ୍ନ ମନ୍ଦକାର
ଲେଡ୍ଜୀ, ଲେଡ୍ୟ—	୧୦୫, ୧୦୯, ୧୦୭ ୧୧୯ ୧୨୦ ;	ଶର୍ଵତ୍ର ବନ୍ଦର ହୃଦୀର ପୁତ୍ର
ପଣି—	୭୯ ;	ଆନକୀନାଥ ବନ୍ଦର ପଞ୍ଚମୀ କଷା
ଅକୁଳଦା—	୪୯ ;	୬୧: ଅକୁଳ ଘୋସ
ବୀର—	୧୦୦ ;	ଭୃତ୍ୟ

ଅଳ୍ପ	ପତ୍ର-ସଂଖ୍ୟା	ପରିଚয়
ବେଳୀବାବୁ—	୧୫, ୧୦ :	ବେଳୀମାଧ୍ୟ ଦାଶ, ନେତାଜୀର କୁଲେର ଶିକ୍ଷକ
ଖୋଦିଦି—	୩, ୮୭, ୧୦୫ :	ମହିଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ପତ୍ରୀ
ଭାକ୍ଷରବାବୁ—	୨୭, ୧୧୨ :	ଭାକ୍ଷର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ଦେଶବନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତରଙ୍ଗନ ଦାମେର କଲିଞ୍ଚ ଆମାତା।
ତୋଷଳ—	୭୦ :	ଦେଶବନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତରଙ୍ଗନ ଦାମେର ପୁତ୍ର, ଚିରରଙ୍ଗନ ଦାଶ
ମିମୁ—	୨୯ :	ଚିରରଙ୍ଗନ ଦାମେର ଜୋଣ୍ଠା କଷ୍ଟ।
ମୀରା—	୮୯, ୧୦୬, ୧୧୯ :	ଶର୍ଵଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଜୋଣ୍ଠା କଷ୍ଟ।
ମେଜାଲୀ—	୮, ୮୭, ୮୯, ୧୦୫, ୧୦୭ :	ଶର୍ଵଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର
ମେଜବୌଦ୍ଧିଦି—	୩, ୧୦୭ :	ଶର୍ଵଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ପତ୍ରୀ, ବିଭାବତୀ ବନ୍ଦ
ମୋବାରୀ—	୨୨ :	ଶାବତ ଗର୍ଭମେଟେର ତ୍ୱରକାଳୀନ ସରାଟ୍ର ମଚିର ଯୁଗଲକିଶୋର ଆଟା
ସୁଗଲଦା—		ସତୋଜନାଥ ମନ୍ତ୍ରେର ପତ୍ରୀ
ଲାଜାମୀରା—	୨୯ :	ସତୋଜନାଥ ମନ୍ତ୍ରେର ପତ୍ରୀ
ସହ୍ୟେନବାବୁ—	୨୨ :	ସତୋଜନାଥ ମନ୍ତ୍ର
ମତୋନ ମାମା—	୧୪ :	ମତୋଜନାଥ ମନ୍ତ୍ର
ମାରବା—	୧, ୬ :	ପରିଚାରିକା
ହୃଦୀରବାବୁ—	୧୦୩, ୧୧୦ :	ହୃଦୀରଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଦେଶବନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତରଙ୍ଗନ ଦାମେର ଜୋଣ୍ଠା ଆମାତା।
ହୃନୀତିବାବୁ—	୪୪, ୪୯, ୫୩ :	ଡାଃ ହୃନୀତିକୁମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ
ହୁରେଶଦା—	୧୯, ୩୮, ୪୯ :	ଡାଃ ହୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ
ହୃଦାର—	୫୨ :	ହୃଦମଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର
ମେଜବୌଦି—	୭୯ :	ହୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ପତ୍ରୀ
ମେନଙ୍କପ—	୧୦୫, ୧୧୩ :	ସତୀଜନମୋହନ ମେନଙ୍କପ
Big five—	୧୦୬ :	କିରଣଶକ୍ତର ରାୟ, ତୁଳମୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋବାମୀ, ନିର୍ଧିଲଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଧାନଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓ ଶର୍ଵଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ